শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অন্ত্য-লীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্। | যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥ ১ ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যৎ যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য কৃপা পঙ্গুং খঞ্জং জনং শৈলং পর্ব্বতং লঙ্ঘয়তে, মূকং বাক্‌শক্তিরহিতং জনং শ্রুতিং বেদাদিকং আবর্ত্তয়েৎ, তং কৃষ্ণচৈতন্যং ঈশ্বরং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণম্ অহং বন্দে। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জয় শ্রীগুরুদেব। "——আমি কিছুই না জানি। যেই মহাপ্রভু কহায়, সেই কহি বাণী ॥ ৩।১।১৫৬ ॥"
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয়। শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীর জয়। শ্রীশ্রীভক্তবৃন্দের জয়। শ্রীশ্রীকবিরাজ-গোস্বামীর জয়।

অন্ত্যলীলার এই প্রথম পরিচ্ছেদে শিবানন্দসেনের কুকুরের প্রসঙ্গ, শ্রীরূপকৃত নাটকদ্বয়ের প্রসঙ্গ, নীলাচলে প্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলন-কথা, শ্রীরূপের সহিত প্রভুর ইষ্টগোষ্ঠী, ভক্তগণের সহিত প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপকৃত-নাটকদ্বয়ের আস্বাদন এবং শ্রীরূপের পুনরায় বৃন্দাবন-গমনাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যৎকৃপা (যাঁহার কৃপা) পঙ্গুং (পঙ্গুকে—খঞ্জকে) শৈলং (শৈল—পর্ব্বত) লঙ্ঘয়তে (লঙ্ঘন করায়), মূকং (মূককে—বোবাকে) শ্রুতিং (বেদ) আবর্ত্তয়েৎ (আবৃত্তি করায়), তং (সেই) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) কৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার কৃপা পঙ্গুদ্বারা পর্ব্বত-লঙ্ঘন করায়, মূক-(বোবা) দ্বারা বেদের আবৃত্তি করায়, আমি সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি। ১

অন্ত্যলীলার প্রারম্ভে গ্রন্থকার পাঁচটী শ্লোকে ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। প্রথম শ্লোকে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপঃ—"প্রভু, পঙ্গু যেমন গিরি-লঙ্ঘনে অসমর্থ, বোবা যেমন বেদ পাঠে অসমর্থ, তোমার লীলবর্ণনে আমিও তদ্রূপ অসমর্থ। কিন্তু প্রভু, তোমার কৃপার একটা আশ্চর্য্য অচিন্ত্য-শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনাদির ন্যায় অঘটন-ব্যাপারও ঘটিয়া থাকে; প্রভু, তোমার সেই অত্যাশ্চর্য্য-কৃপাশক্তির প্রভাবে আমাহেন অযোগ্যদ্বারা তোমার লীলাকথা বর্ণন করাইয়া লও—ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা।"

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ ১

এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥ ২

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ৩

দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৩

মধ্যলীলার এই সংক্ষেপে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলার বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্খলন্তী পাদাভ্যাং গতির্গমনং যস্য। সন্তঃ সাধবঃ কৃপাযষ্টিদানেন অবলম্বনং আশ্রয়ঃ সন্তু। চক্রবর্ত্তী। ২

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২। অন্বয়। সন্তঃ (সাধুগণ) স্বকৃপাযষ্টিদানেন (স্বীয় কৃপারূপ যষ্টি দান করিয়া) দুর্গমে (দুর্গম) পথি (পথে—শাস্ত্রপথে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) স্খলৎ-পাদগতেঃ (যাহার পদস্খলন হইতেছে, তাদৃশ) অন্ধস্য মে (অন্ধ-আমার) অবলম্বনং (অবলম্বন) সন্তু (হউন)।

অনুবাদ। আমি একে অন্ধ (দৃষ্টিশক্তিহীন, অথবা শাস্ত্রজ্ঞানহীন), তাহাতে এই দুর্গম (শাস্ত্র) পথে পুনঃ পুনঃ আমার পদস্খলন হইতেছে; অতএব সাধুগণ কৃপাযষ্টি দান করিয়া আমার অবলম্বন হউন। ২

পথ যদি বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া দুর্গম হয় এবং তদুপরি তাহা যদি আবার পিচ্ছিল হয়, তাহা হইলে সে পথে চলা সহজ লোকের পক্ষেও কষ্টকর—অন্ধের কথা তো দূরে; তবে যদি যষ্টি হাতে থাকে, তাহা হইলে তাহাতে ভর করিয়া অন্ধব্যক্তি সেই দুর্গম পথেও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতে পারে; যষ্টি ব্যতীত তাহা একেবারেই অসম্ভব; যেহেতু, পিচ্ছিল পথে পুনঃ পুনঃ তাহার পদস্খলন হইবে, তাহাতে পড়িয়া গিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কণ্টকাদিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইবে। তদ্রূপ, যিনি শাস্ত্রচক্ষুহীন—যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তাঁহার পক্ষে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দুর্বিতর্ক্য লীলার বর্ণনা করা অসম্ভব; কারণ, মহৎ-কৃপাব্যতীত সেই লীলার গূঢ় রহস্যে কাহারও প্রবেশাধিকার জন্মিতে পারে না; মহৎ-কৃপার সহায়তা ব্যতীত সেই লীলা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং তজ্জনিত অপরাধাদি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু মহৎ-কৃপার বলে বলীয়ান্ হইয়া যদি কেহ সেই লীলাবর্ণনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে সেই কৃপার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির প্রভাবে শাস্ত্রজ্ঞানহীন হইলেও তিনি অনায়াসে তাহা বর্ণন করিতে পারেন। তাই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী দৈন্যসহকারে স্বীয় অসামর্থ্য খ্যাপন করিয়া গ্রন্থারম্ভে সাধু মহা-পুরুষদের কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিয়া এই শ্লোকে আবার সাধুদিগের কৃপা প্রার্থনা করার হেতু এই যে—ভগবৎ কৃপা সাধুকৃপাসাপেক্ষ; সাধুমহাপুরুষের কৃপা হইলে ভক্তপরাধীন-ভগবানের কৃপা অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে।

১-২। এই দুই পয়ারও নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণের অন্তর্ভুক্ত।

শ্লো। ৩-৫। অন্বয়। অন্বয়াদি আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের যথাক্রমে ১৫।১৬।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪। মধ্যলীলার এই—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পরের ছয়-বৎসরের লীলার নাম মধ্যলীলা। এই ছয় বৎসরের লীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবনাদি স্থানে

মধ্যলীলামধ্যে অন্ত্যলীলা সূত্রগণ।
পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপে করিয়াছি বর্ণন ॥ ৫
আমি জরাগ্রস্ত—নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্য কোনো কোনো লীলা করিয়াছি বর্ণন ॥ ৬
পূর্ব্বলিখিত সূত্রগণ অনুসারে।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥ ৭

বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা।
স্বরূপগোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥ ৮
শুনি শচী আনন্দিত, সর্ব্বভক্তগণ—।
সভে মেলি নীলাচলে করিলা গমন ॥ ৯
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য্য-শিবানন্দ-সনে মিলিলা সভে আসি ॥১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাতায়াতে এই ছয় বৎসর ব্যয়িত হইয়াছে। **অন্ত্যলীলা**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার শেষ আঠার বৎসরের লীলার নাম অন্ত্যলীলা। এই আঠার বৎসর প্রভু কেবল নীলাচলে ছিলেন, অন্য কোথাও যান নাই।

৫। **মধ্যলীলা মধ্যে** ইত্যাদি—সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রথম ছয় বৎসরের লীলা-সূত্র-বর্ণনা-সময়ে অন্ত্যলীলারও (শেষ আঠার বৎসরের লীলাসমূহের) সূত্রাকারে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। (মধ্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। **পূর্ব্বগ্রন্থে**—মধ্যলীলায়।

৬। মধ্যলীলার সূত্র-বর্ণনা-সময়ে অন্ত্যলীলার সূত্র-বর্ণনা কেন করিলেন, তাহার কারণ বলিতেছেন।

আমি জরাগ্রস্ত ইত্যাদি—গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী যে সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতেছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; কোন্ সময় তাঁহার দেহত্যাগ হয়, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। পাছে, সম্পূর্ণ-গ্রন্থ লেখার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়, এই আশঙ্কা করিয়াই মধ্যলীলা-বর্ণনার সময়ে অন্ত্যলীলা সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন—উদ্দেশ্য এই যে, যদিও অন্ত্যলীলা বিস্তৃতভাবে লিখিবার পূর্ব্বেই, মধ্যলীলা লিখিবার সময়েই তাঁহার দেহত্যাগ হয়, তথাপি অন্ত্যলীলা সম্বন্ধে পাঠকগণ কিছু কিছু জানিতে পারিবেন।

৮। **গৌড়ে বার্ত্তা**—প্রভু যে শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এই সংবাদ স্বরূপগোস্বামী গৌড়দেশে পাঠাইলেন। **স্বরূপ-গোসাঞি**—স্বরূপ দামোদর।

৯। প্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসার কথা শুনিয়া শচীমাতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; গৌড়ীয় ভক্তগণও সকলে আনন্দিত হইলেন।

সভে মেলি ইত্যাদি—ভক্তগণ সকলে একত্রিত হইয়া প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে গমন করিলেন। শচীমাতা নবদ্বীপেই ছিলেন; তিনি নীলাচলে যান নাই। বৃদ্ধা শচীমাতার পক্ষে বহু দূরবর্ত্তী নীলাচলে পদব্রজে যাওয়া অসম্ভব; বিশেষতঃ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে একাকিনী শ্রীনবদ্বীপে ফেলিয়া তাঁহার পক্ষে নীলাচলে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। যে সমস্ত বৈষ্ণব-গৃহিণী প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে নীলাচলে গিয়াছিলেন, পথের বর্ণনায় বা নীলাচলের বর্ণনায় তাঁহাদের সকলেরই উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু শচীমাতার উল্লেখ নাই। শচীমাতা যদি নীলাচলে যাইতেন, তাহা হইলে পথি-মধ্যস্থ কোনও ঘটনা উপলক্ষ্যে, অথবা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ উপলক্ষ্যে শ্রীগ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে অবশ্যই কোনও উল্লেখ পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা নাই; বরং বিপরীত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া যাওয়ার সময়, প্রভু মাতার জন্য শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র পাঠাইতেন, মাতার চরণে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিতেন এবং তাঁহার অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা জানাইতেন।

১০। **কুলীন গ্রামী**—কুলীন-গ্রামবাসী ভক্তগণ। **খণ্ডবাসী**—শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণ। **আচার্য্য-শিবানন্দ-সনে**—শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য ও সেন-শিবানন্দের সঙ্গে। নীলাচলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নানাস্থান হইতে ভক্তগণ এই দুইজনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য থাকিতেন শান্তিপুরে, আর সেন-শিবানন্দের বাসস্থান ছিল কাঁচরা-পাড়ায় (২৪ পরগণা জেলায়)। শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে আসিলেন, আর কাঁচরা-পাড়ার নিকটবর্ত্তী ভক্তগণ সেন-শিবানন্দের নিকটে আসিলেন।

শিবানন্দ করে সব ঘাটি-সমাধান।
সভারে পালন করে—দেন বাসাস্থান ॥ ১১

একটি কুক্কুর চলে শিবানন্দসনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥ ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১। **ঘাটি**—পথকর আদায়ের স্থান। সেই সময়ে গৌড় হইতে নীলাচলে যাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। এক রাজার রাজ্য হইতে অন্য রাজার রাজ্যে যাইতে হইলে পথে সকলকেই পথকর বাবতে কিছু অর্থ দিতে হইত। এই পথকর আদায়ের জন্য মাঝে মাঝে কাছারী থাকিত; পথকর আদায়ের কাছারীকেই ঘাটি বলে। **করে ঘাটি সমাধান**—পথকরের টাকা দিতেন। **সভারে পালন করে**—সকলের আহারাদি যোগাইতেন এবং অপর যাহা কিছুর প্রয়োজন, সমস্ত যত্ন সহকারে যোগাইতেন। **দেন বাসা স্থান**—রাত্রি যাপনের বা বিশ্রামাদির জন্য স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

কোন কোন গ্রন্থে এই পয়ারের পরিবর্তে এইরূপ পাঠান্তর আছে:—

"শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান। সভার পালন করি সুখে লৈয়া যান॥ সভার সর্ব্বকার্য্য করে দেন বাসা স্থান। শিবানন্দ জানেন উড়িয়া-পথের সন্ধান॥" **উড়িয়া-পথের**—উড়িষ্যায় (উড়িয়া) যাওয়ার পথের। নীলাচল উড়িষ্যা-দেশের অন্তর্গত। তাই "উড়িয়া-পথ" অর্থ—"নীলাচলে যাওয়ার পথ।"

বাঙ্গালাদেশের ভক্তগণ কেহই নীলাচলে যাওয়ার পথ চিনিতেন না; কেবল শিবানন্দই তাহা জানিতেন। তাই তিনি সকলকে সঙ্গে করিয়া নিতেন। আর ভক্তদের পথকরের পয়সা দেওয়া, আহারাদির সংস্থান করা, যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা যোগাইয়া দেওয়া, রাত্রিযাপনের জন্য বা বিশ্রামাদির জন্য বাসস্থানের যোগাড় করিয়া দেওয়া ইত্যাদি সমস্তই শিবানন্দ-সেন করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে কাহারও কোনও অসুবিধা হইত না—সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। ভক্তদের কথা ত দূরে, একটি কুকুরকে পর্য্যন্ত তিনি কিরূপ যত্নের সহিত নীলাচলে লইয়া যাইতেছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে বর্ণিত হইতেছে।

১২। একবার একটী কুকুরও শিবানন্দের সঙ্গে নীলাচলে যাইবার জন্য চলিয়াছিল। এই কুকুরটী যে শিবানন্দের, তাহার কোনও উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ পথিমধ্যেই এই কুকুরটী শিবানন্দের ও তাঁহার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল এবং বরাবর তাঁহাদের সঙ্গেই চলিয়াছিল। গৌরগতপ্রাণ শিবানন্দ মনে করিলেন—গৌরচরণ দর্শনের উদ্দেশ্যেই কুকুরটী তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়াছে, এই কুকুরের দেহে বুঝি কোনও গৌরভক্তই অবস্থিত; তাই তিনি অত্যন্ত আদরের সহিত কুকুরকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন এবং অন্য ভক্তদের যে ভাবে তিনি আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন, এই কুকুরটীকেও সেই ভাবে আদর-যত্নের সহিত ভক্ষ্য—খাওয়ার জিনিস—দিতেন।

এই কুকুরের প্রসঙ্গটী অন্ত্যলীলায় উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও ইহা অন্ত্যলীলার ঘটনা নহে; ইহা মধ্যলীলার (অর্থাৎ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যবর্ত্তী কালের) ঘটনা। একথা বলার হেতু এই—প্রথমতঃ, মধ্যলীলার সূত্রবর্ণন-প্রসঙ্গেই কবিরাজ-গোস্বামী এই কুকুরের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। "বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি-ভক্ত-আগমন। শিবানন্দসেন করে সভার পালন। শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্। প্রভুর চরণ দেখি হৈল অন্তর্দ্ধান॥ পথে সার্ব্বভৌমসহ সভার মিলন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥ ২।১।১২৯-৩১।" কবিরাজ-গোস্বামীর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, যে বৎসর সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য কাশী-যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই বৎসরেই কুকুরটীও শিবানন্দের সঙ্গে চলিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দশম অঙ্কে লিখিয়াছেন—মহাপ্রভুর মথুরাগমনের পূর্ব্বে কোনও এক বৎসর শিবানন্দের সঙ্গে একটি কুকুর গিয়াছিল এবং এই কুকুরই প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল (১০।৩)। ভূমিকায় "প্রকাশানন্দ-উদ্ধার-কাহিনী"-প্রবন্ধে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে (৪৮-৫০ পৃষ্ঠা) যে, ১৪৩৫ শকেই কুকুরটি শিবানন্দসেনের সঙ্গে গিয়াছিল।

একদিন তবে এক নদীপার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চঢ়ায় নৌকাতে ॥ ১৩
কুক্কুর রহিল, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা ॥ ১৪
একদিন শিবানন্দে ঘাটিআলে রাখিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥ ১৫
রাত্র্যে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
'কুক্কুর পাঞাছে ভাত?' সেবকে পুছিলে ॥ ১৬
'কুক্কুর ভাত নাহি পায়' শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ লোক পাঠাইলা ॥ ১৭
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইলা।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা ॥ ১৮
প্রভাতে উঠি চাহে কুক্কুর, কাহাঁ না পাইলা।
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈলা ॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুতরাং ইহা মধ্যলীলারই ঘটনা। কর্ণপূরের উক্তি হইতেও তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায়; তিনি বলিয়াছেন, ইহা প্রভুর মথুরাগমনের পূর্ব্বের ঘটনা; মথুরাগমন মধ্যলীলার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন হইতে পারে—মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয়-ভক্তগণ তাঁহার দর্শনের উদ্দেশ্যে নীলাচলে যাত্রা করিয়াছেন; ইহা অন্ত্যলীলার ঘটনা। কুকুরের প্রসঙ্গ যদি মধ্যলীলার ঘটনাই হইবে, তাহা হইলে এই অন্ত্যলীলার ঘটনার সঙ্গে তাহা উল্লিখিত হইল কেন? উত্তর এই—ভক্তদের নীলাচল-যাত্রা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান। সভারে পালন করে—দেন বাসা স্থান ॥ ৩।১।১১ ॥" ইহার অব্যবহিত পরেই কুকুরটীর প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে—উদ্দেশ্য এই যে, প্রভুর চরণ-দর্শনার্থী অন্য ভক্তদের কথা তো দূরে, একটি কুকুরের সুখ-সুবিধার জন্যও শিবানন্দের যে ব্যাকুলতার সীমা ছিল না—তাহাই দেখানো। শিবানন্দের পূর্ব্ব ব্যবহারের (কুকুর সম্বন্ধীয় ব্যবহারের) উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গে তাঁহার অসাধারণ উদারতার কথাই বলা হইয়াছে।

১৩। **উড়িয়া-নাবিক**—উড়িষ্যাদেশবাসী মাঝি। নৌকায় চড়িয়া নদী পার হওয়ার সময়ে মাঝি কুকুরটীকে নৌকায় তুলিতে সম্মত হইল না; তখন শিবানন্দ বেশী পয়সা দিয়া মাঝিকে সন্তুষ্ট করিয়া কুকুরটীকে নদী পার করাইয়া সঙ্গে নিলেন। ইহাই জীবে দয়ার একটী উদাহরণ। পরমকরুণ শিবানন্দ ইতর-প্রাণিবোধে কুকুরটীকে উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া গেলেন না; কুকুরটীও সামান্য কুকুর নহে; পরে আমরা দেখিতে পাইব, এই কুকুরটী প্রভুর বিশেষ কৃপার পাত্র; তাই বোধ হয় প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত প্রবল-উৎকণ্ঠা বশতঃই কুকুরটী গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে যাত্রা করিয়াছিল। আর সেন-শিবানন্দও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাই বোধ হয় তিনিও কুকুরটীর উৎকণ্ঠার বিষয় অবগত হইয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন। এসব বিবেচনা না করিয়া, কুকুরটীকে শিবানন্দ-সেনের সঙ্গলিপ্সু একটী সাধারণ কুকুর মনে করিলেও এবং শিবানন্দ-সেনকে সর্ব্বজ্ঞ নিত্য-সিদ্ধ পার্ষদ মনে না করিয়া পরম-ভাগবত জীব মনে করিলেও এই কুকুরটীর সম্বন্ধে সেন-শিবানন্দের আচরণ বৈষ্ণবমাত্রেরই শিক্ষার বিষয়। সাধারণ ভাবে শিবানন্দ হয়ত মনে করিলেন—"কুকুরটী যখন আমাদের সঙ্গেই চলিয়াছে, তখন ইহাকে সঙ্গে করিয়া নিলে পতিত-পাবন-অবতার পরমদয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়া কুকুরটী ধন্য হইতে পারিবে, তাহার জন্ম সার্থক করিতে পারিবে, উদ্ধার হইয়া যাইতে পারিবে—আর তাহাকে সংসারে আসিতে হইবে না। সুতরাং আদর-যত্ন করিয়া ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।" এইরূপ বিবেচনা করিয়াই হয়তো শিবানন্দ কুকুরটীকে লইয়া গেলেন। ইহাই কুকুরটীর প্রতি তাঁহার বৈষ্ণব-স্বভাব-সুলভ করুণা। বাস্তবিক, বৈষ্ণবের নিকটে সকল প্রাণীই সমান—বৈষ্ণব সমদর্শী।

১৪। মাঝি কুকুরটীকে নদী পার করিতেছে না দেখিয়া শিবানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; তখন তিনি কুকুরটীর জন্য মাঝিকে দশপণ কড়ি দিলেন; অতিরিক্ত পয়সা পাইয়া মাঝি কুকুরটীকে পার করিয়া দিল।

১৫-১৯। ঘাটিআলে—ঘাটিস্থানের অধ্যক্ষ; যিনি ঘাটি (কর) আদায় করেন।

উৎকণ্ঠায় চলি সভে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥ ২০
সভা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সভা লঞা মহাপ্রভু করিলা ভোজন ॥ ২১
পূর্ব্ববৎ সভারে প্রভু পাঠাইলা বাসাস্থানে।
প্রভুঠাঞি প্রাতঃকালে আইলা আর দিনে ॥ ২২
আসিয়া দেখিল সভে—সেই ত কুক্কুরে।
প্রভু-কাছে বসি আছে কিছু অল্পদূরে ॥ ২৩
প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন পেলাইয়া।
'কৃষ্ণ রাম হরি কহ' বোলেন হাসিয়া ॥ ২৪
শস্য খায় কুক্কুর—'কৃষ্ণ' কহে বারবার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥ ২৫
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা ॥ ২৬
আর দিন কেহো তার দেখা না পাইল।
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠকে গেল ॥ ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর একদিন পথ-কর-আদি আদায়ের জন্য ঘাটিয়াল শিবানন্দকে নিজের নিকটে রাখিয়া দিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ নিকটবর্ত্তী একস্থানে আহারাদির বন্দোবস্ত করিলেন। সকলের আহারাদির পরে ঘাটির কাজ শেষ করিয়া অধিক রাত্রিতে শিবানন্দ তাঁহাদের নিকটে ফিরিয়া নিজে যখন আহার করিতে গেলেন, তখন কুকুরের খাওয়া হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, ভ্রমবশতঃ কুকুরের খাওয়া দেওয়া হয় নাই; শুনিয়া শিবানন্দের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল; আহার না করিয়াই তিনি উঠিয়া আসিলেন, কুকুরটীর খোঁজ করিয়া দেখিলেন, কুকুর বাসায় নাই। তখন কুকুরের খোঁজ করার জন্য দশজন লোক চারিদিকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কোথাও কুকুরকে পাওয়া গেল না, সকলে ফিরিয়া আসিলেন। শিবানন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; তিনি সেই রাত্রি উপবাস করিলেন। তাঁহার আশ্রিত একটী জীব অনাহারে রহিল, তিনি কিরূপে আহার করিবেন? যাহা হউক, প্রাতঃকালে আবার কুকুরের অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু পাওয়া গেল না, তাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। কুকুরটী গেল কোথায়? যাহা হউক, পরে সকলেই নীলাচলে গিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। যে দিন তাঁহারা নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, তার পরের দিন প্রাতঃকালে বাসা হইতে প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, সেই কুকুরটি প্রভুর নিকটে একটু দূরে বসিয়া আছে, প্রভু তাহাকে প্রসাদী নারিকেলের টুক্‌রা দিতেছেন, আর "কৃষ্ণ রাম হরি কহ" বলিয়া হাসিতেছেন। ভাগ্যবান্ কুকুর প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত নারিকেল প্রসাদ খাইতেছে, আর বার বার "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতেছে; দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত। শিবানন্দসেন কুকুরটিকে দণ্ডবৎ করিয়া—পথে তাঁহার সেবক কুকুরটীকে আহার না দেওয়ায় নিজের যে অপরাধ হইয়াছে, তজ্জন্য কুকুরের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর একদিন জানা গেল, কুকুরটী সিদ্ধদেহ পাইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব-সঙ্গের ইহাই মাহাত্ম্য। মানুষের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবের সঙ্গের প্রভাবে কুকুরও ভগবৎ-কৃপালাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারে।

২০। **উৎকণ্ঠায়**—মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা-বশতঃ।

পূর্ব্ববৎ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত।

২৪। **শস্য**—নারিকেলের শাস।

২৫। **কৃষ্ণ কহে**—কুকুরটী বার বার "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিতেছে। ইহা অলৌকিক হইলেও অবিশ্বাস্য নহে। জীব কর্ম্মফল-অনুসারে রজস্তমঃ-প্রধান কুকুরাদি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হয়। এই কুকুরটিরও সেই অবস্থাই। কিন্তু সেন-শিবানন্দাদি বৈষ্ণবগণের সঙ্গ-প্রভাবে—বিশেষতঃ সেন-শিবানন্দের চিত্তে কুকুরটির মঙ্গলের ইচ্ছা উদিত হওয়ায়, তাহার মঙ্গলের উদয় হইয়াছে। তজ্জন্যই কুকুরটী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দর্শন ও কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছে। ভক্তের ইচ্ছা ভগবান্ কখনও অপূর্ণ রাখেন না;

ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।
কুকুরকে 'কৃষ্ণ' কহাই করিলা মোচন ॥ ২৮
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন ॥ ২৯
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ-নান্দীশ্লোক তথাই লেখিল ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর চরণ দর্শন করাইয়া কুকুরটীর উদ্ধার-সাধনের নিমিত্ত শিবানন্দের ইচ্ছা হইয়াছিল—তাই ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর কুকুরটিকে কৃপা করিলেন—অদ্ভুত-উপায়ে বৈষ্ণব-বৃন্দের সঙ্গ ছাড়াইয়াও একাকী-কুকুরটিকে তাঁহার চরণ-সান্নিধ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহার কৃপার সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রকট করিলেন। বৈষ্ণবের কৃপায় এবং প্রভুর চরণ-দর্শনের ফলে কুকুরের প্রারব্ধের খণ্ডন হইয়াছে, কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণের যোগ্যতা আসিয়াছে। তার উপর, সত্যসঙ্কল্প সত্যবাক্ পরম-দয়াল প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিয়াছেন—তাঁহার আদেশেই, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতেই স্বপ্রকাশ কৃষ্ণ-নাম ভাগ্যবান্ কুকুরের জিহ্বায় স্ফুরিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অসম্ভব-ব্যাপার নহে। ২।১৭।২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৯। এথা—এই দিকে। গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচল-গমন উপলক্ষ্য করিয়া সেন-শিবানন্দের কুকুরের সৌভাগ্যের কথা বর্ণন-পূর্ব্বক এখন শ্রীরূপ-গোস্বামীর কথা বলিতেছেন। প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে ভক্তি-সিদ্ধান্তাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভক্তি-শাস্ত্রাদি প্রণয়নের নিমিত্ত তাঁহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে শ্রীরূপ বৃন্দাবনে আসিলেন। বৃন্দাবনে আসার পরে নাটকাকারে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করার নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হইল।

নাটক—গদ্য-পদ্য-প্রাকৃত ভাষাময় গ্রন্থ-বিশেষ। লীলা-বিশেষের অভিনয়াত্মক-গ্রন্থকে নাটক বলে; ইহাতে মূল লীলার নায়ক, নায়িকা ও অন্যান্য-পরিকরাদির আকারে সাজিয়া নাট্যকারগণ লীলাটির অভিনয় করিয়া দর্শকের সাক্ষাতে উপস্থিত করেন। মূল লীলায় নায়ক-নায়িকাদি যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, বা কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন, এই অভিনয়েও নাট্যকারগণ তদ্রূপ করিয়া থাকেন; তাহাতে সহৃদয় দর্শকগণ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের সাক্ষাতেই যেন লীলাটি প্রকটিত হইতেছে। যাত্রা ও নাটকে প্রভেদ এই যে, যাত্রাতে বর্ণনীয় বিষয়টি কেবল গানে ব্যক্ত হয়; আর নাটকে, মূল লীলাটি যেমন যেমন হইয়াছিল, ঠিক তেমন তেমন ভাবে কথাবার্ত্তায় প্রকাশ করা হয়; নাটকে গান যে থাকে না, তাহা নহে; তবে বর্ণনীয় বিষয়টী সাধারণতঃ গানে প্রকাশিত হয় না, কথাবার্ত্তাতেই প্রকাশিত হয়; গান আনুষঙ্গিক অঙ্গ।

নাটক করিতে—নাটক-গ্রন্থ লিখিতে।

৩০। বৃন্দাবনে ইত্যাদি—শ্রীরূপ-গোস্বামী বৃন্দাবনেই কৃষ্ণলীলা-নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং বৃন্দাবনে থাকিতে থাকিতেই নাটকের মঙ্গলাচরণ-রূপ নান্দী-শ্লোক লিখিলেন। তাহার পরে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা অনুপম গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন।

মঙ্গলাচরণ—গ্রন্থারম্ভে বিঘ্ন-বিনাশনাদির এবং সাফল্যাদির উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবাদির স্মরণ-বন্দনাদিকে মঙ্গলাচরণ বলে। মঙ্গলাচরণ তিন রকমের—বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার। আলোচ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখকে বস্তু-নির্দ্দেশ বলে; এই বস্তু-নির্দ্দেশের সঙ্গে ইষ্ট-বন্দনাদিও থাকে। দ্বিজাদির বা ইষ্টবস্তুর মঙ্গলময় বচনকে আশীর্ব্বাদ, আর ইষ্টদেবাদির বন্দনাদিকে নমস্কার বলে।

নান্দী—মঙ্গলাচরণ ও নান্দী প্রায় একই। আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্তু-নির্দ্দেশ ইহাদের যে কোনও একটি যুক্ত মঙ্গলাচরণকে নান্দী বলে। আশীর্নমস্ক্রিয়া-বস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা—ইতি নাটকচন্দ্রিকা। যাহা হইতে দেব-দ্বিজ-নৃপাদির আশীর্ব্বচন-সংযুক্ত-স্তুতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে নান্দী বলে। আশীর্ব্বচন-সংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।

পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লেখিতে॥ ৩১
এইমতে দুইভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা॥ ৩২
রূপগোসাঞি প্রভুপাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥ ৩৩
অনুপম-লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হৈল।
ভক্তগণপাশ আইল, লাগি না পাইল॥ ৩৪
উড়িয়াদেশে 'সত্যভামাপুর' নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেইগ্রামে করিল বিশ্রাম॥ ৩৫
রাত্র্যে স্বপ্নে দেখে—এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসি আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি—॥ ৩৬
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হইবে বিচক্ষণ॥" ৩৭
স্বপ্ন দেখি শ্রীরূপ করিল বিচার—।
সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দেবদ্বিজ-নৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সা স্মৃতা। ইতি অমরটীকায় ভরত। ইহাতে দেবতাদি আনন্দিত হয়েন বলিয়া ইহাকে নান্দী বলে। নন্দন্তি দেবতা যস্মাৎ তস্মান্নান্দী প্রকীর্ত্তিতা।

মঙ্গলাচরণ-নান্দীশ্লোক—যে শ্লোকে মঙ্গলাচরণরূপ নান্দী লিখিত হইয়াছে। **তথাই**—বৃন্দাবনেই।

৩১। **পথে চলি** ইত্যাদি—বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিবার পথে চলিতে চলিতে, নাটকে কি কি বিষয় কি কি কৌশলে লিখিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কড়চা করিয়া ইত্যাদি—চিন্তা করিতে করিতে যাহা মনঃপূত হয়, তাহা সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। যে বহিতে স্মরণীয় বিষয়গুলি সংক্ষেপে টুকিয়া রাখা হয়, তাহাকে কড়চা বলে।

৩২। **দুই ভাই**—শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম। শ্রীঅনুপমের অপর নাম বল্লভ; ইনি শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা।

গঙ্গাপ্রাপ্তি—গৌড়দেশে আসিলে পর অনুপম গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন।

৩৩। **প্রভুপাশ**—গৌড় হইতে শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের আশায় নীলাচলে গেলেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীরূপকে দশদিন শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম বৃন্দাবনে যান। শ্রীরূপ বৃন্দাবনে একমাস মাত্র ছিলেন (২।২৫।১৬০); তাহার পরেই কনিষ্ঠ সহোদর অনুপমকে লইয়া গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে আসেন; পরে কাশী হইয়া গৌড়ে আসেন। গৌড়ে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়; শ্রীরূপ গৌড় হইতে নীলাচলে আসেন। প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরবর্ত্তী প্রথম রথযাত্রার সময়েই শ্রীরূপ নীলাচলে ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

৩৪। **অনুপম লাগি**—অনুপমের দেহত্যাগ হওয়ায় নীলাচলে যাত্রা করিতে শ্রীরূপের কিছু বিলম্ব হইল।

ভক্তগণ পাশ ইত্যাদি—গৌড়ের ভক্তগণও ঐ সময়ে নীলাচলে যাত্রা করিতেছিলেন; শ্রীরূপের ইচ্ছা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গেই যাইবেন; কিন্তু অনুপমের জন্য কিছু বিলম্ব হওয়ায়, শ্রীরূপ আসিয়া দেখিলেন যে, ভক্তগণ চলিয়া গিয়াছেন—তাই তিনি একাকীই রওয়ানা হইলেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "ভক্তগণ পাশ" স্থলে "ভক্তগণের পিছে" পাঠ আছে।

৩৫-৩৭। "উড়িয়া দেশে" হইতে "হইবে বিচক্ষণ" পর্য্যন্ত তিন পয়ার। শ্রীরূপ গৌড় পরিত্যাগ করিয়া উৎকলদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উৎকলে সত্যভামাপুর-নামে একটী গ্রাম আছে; শ্রীরূপ সেই গ্রামে একরাত্রি বিশ্রাম করিলেন। সেইস্থানে তিনি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে, একজন অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যবতী রমণী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃপাবশতঃ আদেশ করিতেছেন—"শ্রীরূপ! আমার নাটক পৃথক্‌ভাবে রচনা কর। আমার কৃপাতে তোমার নাটক অতি সুন্দর হইবে।"

ব্রজ-পুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা ॥ ৩৯

ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে ॥ ৪০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিব্যরূপা নারী—অলৌকিক-রূপবতী (বা অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যবতী) রমণী। ইনিই শ্রীসত্যভামা; কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে দর্শন দিয়া উপদেশ দিলেন। **আজ্ঞা**—আদেশ; এই আদেশটী পরবর্ত্তী পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে। **বহু কৃপা করি**—নাটক রচনা সম্বন্ধে হিতোপদেশ এবং নাটকের সফলতা-সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদই তাঁহার কৃপার পরিচায়ক। ৩৭শ পয়ার শ্রীসত্যভামার আদেশ। **আমার**—শ্রীসত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মহিষী। শ্রীসত্যভামার কৃপাতেই শ্রীরূপ চিনিতে পারিয়াছিলেন, এই দিব্যরূপা নারী সত্যভামাপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীসত্যভামা। **আমার নাটক**—আমি (সত্যভামা) যে নাটকের নায়িকা। অর্থাৎ দ্বারকা-লীলাসম্বন্ধীয় নাটক। ব্রজলীলা ও দ্বারকা-লীলা একসঙ্গে এক গ্রন্থে না লিখিয়া পৃথক্‌ভাবে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থে লিখিবার জন্য আদেশ দিলেন।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়ী লীলা; এখানে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত। আর দ্বারকায় মাধুর্য্যমিশ্রিত ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা; এখানে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অনুগত নহে, সম্যক্‌রূপে মাধুর্য্যমণ্ডিতও নহে; ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য আছে। দুইধামে দুইভাবের লীলা বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাটক করিবার আদেশ করিলেন। এই হিতোপদেশই শ্রীরূপের প্রতি শ্রীসত্যভামার কৃপার পরিচায়ক।

বিচক্ষণ—উত্তম; সকলের চিত্তাকর্ষক এবং আস্বাদ্য। নাটকের সফলতাসম্বন্ধে এই আশীর্ব্বাদই শ্রীসত্যভামার কৃপার দ্বিতীয় নিদর্শন।

৩৯। **ব্রজপুর-লীলা**—ব্রজলীলা ও পুরলীলা (দ্বারকালীলা)।

ব্রজলীলা ও দ্বারকা-লীলা একসঙ্গে একই গ্রন্থে বর্ণনা করিবার জন্যই শ্রীরূপ প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীসত্যভামার কৃপাদেশ পাইয়া দুই ধামের লীলা দুইটী পৃথক্ গ্রন্থে বর্ণনা করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন।

৪০। **ভাবিতে ভাবিতে**—নাটকের বর্ণনীয় বিষয় এবং লিখিবার কৌশল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে। **উত্তরিলা**—উপস্থিত হইলেন। **হরিদাস-বাসাস্থানে**—শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের বাসায়। কাশীমিশ্রের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে একটী নির্জ্জন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসঠাকুরের জন্য বাসা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানটী আজকাল সিদ্ধবকুল-তলা বলিয়া পরিচিত।

প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত শ্রীরূপ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেও বরাবর প্রভুর বাসায় না যাইয়া হরিদাসের বাসায় আসিলেন কেন? শ্রীরূপ পরমভাগবত হইলেও এবং উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হইলেও, বৈষ্ণব-সুলভ দৈন্যের পরাকাষ্ঠাবশতঃ তিনি নিজেকে নিতান্ত অপবিত্র ও অস্পৃশ্য মনে করিতেন; বহুকাল যবনের চাকুরী করায় তিনি নিজকে অস্পৃশ্য যবন বলিয়াই পরিচয় দিতেন। ইহা তাঁহার শুষ্ক মৌখিক দৈন্য ছিল না—ভক্তির কৃপায় তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতেই এইরূপ দীন-ভাব উত্থিত হইত। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে ॥ ২।২৩।১৪ ॥" এইরূপ দৈন্যবশতঃ তিনি শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে তো যাইতেনই না, মন্দিরের নিকটবর্ত্তী রাস্তায়ও চলাফেরা করিতেন না—কারণ, ঐ রাস্তায় জগন্নাথের সেবকগণ চলাফেরা করেন, পাছে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সেবকগণ অপবিত্র হন। এইরূপ দৈন্যবশতঃই বোধ হয়, শ্রীরূপ প্রভুর বাসাস্থান কাশীমিশ্রের বাড়ীতে না যাইয়া হরিদাসের বাসায় আসিলেন। আরও একটী কথা। বলবতী উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও প্রভুর দর্শন পাইতে হইলে, প্রভুর কৃপা পাইতে হইলে, প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তের কৃপার প্রয়োজন। তাই বোধ হয় শ্রীরূপ সর্ব্বাগ্রে প্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্ত শ্রীহরিদাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন যখন রামকেলিতে প্রভুর চরণ-দর্শনে গিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে শ্রীল নিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসের চরণেই গিয়াছিলেন।

হরিদাস ঠাকুর তারে বহু কৃপা কৈল—।
তুমি যে আসিবে, মোরে প্রভুহো কহিল ॥ ৪১
উপলভোগ দেখি প্রভু হরিদাস দেখিতে।
প্রতিদিন আইসেন, প্রভু আইলা আচম্বিতে ॥ ৪২
'রূপ 'দণ্ডবৎ' করে'—হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥ ৪৩
হরিদাস লঞা তিনে বসিলা একস্থানে।
কুশলপ্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথোক্ষণে ॥ ৪৪
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে—তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥ ৪৫
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তেঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪১। শ্রীহরিদাসঠাকুর শ্রীরূপকে জানাইলেন—"তুমি যে আজ এখানে আসিবে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও তাহা আমাকে বলিয়াছেন।" প্রভু অন্তর্যামী বলিয়াই শ্রীরূপের আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিয়াছিলেন।

কোন কোন গ্রন্থে এই পয়ারের পরে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠ আছে :—"প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন। হরিদাস কহে প্রভু আসিবে এখন ॥" তাঁর—শ্রীরূপের।

৪২। **উপলভোগ**—শ্রীজগন্নাথের প্রাতঃকালের ভোগ-বিশেষ।

প্রত্যহ প্রাতঃকালেই উপলভোগ দর্শন করার পরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস-ঠাকুরকে দর্শন দেওয়ার জন্য কৃপা করিয়া হরিদাসের বাসায় আসেন। এই দিনও শ্রীরূপের আগমনের কিঞ্চিৎ পরেই প্রভু হঠাৎ আসিয়া হরিদাসের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

৪৩। প্রভুর দর্শন মাত্রেই শ্রীরূপ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। হরিদাসও প্রভুকে বলিলেন—প্রভু! শ্রীরূপ তোমাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।

মুখ না দেখিলে আমরা সাধারণতঃ লোক চিনিতে পারি না। প্রভুর উপস্থিতি-মাত্রই শ্রীরূপ তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন; প্রণামকালে মুখ নীচে থাকে বলিয়া দেখা যায় না। তাই প্রণত ব্যক্তিকে চিনিবার অসুবিধা হয়। ইহা মনে করিয়াই বোধ হয় হরিদাস বলিলেন—প্রভু শ্রীরূপ তোমাকে দণ্ডবৎ করেন। হরিদাস-ঠাকুর না বলিলেও সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিতেন, তথাপি প্রভুর লৌকিক-লীলা খ্যাপনের নিমিত্তই বোধ হয় তিনি ইহা বলিলেন। অথবা, এই উক্তিতে শ্রীরূপের প্রতি হরিদাস-ঠাকুরের কৃপারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—তাঁহার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে—প্রভু, শ্রীরূপ তোমায় দণ্ডবৎ করিতেছেন, তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার কর।

হরিদাসে মিলি—হরিদাসের দণ্ডবৎ নমস্কারের পরে প্রভু তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন; বোধ হয় প্রভু হরিদাস-ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস-ঠাকুর বাল্যকাল হইতেই সর্ব্বত্যাগী এবং ভজন-পরায়ণ। মুসলমান-কাজির কঠোর অত্যাচারেও তিনি তাঁহার অভীষ্ট ভজন ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব-নিষ্ঠা এবং ভজন-পরায়ণতার মর্য্যাদা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় প্রভু আগে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্যও জীবশিক্ষা।

৪৪। **তিনে**—তিন জনে; প্রভু, হরিদাস ও রূপ। **কুশল প্রশ্ন**—প্রভু কৃপা করিয়া শ্রীরূপের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। **ইষ্ট-গোষ্ঠী**—কৃষ্ণ-কথা।

৪৫। **সনাতন-বার্ত্তা**—সনাতন-গোস্বামীর সংবাদ। **গোসাঞি**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু। **রূপ কহে**—শ্রীরূপ বলিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ বলিলেন যে, সনাতনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। দেখা না হওয়ার কারণ পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪৬। এই পয়ার শ্রীরূপের উক্তি। **গঙ্গাপথে**—গঙ্গাতীরের পথে। **তেঁহো**—সনাতন। **রাজপথে**—প্রসিদ্ধ রাস্তায়। এই রাস্তা গঙ্গার তীর দিয়া যায় নাই। ২।২৫।১৬৪ পয়ার দ্রষ্টব্য।

প্রয়াগে শুনিল—তেঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন॥ ৪৭
তাঁরে তাহাঁ বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গের ভক্ত রূপেরে মিলিলা॥ ৪৮
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সভায় কৃপা ত করিয়া॥ ৪৯
সভার চরণ রূপ করিল বন্দন।
কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন॥ ৫০
অদ্বৈত-নিত্যানন্দপ্রভু এই দুই জনে।
প্রভু কহে—রূপে কৃপা কর কায়মনে॥ ৫১
তোমাদোঁহার কৃপাতে ইহাঁর হয় তৈছে শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরসভক্তি॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৭। **প্রয়াগে** ইত্যাদি—শ্রীরূপ বলিলেন, "আমি গঙ্গাতীর দিয়া আসিয়াছি; আর সনাতন প্রসিদ্ধ রাস্তা দিয়া গিয়াছেন; তাই আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় নাই। প্রয়াগে আসিয়াই শুনিলাম, তিনি রাজপথ ধরিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছেন।"

অনুপমের ইত্যাদি—গৌড়দেশে গঙ্গাতীরে অনুপমের দেহ ত্যাগের কথাও শ্রীরূপ প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন।

৪৮। **তাঁরে**—শ্রীরূপকে। **তাঁহা**—শ্রীহরিদাসের বাসায়। শ্রীহরিদাসের সঙ্গে থাকার জন্যই প্রভু শ্রীরূপকে আদেশ করিলেন। তারপর প্রভু নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন। **গোঁসাঞির সঙ্গের** ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গীয় ভক্তগণও ইহার পরে শ্রীরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

৪৯। **আর দিন**—আর এক দিন। সম্ভবতঃ শ্রীরূপ যাওয়ার পরের দিন। **রূপে মিলাইলা সভায়**—সকলের সঙ্গে রূপের সাক্ষাৎ করাইলেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীরূপের প্রতি কৃপা করিয়া সমস্ত ভক্তকে লইয়া শ্রীরূপের বাসায় আসিলেন এবং সকলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইলেন।

কৃপাত করিয়া—শ্রীরূপের প্রতি কৃপা করিয়া। বৈষ্ণব-দর্শন করাইলেন এবং বৈষ্ণবগণের চরণ-বন্দনের সুযোগ দিলেন, এই এক কৃপা। আর, শ্রীরূপের প্রতি কৃপা করিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে প্রভু নিজে অনুরোধ করিলেন, ইহা আর এক কৃপা।

৫০। শ্রীরূপ সকলকে দণ্ডবৎ করিলেন এবং সকলে কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন।

৫১। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিলেন—"তোমরা উভয়ে কায়মনে শ্রীরূপকে কৃপা কর।" আহা! শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কত করুণা! **কৃপা কর কায়মনে**—সর্ব্বতোভাবে কৃপা কর। **কায়**—শরীর, দেহ। **কৃপা কর কায়মনে**—কায়দ্বারা ও মনের দ্বারা কৃপা কর। কায় অর্থ দেহ বা শরীর। চরণের দ্বারা মস্তক স্পর্শ, মস্তকে করস্পর্শ, কিম্বা দেহে করস্পর্শ বা আলিঙ্গনাদি দ্বারা আশীর্ব্বাদ করায় কায়িকী কৃপা; এবং মঙ্গলেচ্ছা দ্বারা মানসিকী কৃপা প্রকাশ পায়।

৫২। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীমদদ্বৈত প্রভুকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিলেন—"তোমরা উভয়ে শ্রীরূপকে কৃপা কর; তোমাদের কৃপাতে শ্রীরূপ এমন শক্তি লাভ করিবে, যাতে কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করিতে পারে।" প্রয়াগে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিবার জন্য শ্রীরূপকে আদেশ করিয়াছিলেন; যাহাতে ঐ সমস্ত গ্রন্থ সুচারুরূপে লিখিতে পারেন, তজ্জন্য কৃপা-শক্তি-সঞ্চারের নিমিত্ত প্রভু এখন শ্রীনিতাই ও শ্রীসীতানাথকে শ্রীরূপের প্রতি কৃপা করিতে বলিলেন। ভঙ্গীতে প্রভুও আবার শ্রীরূপে শক্তি সঞ্চার করিলেন। শ্রীরূপ তত্ত্ব-বিচারের শক্তি লাভ করুক, ইহা প্রভুর একান্ত ইচ্ছা; এই ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে তত্ত্ব-প্রকাশিকা শক্তি নিশ্চয়ই শ্রীরূপে প্রকট হইবে। ২।১৯।১৩-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সভার হইল রূপ স্নেহের ভাজন॥ ৫৩
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পায়ে—দেন দুইজনে॥ ৫৪
ইষ্টগোষ্ঠী দুঁহাসনে করি কথোক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন॥ ৫৫
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার॥ ৫৬
ভক্ত লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
আইটোটা আসি কৈল বন্যভোজন॥ ৫৭
প্রসাদ খান 'হরি' বোলেন সব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস রূপের উল্লাসিত মন॥ ৫৮
গোবিন্দদ্বারায় প্রভুর শেষপ্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা॥ ৫৯
আরদিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা—॥ ৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিবরিতে—বর্ণনা করিতে। কোন কোন গ্রন্থে "বিবেচিতে" পাঠ আছে। বিবেচিতে—বিবেচনা (বিচার) করিতে। **কৃষ্ণরস-ভক্তি**—কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব।

৫৩। **গৌড়িয়া**—গৌড়দেশীয়; বঙ্গদেশীয়।

উড়িয়া—উড়িষ্যা-দেশীয়; উৎকল দেশীয়; নীলাচলবাসী।

মহাপ্রভুর যত ভক্ত নীলাচলে ছিলেন, শ্রীরূপ তাঁহাদের সকলেরই স্নেহের পাত্র হইলেন। যাঁহার প্রতি স্বয়ং প্রভুর এত কৃপা, প্রভু যাঁহার জন্য অন্য বৈষ্ণবদের কৃপা ভিক্ষা করেন, তাঁহার প্রতি কার না স্নেহ ও কৃপা হয়?

৫৪। প্রত্যেক দিনই প্রভু আসিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাসের সঙ্গে মিলিত হন এবং ইষ্টগোষ্ঠী করেন। জগন্নাথ-মন্দিরে গেলে জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুকে যে মহাপ্রসাদ দেন, প্রভু কৃপা করিয়া তাহা আনিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাসকে দেন।

দুই জনে—দুই জনকে; শ্রীরূপকে ও শ্রীহরিদাসকে।

৫৫। **মধ্যাহ্ন করিতে**—মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে; মধ্যাহ্ন-স্নানাদি ও আহার করিতে।

৫৭। **ভক্তলঞা** ইত্যাদি—গৌড়িয়া ও উড়িয়া ভক্তদের লইয়া রথের পূর্ব্বের দিন প্রভু গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনা করিলেন। ২।১২।৭০, ৭৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আইটোটা—একটী উদ্যানের (বাগানের) নাম। উড়িয়া ভাষায় যুঁই ফুলের বাগানকে আই-টোটা বলে। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের পরে ভক্তবৃন্দকে লইয়া প্রভু আইটোটা নামক (যুঁইফুলের) বাগানে আসিয়া বন্য ভোজন করিলেন। **টোটা**—বাগান।

৫৮। ভক্তগণ প্রসাদ পাইতেছেন, আর "হরি হরি" ধ্বনি করিতেছেন; ইহা দেখিয়া শ্রীরূপের ও শ্রীহরিদাসের অত্যন্ত আনন্দ হইল।

প্রসাদ খান—প্রসাদ খাইতেছেন।

৫৯। শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস দৈন্যবশতঃ নিজেদিগকে অত্যন্ত হেয় ও অস্পৃশ্য মনে করিতেন বলিয়া আহারাদির সময় অন্য ভক্তদের সঙ্গে বসিতেন না, দূরে থাকিতেন। সকলের আহার হইয়া গেলে তাঁহারা প্রভুর অবশেষ পাইতেন। এই বন্য-ভোজনের সময়েও তাঁহারা ঐরূপ দূরে থাকিয়া প্রভুর ও ভক্তদের ভোজন-লীলা দর্শন করিতেছিলেন। সকলের আহার হইয় গেলে, প্রভুর সেবক গোবিন্দ প্রভুর অবশেষ আনিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। প্রভুর অবশেষ পাইয়া তাঁহারা আনন্দে ও প্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দদ্বারা—প্রভুর সেবক গোবিন্দের দ্বারা। **শেষ প্রসাদ**—প্রভুর ভুক্তাবশেষ।

৬০। **আর দিন**—অন্য একদিন। **রূপে মিলিয়া বসিলা**—শ্রীরূপের সহিত মিলিত হইয়া (শ্রীরূপের বাসস্থানে প্রভু আসিলেন, শ্রীরূপের দণ্ডবৎ ও প্রভুর আলিঙ্গনাদির পরে প্রভু সেইস্থানে) বসিলেন। **সর্ব্বজ্ঞ-**

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজহৈতে। | ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাঁতে ॥" ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শিরোমণি—যিনি সব বিষয় জানেন, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে। শিরোমণি অর্থ মাথার মণি, যদ্দ্বারা মস্তকের শোভা বৃদ্ধি হয়; শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি অর্থ, যেখানে যত সর্ব্বজ্ঞ আছেন, তাঁদের সকলের শিরোমণি তুল্য; সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সকলের সর্ব্বজ্ঞতা, যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত। ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তাঁর কৃপাতেই অন্যান্যের সর্ব্বজ্ঞতা; এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি" বলা হইয়াছে।

শ্রীরূপ ব্রজলীলা ও দ্বারকা-লীলা একসঙ্গে একই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া নাটক লিখিতেছিলেন; শ্রীরূপ অবশ্য প্রভুকে ইহা বলেন নাই। না বলিলেও প্রভু সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ইহা জানিতে পারিয়াছেন; তাই তিনি শ্রীরূপকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। প্রভুর উপদেশ পরবর্ত্তী পয়ারে লিখিত আছে।

৬১। নাটক-সম্বন্ধে শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই:—"কৃষ্ণকে ব্রজ হৈতে বাহির করিওনা; ব্রজ ছাড়িয়া কৃষ্ণ কভু কোনও স্থানে যায়েন না।" কৃষ্ণ যে ব্রজ ছাড়িয়া কোনও সময়ে অন্য কোথাও যাননা, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইবার নিমিত্ত "কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতঃ" ইত্যাদি যামল-বচন পরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এই যামল-বচনটী শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ লঘুভাগবতামৃতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ উপলক্ষ্যে তিনি এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা না জানিলে এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে একটু অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা বিচার করিতে যাইয়া শ্রীরূপগোস্বামিপাদ একটী মত-ভেদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—কেহ কেহ বলেন, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের আদিব্যূহ যে বাসুদেব, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলার প্রারম্ভে মথুরায় কংস-কারাগারে বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন; আর লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মায়ার সঙ্গে গোকুলে যশোদা-গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। "কেচিদ্ ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ। ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেৎ আদ্যো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ। গোষ্ঠেতু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ॥—ল, ভা, ৪৫৪॥" এই মতানুসারে, যিনি বসুদেব-গৃহে দেবকী-গর্ভে প্রকটিত হইলেন, তিনি লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নহেন; তিনি নারায়ণের আদ্যব্যূহ বাসুদেব। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে এই মতাবলম্বীরা যামল-বচনটী প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ। বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি॥"

এই শ্লোকটীর যথাশ্রুত অর্থ এইরূপ:—যদুসম্ভূতঃ (বসুদেব-নন্দনঃ) অন্যঃ (কৃষ্ণাৎ অন্যঃ, ন কৃষ্ণঃ); (যতঃ—যেহেতু) অতঃ (বসুদেবনন্দনতঃ) পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) যঃ অস্তি, সঃ কৃষ্ণঃ। সঃ (কৃষ্ণঃ) বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি। অর্থাৎ যদুবংশজাত বসুদেব-নন্দন—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু। যেহেতু, যেই কৃষ্ণ বসুদেব-নন্দন হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনি কখনও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া যান না। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও যান না, তখন মথুরায় কংস-কারাগারে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং মথুরায় দেবকী-গর্ভে আবির্ভূত হওয়াও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কাজেই, যিনি দেবকী-গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি কৃষ্ণ নহেন, তিনি অন্যস্বরূপ—আদ্যব্যূহ বাসুদেব।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ প্রমাণ করিয়াছেন যে, উক্ত মতটী সমীচীন নহে; যিনি বসুদেব-গৃহে প্রকট হইলেন, তিনিও কৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন, আদ্যব্যূহ বাসুদেব নহেন। গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন:—মহালক্ষ্মীপতি নারায়ণ (পরব্যোমাধিপতি) যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভাবের অভিলাষী হইয়া * * আনক-দুন্দুভির (বসুদেবের) হৃদয়ে প্রকট হয়েন। "যদ্বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলা-পুরুষোত্তমঃ। আবির্ব্বভূবুরত্র * * * * হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ॥ লঃ ভাঃ ৪৪২।" বিষ্ণুপুরাণও একথাই বলেন;—"যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিম্॥ ৪।১১।২॥"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এখন, প্রশ্ন হইতে পারে যে, কৃষ্ণই যদি বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত যামল-বচনটীর সার্থকতা থাকে কোথায়? যামল যে বলেন—যদুসম্ভূতঃ অন্যঃ?—উত্তরঃ—যামল-বচন মিথ্যা নহে; তবে ইহার যে যথাশ্রুত অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা ইহার প্রকৃত অর্থ নহে। ইহার অর্থ এইরূপঃ—যদুসম্ভূতঃ (বসুদেবনন্দনঃ) অন্যঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য অন্যপ্রকাশঃ)। যদুনন্দন ও নন্দনন্দন, বিভিন্নস্বরূপ নহেন, একই স্বরূপ; তবে একই স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র; উভয়ে একই বিগ্রহ, কেবল ভাব ও আবেশের পার্থক্য॥—"সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে। ভাবাবেশ-ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে॥ ২।২০।১৪৩॥" যিনি দেবকীনন্দন বলিয়া পরিচিত, তিনিও ব্রজেন্দ্র-নন্দনই। ভাব ও আবেশের পার্থক্যবশতঃ তাঁহাকে প্রকাশ বলা হয় মাত্র। "বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ। দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ॥ যে কালে দ্বিভুজ নাম প্রাভব প্রকাশ। চতুর্ভুজ হৈলে নাম বৈভব বিলাস। ২।২০।১৪৬-৪৭॥" চতুর্ভুজ হইলেও তিনি "কৃষ্ণরূপতা" ত্যাগ করেন না; "ক্বচিচ্চতুর্ভুজত্বেহপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্। ল. ভা. কৃ. ১৯॥" টীকায় বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন, চতুর্ভুজ অবস্থায়ও তিনি "যশোদাস্তনন্ধয়ত্বস্বভাবং ন তজ্যেৎ—যশোদা-নন্দনত্ব স্বভাব ত্যাগ করেন না।"

এইরূপ অর্থ না করিলে সমস্ত শাস্ত্র-বচনের অর্থ-সঙ্গতি থাকে না।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে,—"নন্দ-নন্দন ও যদু-নন্দন একই স্বরূপ, ইহা না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু যামল বলেন যে, কৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যান না; বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি। তবে তিনি কিরূপে ব্রজ ছাড়িয়া মথুরায় যাইয়া বসুদেব-গৃহে আবির্ভূত হইলেন? উত্তর এইঃ—শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া যে কোথায়ও যান না, এই উক্তি তাঁহার অপ্রকট-লীলা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, প্রকটলীলা সম্বন্ধে নহে। উজ্জ্বল-নীলমণির সংযোগ-বিয়োগ-প্রকরণে ১ম শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় লিখিত আছে, "ব্রজভূমের্যেষু প্রকাশেষু জন্মাদিলীলাঃ প্রাপঞ্চিকলোকে সর্ব্বৈথৈব ন দৃশ্যন্তে,......তেষু......মথুরাপ্রস্থানলীলা নাস্তি। মথুরায়া অপ্রকটপ্রকাশেষু সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিতলীলাবিশিষ্টস্য সদৈব বিদ্যমানত্বাৎ। যদুক্তং তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমাবিতি গমো ব্রজভূমেঃ প্রকাশাৎ মথুরাপুরীং প্রতি গমনং আগমো দ্বারকাতো দন্তবক্রবধানন্তরং আগমনং প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং নত্বপ্রকটলীলায়াম্।" ইহার সারমর্ম্ম এই—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট ব্রজলীলায় মথুরা-গমন-লীলা নাই; যেহেতু, মথুরা-ধামোচিত-লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সপরিকরে অপ্রকট মথুরায় নিত্যই বিরাজিত আছেন। প্রকটলীলায় ব্রজ হইতে মথুরায় গমন, তথা হইতে দ্বারকায় গমন এবং দন্তবক্র বধের পরে দ্বারকা হইতে ব্রজে পুনরাগমন আছে। এই গমনাগমন অপ্রকট প্রকাশে আবার নাই। লঘুভাগবতামৃতের উক্তিও এইরূপ; "অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং ব্রজেৎ। ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্। যো বাসুদেবো দ্বিভুজ স্তথা ভাতি চতুর্ভুজঃ॥ তাস্তা মধুপুরে লীলাঃ প্রকটয্য যদূদ্বহঃ। দ্বারাবত্যাং তথা যাতি তাং তাং লীলাপ্রকাশকঃ। কৃষ্ণামৃত।৪৬৪। প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যদুপুরীতে (মথুরায়) যাইয়া স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্দত্ব গোপন করিয়া বসুদেব-পুত্রতা প্রকাশ করিলেন। মথুরা-লীলা শেষ করিয়া দ্বারকায় লীলা প্রকটনের জন্য দ্বারকায় গেলেন। তারপর দন্তবক্রকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পুনরায় ব্রজে আসিয়াছিলেন লঘুভাগবতামৃতধৃত। পদ্মপুরাণের বচনে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; কৃষ্ণোঽপি তং (দন্তবক্রং) হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্যা-শ্বাস্য বহুরত্নবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস। ল. ভা. কৃ.। ৪৮২॥" মর্ম্মার্থ—"শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রবধের পরে যমুনা পার হইয়া নন্দব্রজে আসিলেন—এবং উৎকণ্ঠিত মাতাপিতাকে এবং গোপবৃদ্ধগণকে অভিবাদনাদি করিলেন এবং বস্ত্রা-লঙ্কারাদি দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন।" এই সমস্ত প্রমাণে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে মথুরাদি স্থানে গিয়াছেন। যদি প্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমন না-ই থাকিবে, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত অক্রূরকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আনয়ন, তৎসঙ্গে নন্দমহারাজের মথুরায় গমন, তাঁহার বিরহে ব্রজপরিকরদের দুঃসহ-যন্ত্রণা,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রজপরিকরদের সান্ত্বনার্থ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উদ্ধবের ব্রজে প্রেরণ, তদুপলক্ষ্যে শ্রীরাধিকার ভ্রমরগীতোক্ত দিব্যোন্মাদ, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনার্থ ব্রজবাসিগণের কুরুক্ষেত্রে গমনাদি সমস্তই যে মিথ্যা হইয়া পড়ে! দ্বারকানাথ বা মথুরানাথ যদি গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনই না হইবেন, তবে তাঁহার জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দনৈকপ্রাণা গোপীগণের—বিশেষতঃ শ্রীরাধিকার—এত বিরহ-দুঃখ কেন? তৎপ্রেরিত দূত উদ্ধবের সান্নিধ্যে তাঁহাদেরই মনোগতভাবের এত উদ্গীরণই বা কেন? তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্রজগোপীরা কুরুক্ষেত্রেই বা যাইবেন কেন? ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অন্য স্বরূপের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ব্রজদেবীদিগের এইরূপ আচরণ কল্পনা করিলেও তাঁহাদের ভাবে ও প্রেমে দোষেরই আরোপ করা হয় মাত্র।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, যামল-বচনে প্রকট-অপ্রকট সম্বন্ধে কোনও কথাই তো নাই। তবে, উহা যে অপ্রকট প্রকাশের কথা, ইহা কিরূপে বুঝা যায়? উত্তর:—যামল-বচনে প্রকট-অপ্রকট-শব্দগুলি না থাকিলেও শ্লোকের তাৎপর্য্যেই ইহা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময়েই বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না—যামল একথা বলেন নাই; তাহাই যদি বলিবার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে "ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি (কোনও সময়ে যায়েনই না)" একথা না লিখিয়া "ক্বচিৎ এব (অপি) ন গচ্ছতি (কোনও সময়েই যায়েন না)" একথাই লিখিতেন।

"ক্বচিৎ নৈব গচ্ছতি" লেখায় বুঝা যায়, "ক্বচিৎ ন গচ্ছতি এব—কোন সময়ে যানই না" "আবার ক্বচিৎ গচ্ছতি এব—কোন সময়ে যান-ই।" কখন যায়েন, আর কখন যায়েন না? শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকটলীলায় ব্রজ হইতে মথুরাদিতে গিয়াছিলেন, ইহা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ কথা। ইহাতে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণ প্রকট লীলায় ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যায়েন; সুতরাং অপ্রকট লীলাতেই ব্রজ ছাড়িয়া যায়েন না, ইহা বুঝিতে হইবে।

"ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে"—এই পয়ারার্দ্ধের "কভু" শব্দের অর্থও ঐ "ক্বচিৎ" এর মত। "কভুও" যদি বলিতেন, তাহা হইলে "কখনও যায়েন না—প্রকটেও না অপ্রকটেও না" এই অর্থ বুঝাইত। শুধু "কভু" বলাতে বুঝাইতেছে যে, "কোন সময়ে (প্রকট-প্রকাশ-কালে) ব্রজ ছাড়িয়া যান, আবার কোন সময়ে (অপ্রকট-প্রকাশ-কালে) ব্রজ ছাড়িয়া যায়েন না।"

প্রকট-ব্রজলীলার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্তও শ্রীকৃষ্ণের মথুরাদি-ধামে গমনের প্রয়োজন দেখা যায়। রস-আস্বাদনই ব্রজলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্ভোগ-রসের পুষ্টির নিমিত্ত বিরহের প্রয়োজন; কারণ, বিরহ (বিপ্রলম্ভ) ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না। ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। এই বিরহ যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, বিরহ-জনিত যন্ত্রণা এবং মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাও ততই বলবতী হইবে; সুতরাং মিলন-জনিত আনন্দও ততই অপূর্ব্ব চমৎকারিতাময় হইবে। সম্ভোগের অসমোর্দ্ধ আনন্দ-চমৎকারিতা একমাত্র সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগেই সম্ভব; আবার—সুদূর-প্রবাস ব্যতীতও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয় না। মথুরাদিধামে গমনের দ্বারাই সুদূর-প্রবাস বিহিত হইয়াছে এবং সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ সম্ভব হইয়াছে। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের রস-আস্বাদন-সঙ্কল্পই প্রকট লীলায় মথুরাদি গমনের একটী মুখ্য হেতু।

কৃষ্ণকে বাহির ইত্যাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বলিলেন, "তোমার নাটকে কৃষ্ণকে ব্রজের বাহির করিও না। যে ঘটনার উপলক্ষ্যে কৃষ্ণকে ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হয়, এমন কোনও ঘটনা তোমার নাটকে বর্ণনা করিও না। ব্রজলীলা-সম্বন্ধীয় নাটকে ব্রজলীলা ব্যতীত অন্য কোনও লীলার বর্ণনা করিও না। উহা ব্রজলীলাতেই আরম্ভ করিবে, আর ব্রজলীলাতেই শেষ করিবে। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ—প্রকটলীলায় ব্রজ ছাড়িয়া মথুরাদিতে যায়েন বটে, কিন্তু অপ্রকটলীলায়—ব্রজ ছাড়িয়া কোথাও যান না।"

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর এই আদেশের উদ্দেশ্য কি? আদেশটীর কথা শুনিলে দুইটী হেতু মনে উদিত হইতে পারে। প্রথমতঃ—শ্রীরূপগোস্বামী বোধ হয় তাঁহার নাটকে অপ্রকট-লীলাই বর্ণনা করিতেছিলেন, এবং তাহার মধ্যে ঘটনা-স্রোতে ফেলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ হইতে মথুরাদি ধামে নিয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"অপ্রকট-লীলায় ব্রজ ছাড়িয়া কৃষ্ণ কোথাও যায়েন না, সুতরাং তোমার বর্ণনা সঙ্গত হইতেছে না।" এই হেতুবাদটী সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে করিলে বুঝা যায়, অপ্রকট-লীলায় যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া কোথাও যায়েন না, ইহা শ্রীরূপ জানিতেন না। পণ্ডিতকুল-কেশরী শ্রীরূপের সম্বন্ধে এরূপ অজ্ঞতার অনুমান দূষণীয়।

দ্বিতীয়তঃ—"শ্রীরূপ গোস্বামী হয়ত প্রকট-লীলাই বর্ণনা করিতেছিলেন; এবং প্রকট-লীলায় ব্রজ হইতে দ্বারকাদি স্থানে গমন আছে বলিয়া ব্রজলীলা ও পুরলীলা এক সঙ্গেই বর্ণনা করিতেছিলেন (পরবর্ত্তী এক পয়ার হইতেও ইহা অনুমিত হয়)। ইহা জানিয়া ব্রজলীলার স্বতন্ত্র নাটক করার নিমিত্ত প্রভু আদেশ করিলেন।"—এই অনুমানই সঙ্গত মনে হয়।

কিন্তু শ্রীরূপ যদি প্রকটলীলার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াই ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র রচনা করিয়া থাকেন, তাহাতো অশাস্ত্রীয় হইত না। এমতাবস্থায় প্রভু ব্রজ-লীলার স্বতন্ত্র গ্রন্থ করিবার আদেশ দিলেন কেন? প্রভু কি তবে প্রকটলীলা বর্ণনা না করিয়া অপ্রকট-লীলা বর্ণনা করিতেই আদেশ দিলেন?

চতুর-চূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল প্রকট-লীলা-বর্ণনা করিতেও বলেন নাই, কেবল অপ্রকট-লীলা-বর্ণনা করিতেও বলেন নাই। তিনি যাহা আদেশ করিলেন, তাহা প্রকট-অপ্রকট উভয়লীলা সম্বন্ধেই খাটে; যেহেতু প্রকট অপ্রকট, উভয় প্রকাশেই তাঁহার ব্রজলীলা আছে।

ব্রজলীলার স্বতন্ত্র নাটক লিখিবার নিমিত্ত প্রভুর আদেশের উদ্দেশ্য এইরূপ হইতে পারে:—

(ক) ব্রজলীলা ও পুরলীলা একই নাটকে বর্ণিত হইলে (অর্থাৎ ব্রজলীলায় আরম্ভ করিয়া পুরলীলায় নাটক খানা শেষ করিলে,) উহা কেবল প্রকট-লীলা-সম্বন্ধীয় নাটক হইত; অপ্রকট-লীলা-সম্বন্ধীয় হইত না। ব্রজলীলা ও পুরলীলা পৃথক্ পৃথক্ নাটকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইলে, গ্রন্থ দুইখানি প্রকট অপ্রকট উভয় লীলা-সম্বন্ধেই প্রয়োজিত হইতে পারে।

(খ) উভয় লীলা একই গ্রন্থে বর্ণিত হইলে উহা কেবল প্রকট-লীলা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইত বটে, কিন্তু অবিশেষজ্ঞ পাঠক উহাকে হয়ত শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ লীলার (অর্থাৎ প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলার) গ্রন্থ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইত।

(গ) সাধক স্মরণাঙ্গ-সাধনে কেবল প্রকট ব্রজলীলারই স্মরণ-মনন করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলাদি সাধকের নিত্য স্মরণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। স্মরণে প্রবিষ্ট অনুরাগী ভক্তের পক্ষে মথুরা-গমনাদি বরং হৃদয়-বিদারক ঘটনা-রূপেই অনুভূত হয়। তাই সাধক-ভক্তের নিরাবিল আনন্দ-বিধানের উদ্দেশ্যেই হয়তো ভক্তবৎসল পরমকরুণ প্রভু ব্রজলীলার স্বতন্ত্র নাটক-রচনার আদেশ করিলেন।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণের রসিক-শেখরত্বের ও কৃষ্ণত্বের বিকাশে এবং লীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রীতে ব্রজলীলা অপেক্ষা পুর-লীলার অপকর্ষ এবং পুরলীলা অপেক্ষা ব্রজলীলার উৎকর্ষ, শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। ব্রজলীলা ও পুরলীলা একই নাটকে বর্ণনা করিতে হইলে, ব্রজলীলায় আরম্ভ করিয়া পুরলীলায় তাহা শেষ করিতে হইত; অর্থাৎ লীলা-রসের উৎকর্ষাবস্থায় আরম্ভ করিয়া অপকর্ষাবস্থায় শেষ করিতে হইত—ইহা নাটকের আস্বাদনের পক্ষে সমীচীন হইত না; "মধুরেণ সমাপয়েৎ"-বিধিই সর্ব্বজন-প্রশংসিত।

(ঙ) শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার পুর-লীলা সম্বন্ধীয় (ললিতমাধব) নাটকে গত দ্বাপরের পুরলীলা বর্ণনা করেন নাই; অন্য এক কল্পের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই কল্পে, নানা ঘটনার ভিতর দিয়া স্বয়ং চন্দ্রাবলীই রুক্মিণীরূপে, স্বয়ং শ্রীরাধাই সত্যভামারূপে, ষোলহাজার গোপসুন্দরীই ষোলহাজার মহিষীরূপে দ্বারকা-লীলার পরিকর হইয়াছিলেন। এই পুর-লীলাটী যদি ব্রজ-লীলার সঙ্গে একই নাটকে গ্রথিত হইত, তাহা হইলে সাধারণ পাঠক, ইহাকে প্রকট-লীলা সম্বন্ধীয় নাটক বুঝিতে পারিলেও হয়ত মনে করিত যে, প্রত্যেক প্রকট-লীলাতেই বুঝি স্বয়ং

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্বখণ্ডে—
(৫।৪৬১) যামলবচনম্—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ৬ ॥

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপগোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা—॥ ৬২
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিলা।
জানি পৃথক্ করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈলা ॥ ৬৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদুসম্ভূতঃ যদুবংশজাতঃ কৃষ্ণঃ বসুদেবনন্দনঃ অন্যঃ ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য অন্যঃ প্রকাশঃ; "ক্বচিচ্চতুর্ভুজত্বেঽপি ন ত্যজেৎ কৃষ্ণরূপতাম্। অতঃ প্রকাশঃ এব স্যাৎ তস্যাসৌ দ্বিভুজস্য চ ॥" ইতি বচনাৎ। যঃ পূর্ণঃ স্বয়ংরূপঃ স অতঃ প্রকাশরূপতঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ মূলরূপত্বাদিত্যর্থঃ। সঃ স্বয়ংরূপঃ গোপেন্দ্রনন্দনঃ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য ক্বচিৎ কস্মিন্‌কালে অপ্রকট-প্রকাশে ইত্যর্থঃ নৈব গচ্ছতি, প্রকটপ্রকাশে গচ্ছতি এব; অন্যথা যদুসম্ভূতস্য স্বয়ংরূপাৎ কৃষ্ণাৎ অন্যত্বেন নায়কভেদাৎ প্রকটলীলাকালে তদর্থে পতিব্রতাশিরোমণীনাং শ্রীরাধিকাদীনাং বিরহাসঙ্গতিঃ, সমৃদ্ধিমৎ-সম্ভোগস্য অনুপপত্তিশ্চ—তাদৃশ-সম্ভোগস্য সুদূরপ্রবাসানন্তরং মিলনেনৈব ভাবিত্বাৎ তত্রাপি একস্যৈব নায়কস্যৈবৌচিত্যাৎ; অন্যথা বহুনায়কনিষ্ঠত্বাৎ রসাভাসাপত্তিঃ। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্রীরাধিকা সত্যভামা, স্বয়ং চন্দ্রাবলী রুক্মিণী ইত্যাদি হইয়া দ্বারকা-লীলা করিয়া থাকেন। প্রভুর আদেশে এইরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। যদুসম্ভূতঃ (যদুবংশে আবির্ভূত) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ—বাসুদেব) অন্যঃ (অন্যপ্রকাশ—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই এক ভিন্ন স্বরূপ); যঃ (যিনি) পূর্ণঃ (পূর্ণতম স্বরূপ—স্বয়ংরূপ), সঃ (তিনি) অতঃ (ইঁহা হইতে—এই বাসুদেব-স্বরূপ হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ—স্বয়ংরূপ বলিয়া); সঃ (তিনি—সেই স্বয়ংরূপ) বৃন্দাবনং (বৃন্দাবনকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) ক্বচিৎ (কোনও সময়ে—অপ্রকট-লীলাকালে) ন গচ্ছতি এব (যায়েন না)।

অনুবাদ। যদুসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ (বাসুদেব—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের) অন্য-প্রকাশ; যিনি (স্বয়ংরূপ বলিয়া) পূর্ণ (পূর্ণতম স্বরূপ), তিনি ইঁহা অপেক্ষা (অন্যপ্রকাশ বাসুদেব অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ; তিনি কোনও সময়ে (অপ্রকট লীলাকালে) বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া যায়েনই না (আবার কোনও সময়ে যায়েন—যেমন প্রকটলীলা-কালে)। ৬

এই শ্লোকের উল্লেখে জানান হইল—ব্রজলীলা ও পুরলীলা একসঙ্গে বর্ণনা করিলে অবিশেষজ্ঞ পাঠক মনে করিতে পারে যে, সকল সময়েই প্রকট এবং অপ্রকট, এই উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে পুরে গমন করেন।

পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় (খ) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

উক্ত শ্লোকের "যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ" স্থলে কোনও গ্রন্থে "যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ" পাঠান্তর আছে।

৬২। **বিস্ময় হইলা**—প্রভুর আদেশ শুনিয়া শ্রীরূপ-গোস্বামী বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়ের কারণ পর-পয়ারে উক্ত আছে।

৬৩। শ্রীরূপের বিস্ময়ের কারণ এই :—সত্যভামাপুরে স্বপ্নযোগে সত্যভামা আজ্ঞা করিলেন—"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।" আবার এস্থলে প্রভু আদেশ করিলেন, ব্রজলীলার পৃথক্ নাটক লিখিবার নিমিত্ত। পুর-মহিষী সত্যভামা আদেশ করিলেন, পুরলীলার পৃথক্ নাটক করিতে এবং বৃন্দাবনেশ্বরী-শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিতচিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিলেন, ব্রজলীলার পৃথক্ নাটক করিতে! দুই ধামের দুই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীই তো তাঁহাদের লীলা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনার আদেশ করিতেছেন। শ্রীরূপ যে দুই লীলা একত্র বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা প্রভু

পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা।
দুই নাটক করি এবে করিয়া ঘটনা ॥ ৬৪
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লেখে করিয়া ভাবনা ॥ ৬৫

রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্যকীর্ত্তন দেখিল ॥ ৬৬
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থশ্লোক করিল তথাই ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিরূপে জানিলেন, ইহা এক বিস্ময়ের হেতু এবং প্রভুর আদেশও সত্যভামার আদেশেরই অনুরূপ, সুতরাং প্রভু বোধ হয় সত্যভামার আদেশের কথা জানেন, কিন্তু কিরূপে জানেন—ইহা আর এক বিস্ময়ের হেতু।

৬৪। **দুই নাটক করি** ইত্যাদি—"দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা" এরূপ পাঠান্তরও আছে। শ্রীরূপ এখন, ব্রজলীলার ঘটনা একভাগে এবং পুর-লীলার ঘটনা একভাগে সন্নিবেশিত করিয়া দুইটি নাটক লিখিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাই মঙ্গলাচরণ, নান্দী, প্রস্তাবনা প্রভৃতি সমস্তই দুইটি নাটকের জন্য দুইভাগে লিখিতে হইবে।

৬৫। **দুই নান্দী**—দুই নাটকের জন্য দুইটি নান্দী-শ্লোক লিখিলেন। নান্দীর অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **প্রস্তাবনা**—দুই নাটকের জন্য দুইটি প্রস্তাবনা। আরম্ভকে প্রস্তাবনা বলে। এই প্রস্তাবনায়, যে বিষয়ে অভিনয় হইবে, স্থূলভাবে তাহার উল্লেখ করা হয়। সূত্রধারের সহিত নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিকের কৌশলপূর্ণ বিচিত্র-বাক্যময় কথোপকথনেই অভিনয়ের বিষয়টি প্রকাশিত হয়। এই কথোপকথনটি তাহাদের নিজের কার্য্য-সম্বন্ধ হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে, ক্রমশঃ কৌশলক্রমে অভিনয়ের বিষয়টিও তাহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে যে কথোপকথনে নাটকের বিষয়টি প্রস্তাবিত হয়, তাহাকে প্রস্তাবনা বলে। প্রস্তাবনার অপর একটী নাম আমুখ। "নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে ॥ চিত্রৈর্ব্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোথৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা ॥—সাহিত্যদর্পণ ৬।২৮৭॥" **দুই সংঘটনা**—দুই নাটকের জন্য দুইটী সামঞ্জস্যময় ঘটনা-সন্নিবেশ। কোন ঘটনার সহিত কোন ঘটনার কি ভাবে সংযোগ করিলে, নাটকের বর্ণনীয় ভাব, রস ও চরিত্রের সম্যক্ অভিব্যক্তি সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক কার্য্যকে সংঘটনা বলে; ইংরেজী ভাষায় "প্লট"ই বোধ হয় আমাদের সংঘটনা। **পৃথক্ করিয়া লেখে**—শ্রীরূপ-গোস্বামী চিন্তা করিয়া করিয়া দুই নাটকের জন্য দুইটি নান্দী, দুইটি প্রস্তাবনা ও দুইটি সংঘটনা স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিয়া লিখিয়া রাখিলেন। পরবর্ত্তী ৩।১।৮০-৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

নাটক-রচনার ইতিহাস-সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিয়া এক্ষণে শ্রীরূপগোস্বামি-সম্বন্ধে অন্য কথা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলিতেছেন।

৬৬। শ্রীরূপগোস্বামী রথযাত্রা-সময়ে রথোপরি জগন্নাথ দর্শন করিলেন (তিনি শ্রীমন্দিরে যাইয়া দর্শন করিতেন না)। ঐ সময়ে রথের সম্মুখভাগে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করেন, তাহাও শ্রীরূপ দর্শন করিলেন।

রথ-অগ্রে—রথের সম্মুখে।

৬৭। **প্রভুর নৃত্য-শ্লোক**—রথের সম্মুখভাগে নৃত্য করিবার সময় প্রভু যে শ্লোকটি (যঃ কৌমার-হরঃ ইত্যাদি শ্লোকটী) উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া রথের সম্মুখে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে, তিনি যেন শ্রীরাধা। আর শ্রীজগন্নাথ যেন শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহাদের যেন কুরুক্ষেত্রে মিলন হইয়াছে; হাতী, ঘোড়া, রথ আদিই কুরুক্ষেত্রের স্মৃতির উদ্দীপক হইয়াছে। যাহা হউক, এই কুরুক্ষেত্রে তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেও যেন শ্রীরাধার তৃপ্তি হইতেছে না, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া ব্রজে যাইয়া নিভৃত নিকুঞ্জে মিলনের নিমিত্তই যেন তাঁহার বলবতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। রাধাভাবে বিভাবিত প্রভুর মনে এই ভাবটি উদিত হওয়ায় তিনি এই ভাব-প্রকাশক

পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ-কথন॥ ৬৮
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পঢ়েন কীর্ত্তনে।
কেনে শ্লোক পঢ়ে? ইহা কেহো নাহি জানে॥ ৬৯
সবে একা স্বরূপগোসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করায় আস্বাদনে॥ ৭০
রূপগোসাঞি—মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল—প্রভুরে যে ভায়॥ ৭১

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

"যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন। একমাত্র স্বরূপদামোদর ব্যতীত প্রভুর গণের মধ্যে অপর কেহই প্রভুর মনের গোপনীয় ভাব জানিতে পারিতেন না; সুতরাং কখন কি উদ্দেশ্যে প্রভু কোন্ কথা বলিতেন, তাহাও স্বরূপ ব্যতীত অপর কেহই প্রায় বুঝিতে পারিতেন না। এক্ষণে রথাগ্রে কেন যে প্রভু "যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, তাহাও স্বরূপ-দামোদর ব্যতীত অপর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া উক্ত "যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য-প্রকাশক একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। **সেই শ্লোকের**—"যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকের। **অর্থ-শ্লোক**—তাৎপর্য্য-প্রকাশক শ্লোক; "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ইত্যাদি শ্লোকেই প্রভুর উচ্চারিত শ্লোকের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

তথাই—সেই স্থানেই; রথের সম্মুখেই। প্রভুর মুখে শ্লোক শুনা মাত্রই শ্রীরূপগোস্বামী তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তখন তখনই মনে মনে ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য-প্রকাশক "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। বাসায় আসিয়া তাহা তালপাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

৬৮। **পূর্ব্বে**—মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে এই শ্লোক সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে।

৬৯। **সামান্য এক শ্লোক**—"যঃ কৌমারহরঃ" ইত্যাদি যে শ্লোকটী প্রভু উচ্চারণ করিলেন, তাহা কাব্য-প্রকাশ-নামক গ্রন্থের একটী সামান্য শ্লোক মাত্র; ইহা নিজ সখীর প্রতি কোনও নায়িকার মনোভাব-প্রকাশিকা উক্তি মাত্র। এই শ্লোকটীকে সামান্য বলিবার হেতু বোধ হয় এই যে, ইহা কোনও অপ্রাকৃত-রস-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের শ্লোক নহে; ইহা রসিকা-শিরোমণি শ্রীরাধা বা অপর কোনও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীর উক্তিও নহে, ইহা জনৈকা প্রাকৃতা নায়িকার উক্তি মাত্র। তবে এই নায়িকার মনের ভাব—যাহা শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা শ্রীরাধার মনের ভাবের কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ভাবের সম্যক্ উদ্দীপনে প্রভু এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছেন।

কেনে শ্লোক পঢ়ে—কি উদ্দেশ্যে বা কোন্ ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু এই শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন, ইহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই।

৭০। **সবে একা** ইত্যাদি—একমাত্র স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামীই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—কোন্ ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু ঐ শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। প্রভুর ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি ভাবের অনুকূল পদ কীর্ত্তন করিয়া প্রভুকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

স্বরূপ-গোস্বামীর পক্ষে প্রভুর মনের গোপনীয় ভাব অবগত হওয়ার হেতু এই যে, স্বরূপ-গোস্বামী ব্রজ-লীলায় শ্রীললিতা-সখী, আর শ্রীমন্মহাপ্রভু তো রাধা-ভাবেই আবিষ্ট। শ্রীরাধিকার মনের কোনও ভাবই অন্তরঙ্গা-সখী শ্রীললিতার অজ্ঞাত নাই; শ্রীরাধার মনে যখন যে ভাব উদিত হয়, শ্রীললিতা তখনই তাহা জানিতে পারেন।

শ্লোকানুরূপ-পদ—শ্লোকে যে ভাবটী ব্যক্ত হইয়াছে, সেই ভাবের কীর্ত্তনের পদ। **করায় আস্বাদনে**—স্বরূপ পদ-কীর্ত্তন করেন, আর শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধা-ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাহা আস্বাদন করেন।

৭১। **রূপ-গোসাঞি** ইত্যাদি—শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর মুখে ঐ শ্লোকটী শুনিয়া, প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-গোস্বামীর বুঝিতে পারার হেতু এই যে, প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীরূপে শক্তি-

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪)—
সাহিত্যদর্পণে (১।১০) পদ্যাবল্যাম্ (৩৮৬)—
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৭

তথাহি পদ্যাবল্যাং (৩৮৭)
শ্রীরূপগোস্বামিকৃতশ্লোকঃ—
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৮

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্র-স্নান করিবারে রূপগোসাঞি গেলা ॥ ৭২
হেনকালে প্রভু আইলা তাহারে মিলিতে।
চালের উপর শ্লোক পাঞা লাগিলা পঢ়িতে ॥ ৭৩
শ্লোক পঢ়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সেইকালে রূপগোসাঞি স্নান করি আইলা ॥ ৭৪
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ অঙ্গনে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা—॥ ৭৫
গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে ?।
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৭৬

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

সঞ্চার করিয়াছিলেন ; তাহাতেই তিনি প্রভুর মনের ভাব সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন। বোধ হয়, আরও একটী গূঢ় হেতুও আছে। তাহা এই :—শ্রীরূপগোস্বামী ব্রজলীলায় শ্রীরূপ-মঞ্জরী—সেবা-পরায়ণা-কিঙ্করীদিগের যূথেশ্বরী ; সুতরাং তিনি ইঙ্গিত মাত্রেই কিম্বা দৃষ্টিমাত্রেই যুগল-কিশোরের মনের ভাব সমস্ত বুঝিতে পারেন ; তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে যুগল-কিশোরের অন্তরঙ্গ-সেবার বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। সুতরাং শ্রীরূপ-গোস্বামীর পক্ষে রাধাভাব-বিভাবিত-চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের মনের ভাব অবগত হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে।

প্রভুরে যে ভায়—যে অর্থ প্রভুর অত্যন্ত প্রীতিপদ। এই পয়ারের পরবর্তী শ্লোক দুইটীর মধ্যে প্রথমটী প্রভুর উচ্চারিত "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক। আর দ্বিতীয়টি তাহার অর্থসূচক শ্রীরূপ-গোস্বামিরচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোক।

শ্লো। ৭ অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৭২। শ্রীরূপগোস্বামী "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোকটী একটী তালপাতায় লিখিয়া তাঁহার বাসাঘরের চালের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন শ্রীরূপ সমুদ্র-স্নানে গিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার বাসায় প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু হঠাৎ দেখিলেন, চালের মধ্যে একটী তালপাতা গোঁজা রহিয়াছে। ঔৎসুক্য-বশতঃ তাহা লইয়া দেখিলেন, তাহাতে একটী শ্লোক লিখিত রহিয়াছে ; শ্লোকটী প্রভু পড়িলেন, পড়িয়া পরমানন্দে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। এমন সময় সমুদ্র-স্নান করিয়া শ্রীরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; শ্রীরূপ অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া প্রভুর দর্শন মাত্রেই দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রভু কি করিলেন ? প্রভু অঙ্গনে আসিয়া শ্রীরূপকে ধরিয়া আনন্দের আতিশয্যে যেন উতালা হইয়াই শ্রীরূপকে এক চাপড় মারিলেন এবং বলিলেন, "তুই কিরূপে আমার হৃদয়ের গূঢ় ভাব জানিলি ?" ইহা বলিয়াই প্রভু স্নেহাবেগে শ্রীরূপকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

৭৫। **চাপড় মারি**—ইহা স্নেহের চাপড় ; ক্রোধের চাপড় নহে লৌকিক জগতেও দেখা যায়, আমাদের পরম স্নেহ-ভাজন কোনও ব্যক্তি যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের অত্যন্ত আনন্দজনক কোনও কাজ করিয়া থাকে, আমরা আনন্দে উতালা হইয়া তাহাকে স্নেহভরে কিল বা চাপড় দিয়া থাকি ; তার পরই হয়তো দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকি। ইহা স্নেহ ও আনন্দের যুগপৎ-দৈহিক-অভিব্যক্তি মাত্র।

৭৬। **গূঢ় মোর হৃদয়**—আমার হৃদয়ের ভাব, যাহা অত্যন্ত গোপনীয়, যাহা আমি কাহাকেও বলি নাই।

সেই শ্লোক প্রভু লঞা স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা-লাগি তাঁহারে পুছিল—॥ ৭৭
মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে—জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥ ৭৮
অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি কৃপা করিয়াছ—করি অনুমান॥ ৭৯
প্রভু কহে—ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্যপাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা হৈলা॥ ৮০
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিহ কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ॥ ৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তুঞি জানিলি কেমনে—তুচ্ছার্থে এবং অত্যন্ত স্নেহার্থেও "তুমি" স্থলে "তুঞি" বা "তুই" শব্দ ব্যবহৃত হয়। এস্থলে পরম-স্নেহভরেই প্রভু শ্রীরূপকে "তুই" বলিলেন।

শ্রীরূপের শ্লোক পড়িয়া প্রভুর চিত্তে যে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং শ্রীরূপের প্রতি স্নেহের যে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহার প্রভাবে শ্রীরূপের প্রতি সমস্ত লৌকিক-মর্য্যাদার জ্ঞান প্রভুর নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। যেখানে মর্য্যাদার জ্ঞান বিদ্যমান, সেখানে স্নেহের অবাধ স্ফূর্ত্তি অসম্ভব। যেখানে স্নেহের উদ্দামতা, সেখানে মর্য্যাদামূলক গৌরব-বুদ্ধির লেশমাত্রও থাকিতে পারে না; তাইতো স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও ব্রজের রাখালগণ "হারে রে রে" বলিয়া সম্বোধন করিয়া আনন্দ পাইতেন, শ্রীকৃষ্ণও ঐ "হারে রে রে" শুনিয়া একেবারে আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাইতেন।

৭৭। **স্বরূপে দেখাইল**—শ্রীরূপ-লিখিত শ্লোকটী প্রভু স্বরূপ-দামোদরকে দেখাইলেন। ইহাও শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর স্নেহ ও কৃপার পরিচায়ক। আমাদের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছোট সন্তান যদি কোনও একটী অতি মনোরম বস্তু প্রস্তুত করে, তাহা হইলে আমরা তাহা আমাদের প্রিয় ব্যক্তিকে দেখাইয়া গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা স্নেহ-ভাজন সন্তানটীকেও আনন্দ দান করিয়া থাকি। **স্বরূপের পরীক্ষা-লাগি**—এই শ্লোকটী যেন স্বরূপ পরীক্ষা করেন, এই উদ্দেশ্যে স্বরূপকে তাহা দেখাইলেন। **অথবা**—স্বরূপের পরীক্ষা লাগি—কোন্ অলৌকিক শক্তির প্রভাবে শ্রীরূপ প্রভুর মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা স্বরূপ-দামোদর বলিতে পারেন কিনা, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রভু স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীরূপ আমার অন্তর-বার্ত্তা কিরূপে জানিল?"

৭৮-৭৯। **অন্তর-বার্ত্তা**—মনের কথা। **রূপ**—শ্রীরূপ। **জানি কৃপা** ইত্যাদি—স্বরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি প্রভুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রভু, তুমি শ্রীরূপকে কৃপা করিয়াছ। তোমার কৃপা ব্যতীত, তোমার উচ্চারিত শ্লোক শুনিয়া, কেহই তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারে না। শ্রীরূপ যখন তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তখন নিশ্চিতই বুঝা যায় যে, তুমি তাঁহাকে কৃপা করিয়াছ।"

৮০। **ইঁহো**—শ্রীরূপ। **কৈল উপদেশ**—সর্ব্ববিধ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দিলাম। **রসের বিশেষ**—রসতত্ত্ব, রসের বৈচিত্রী আদি।

স্বরূপের উত্তর শুনিয়া প্রভু খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"স্বরূপ, তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ, তাহা ঠিকই। আমি যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসি, তখন প্রয়াগে-থাকা-কালে এই শ্রীরূপ আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। যোগ্যপাত্র দেখিয়া, ইঁহার প্রতি আমার দয়া হইল; ইহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া ইঁহাকে আমি ভক্তি-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়াছি। স্বরূপ, তুমিও ইঁহাকে রস-তত্ত্বাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিও।" **যোগ্য পাত্র**—রস-তত্ত্বের বিচারে এবং উপলব্ধি বিষয়ে যোগ্য পাত্র।

৮১। **শক্তি সঞ্চারি**—শক্তি-সঞ্চার না করিলে উপদেশ দিলেও গ্রহণ করিতে পারিবেন না, বা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, তাই শক্তি-সঞ্চার করিয়া তারপর উপদেশ দিলেন।

তুমিহ কহিও ইত্যাদি—প্রভু স্বরূপ-দামোদরকে বলিলেন—"স্বরূপ, তুমিও শ্রীরূপকে রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে যেখানে যে বিশেষত্ব আছে, তাহা জানাইও।" স্বরূপ-দামোদর ছিলেন রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ; তাই কেহ কোনও নুতন

স্বরূপ কহে—যবে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা—তবহিঁ জানিল ॥ ৮২

তথাহি ন্যায়ঃ।
ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥ ৯ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোক বা গ্রন্থ লিখিয়া প্রভুকে দেখাইতে আনিলে সর্ব্বাগ্রে স্বরূপ-দামোদর তাহা পরীক্ষা করিতেন; যদি দেখিতেন যে, কোথাও রসদোষ বা সিদ্ধান্ত-বিরোধাদি নাই, তাহা হইলেই তিনি তাহা প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত করিতেন।

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর যে কত কৃপা এবং জগতের কল্যাণের নিমিত্ত প্রভুর যে কত উৎকণ্ঠা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রভু নিজে প্রয়াগে শ্রীরূপে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন; তাহাতেও যেন প্রভুর তৃপ্তি হইতেছিলনা; তাই তিনি নীলাচলে স্বয়ং প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে শ্রীরূপের পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহাকে কৃপা করার নিমিত্ত প্রত্যেক ভক্তকে এবং বিশেষ করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দকে ও শ্রীমদদ্বৈতকে অনুরোধ করিলেন—তাঁহারা যেন "কায়মনে" শ্রীরূপকে কৃপা করেন, শ্রীরূপ "যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরসভক্তি ॥৩।১।৪৯-৫২॥" আবার স্বরূপ-দামোদরকেও বলিলেন, রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে যে বিশেষত্ব আছে, তিনি যেন তৎসমস্ত শ্রীরূপকে শিক্ষা দেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ উৎকণ্ঠাময়ী কৃপার প্রকাশ শ্রীসনাতনব্যতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে হইয়াছে কিনা, বলা যায় না। রসতত্ত্ব-প্রচার বিষয়ে শ্রীরূপ বাস্তবিকই গৌর-কৃপার মূর্ত্ত বিগ্রহ। রসতত্ত্বাদি বিষয়ে শ্রীরূপ যে সকল সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তৎসমস্ত যে গৌর-কৃপা স্ফুরিত—সুতরাং শ্রীগৌরের অনুমোদিত—তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহ হইতে জানা যাইবে,—মহারসজ্ঞ মহাকবি স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত প্রভু শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকদ্বয়ের আলোচনা ও আস্বাদন করিয়াছেন। তখনও অবশ্য নাটক-দ্বয়ের কোনওটীই পূর্ণতা লাভ করে নাই; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১।৬৫ পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, নীলাচলে অবস্থান-কালেই শ্রীরূপ উভয় নাটকের প্রস্তাবনা ও সংঘটনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সংঘটনাই (অর্থাৎ ঘটনা-সন্নিবেশের পরিকল্পনাই) নাটকের মেরুদণ্ড-সদৃশ; এই সংঘটনার রূপায়িত কলেবরই পূর্ণাঙ্গ নাটক; উপসংহারের পরিকল্পনাও সংঘটনায় থাকে; উপসংহার ব্যতীত সংঘটনা অপূর্ণই থাকিয়া যায়। রসজ্ঞ-ভক্ত-কবিদ্বয়ের সঙ্গে রসিক-শেখর প্রভু নাটকদ্বয়ের কয়েকটী শ্লোকের আলোচনার স্বাভাবিক অঙ্গরূপে শ্রীরূপের প্রস্তাবনা এবং সংঘটনারও যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্বভাবতঃই মনে করা যায়। সুতরাং শ্রীরূপের নাটকদ্বয়ের পরিণত রূপ যে তাঁহাদের অনুমোদিত, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই স্বাভাবিক অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, শ্রীরূপ যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম-স্বকীয়াত্বেই তাঁহার ললিতমাধব নাটকের পর্য্যবসান করিয়াছেন, তাহাও যে প্রভুর এবং রায় রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরের অনুমোদিত, তাহাও অস্বীকার করা যায় না (ভূমিকায় "অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) বিশেষতঃ ললিত-মাধব-নাটকের পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। এই বিবাহেই, অর্থাৎ পরম স্বকীয়াত্বেই, নাটকের পর্য্যবসান। নাটকের প্রথম অঙ্কের বিংশ-শ্লোকেই (অর্থাৎ নাটকের প্রারম্ভেই)—"নটতা কিরাতরাজম্" ইত্যাদি শ্লোকেই—গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামী এই বিবাহের ইঙ্গিত দিয়াছেন (পরবর্ত্তী ৩।১।৪৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য); এবং রায় রামানন্দাদির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু যে এই শ্লোকটীরও আস্বাদন করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী তাহা স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ললিত-মাধব-নাটকের পরম-স্বকীয়াত্বে পর্য্যবসান যে প্রভুর অনুমোদিত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

৮২। প্রভুর কথা শুনিয়া স্বরূপ বলিলেন—"যখনই আমি শ্রীরূপের লিখিত শ্লোকটী দেখিয়াছি, তখনই বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রভু, তুমি ইঁহাকে কৃপা করিয়াছ। কারণ, ফলের দ্বারাই ফলের কারণের পরিচয় পাওয়া যায়।" **তবহিঁ**—তখনই।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয় অতি সহজ।

তথাহি নৈষধীয়ে (৩।১৭)—

স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং
নানামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥ ১০ ॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপগোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কার্য্যং নিদানাৎ কারণাৎ গুণান্ অধীতে প্রাপ্নোতি কারণং গুণমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। ফলের (কার্যের) দ্বারাই ফলের (কার্য্যের) কারণ অনুমিত হয়। ৯

শ্লো। ১০। অন্বয়। স্বর্গাপগা-হেম-মৃণালিনীনাং (স্বর্গ-নদীস্থ সুবর্ণ-কমলিনীর) নানামৃণালাগ্রভুজঃ (নানামৃণালের অগ্রভাগভোজনকারী) [বয়ম্) (আমরা) অন্নানুরূপাম্ (ভক্ষ্যবস্তুর অনুরূপ) তনুরূপঋদ্ধিং (দেহরূপ সম্পত্তিকে) ভজামঃ (লাভ করিয়াছি); [যতঃ] (যেহেতু), কার্য্যং (কার্য্য) হি (নিশ্চিতই) নিদানাৎ (কারণ হইতে) গুণান্ (গুণসমূহ) অধীতে (লাভ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ। দময়ন্তীর প্রতি হংসগণ বলিল—আমরা স্বর্গনদীস্থ সুবর্ণ-কমলিনীর নানামৃণালের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া ভোগ্যবস্তুর অনুরূপ শরীররূপ সম্পত্তিকে (শরীর ও সৌন্দর্য্য) লাভ করিয়াছি। যেহেতু, কারণ হইতেই কার্য্য গুণ লাভ করিয়া থাকে। ১০

স্বর্গাপগা-হেম-মৃণালিনীনাম্—স্বর্গস্থিত যে অপগা (নদী), তাহাতে অবস্থিত হেম (স্বর্ণবর্ণ) মৃণালিনী (কমলিনী—পদ্ম)-সমূহের **নানামৃণালাগ্রভুজঃ**—বহুমৃণালের (পদ্মের ডাঁটার) অগ্রভাগ ভোজন করে যাহারা, তাদৃশ আমরা (হংসগণ); **অন্নানুরূপাম্**—অন্নের (ভক্ষ্যবস্তুর—যাহা খাওয়া যায়, তাহার) অনুরূপ **তনুরূপ-ঋদ্ধিম্**—তনু (দেহ) রূপ ঋদ্ধি (সম্পত্তি) অথবা, তনু (দেহ) এবং রূপ (সৌন্দর্য্য) রূপ ঋদ্ধি (সম্পত্তি) ভজামঃ (প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতেছি)। ইহার হেতু এই যে, **নিদানাৎ হি**—কারণ হইতেই **কার্য্যং**—কার্য্য **গুণান্ অধীতে**—গুণসমূহ প্রাপ্ত হয়। কারণে যে গুণ বর্ত্তমান থাকে, কার্য্যেও সে গুণ সঞ্চারিত হয়।

এক সময়ে মহারাজ-নলের নিকটে স্বর্গ হইতে একটি পরম-রমণীয় হংস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; তখনও নলের বিবাহ হয় নাই। পরে এই হংসটি আপনা হইতেই কুমারী দময়ন্তীর নিকটে যাইয়া উপনীত হইয়াছিল। দময়ন্তী হংসের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই সৌন্দর্য্যের হেতু জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে হংস যাহা বলিয়াছিল, তাহাই উক্তশ্লোকে কথিত হইয়াছে। হংসের দেহের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের হেতু ছিল যে—ঐ হংস স্বর্গস্থিত নদীতে উৎপন্ন স্বর্ণকমলের মৃণাল ভোজন করিত; একে তো কমলের মৃণাল; তাতে আবার স্বর্ণকমল; তাতেও আবার সেই কমলের উৎপত্তি স্বর্গে—স্বর্গস্থ নদীতে, সুতরাং ঐরূপ মৃণাল যে পরম সুন্দর হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না; এই মৃণাল ভক্ষণ করিয়া যে দেহ পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যে অতি রমণীয় হইবে, তাহাও সুনিশ্চিত; যেহেতু, কারণের গুণ কার্য্যে সঞ্চারিত হয়।

কারণের গুণ যে কার্য্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই ৮২-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণরূপে উক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। হংসের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দেখিয়া যেমন স্বর্গ-নদীস্থ-স্বর্ণপদ্মের মৃণালই তাহার মূলকারণ বলিয়া অনুমান করা যায়, তদ্রূপ গাম্ভীর্য্য-বারিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনের নিগূঢ়ভাব শ্রীরূপগোস্বামী যে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপাই ইহার মূল কারণ।

৮৩। **চাতুর্ম্মাস্য**—শয়ন-একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস সময়কে চাতুর্ম্মাস্য বলে।

একদিন রূপ করে নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥ ৮৪
সম্ভ্রমে দোঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৮৫
'কাঁহা পুথি লিখ ?' বলি এক পত্র নিল।
অক্ষর দেখিয়া প্রভুর মনে সুখ হৈল ॥ ৮৬
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥ ৮৭
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক যে দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥ ৮৮

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।৩৩)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ১১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তাণ্ডবং নাট্যং তৎকুর্ব্বতী নটীবেত্যর্থঃ। তুণ্ডাবলীতি কিমেকেন তুণ্ডেন তুণ্ডসমূহশ্চেল্লভ্যতে তর্হি সুখেন কৃষ্ণকীর্ত্তনং ক্রিয়ত ইতিভাবঃ। কর্ণক্রোড়ে কড়ম্বিনী অঙ্কুরবতী জাতমাত্রাঙ্কুরেত্যর্থঃ কৃতিং ব্যাপারম্। চক্রবর্ত্তী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চাতুর্ম্মাস্যের পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচল হইতে দেশে চলিয়া গেলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী কিন্তু কোথাও গেলেন না, তিনি প্রভুর চরণে শরণ লইয়া নীলাচলেই রহিলেন।

৮৫। **দোঁহে**—শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস।

৮৬। **কাঁহা পুথি লিখ**—কি পুথি (গ্রন্থ) লিখিতেছ। **পুঁথি**—পুস্তক, গ্রন্থ।

৮৭। **অক্ষরের স্তুতি**—শ্রীরূপের হাতের অক্ষর খুব সুন্দর দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন।

৮৮। **সেই পত্রে**—যেই পত্রটী প্রভু হাতে লইয়াছিলেন। **এক শ্লোক**—প্রভু যে পাতাটী হাতে লইয়া দেখিতেছিলেন, সেই পাতাটীতে একটী শ্লোক লিখিত ছিল। এই শ্লোকটি পড়িতেই প্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইয়া গেলেন। নিম্নলিখিত "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকটীই ঐ পাতায় লিখিত ছিল।

শ্রীরূপ তখন বিদগ্ধমাধব-(ব্রজলীলা)-নাটক লিখিতেছিলেন। এই—"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকটীও বিদগ্ধ-মাধব-নাটকের জন্যই শ্রীরূপ লিখিয়াছিলেন।

শ্লো। ১১। অন্বয়। কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী (কৃ ও ষ্ণ এই বর্ণদ্বয়) কিয়দ্ভিঃ (কত পরিমাণ বা কিরূপ) অমৃতৈঃ (অমৃতদ্বারা) জনিতা (রচিত হইয়াছে) [ইত্যহং] (ইহা আমি) ন জানে (জানি না) ; [যতঃ] (যেহেতু) তুণ্ডে (মুখে) তাণ্ডবিনী (নৃত্যকারিণী) [সতী] (হইলে) তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে (তুণ্ডাবলী—বহু মুখ—প্রাপ্তির নিমিত্ত) রতিং (রতি—তীব্রবাসনা) বিতনুতে (বিস্তার করিয়া থাকে), কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী (কর্ণমধ্যে অঙ্কুরিতা) [সতী] (হইলেই) কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ (অর্ব্বুদ-সংখ্যক কর্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত) স্পৃহাং (বাসনা) ঘটয়তে (জন্মাইয়া দেয়) ; চেতঃ-প্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী (চিত্তরূপ প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী) [সতী] (হইলে) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের) কৃতিং (ব্যাপারকে) বিজয়তে (পরাজিত—রহিত—করিয়া দেয়)।

অনুবাদ। যাহা তুণ্ডাগ্রে নৃত্য আরম্ভ করিয়া তুণ্ডাবলী লাভের জন্য রতি বিস্তার করে, যাহা কর্ণপথে অঙ্কুরিতা হইয়াই অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণেন্দ্রিয়-লাভের ইচ্ছা উৎপাদন করে, এবং যাহা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হইয়াই সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারকে রহিত করে, হে নান্দীমুখি ! এতাদৃশ "কৃ" ও "ষ্ণ" এই অক্ষরদ্বয় যে কিরূপ অমৃতে রচিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ১১

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী। | নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি—॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তুণ্ড—বদন; মুখ; মুখস্থিত জিহ্বা। **তাণ্ডব**—নটীদের নৃত্য। **তাণ্ডবিনী**—নটীর ন্যায় নৃত্যকারিণী। **কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী**—কর্ণের ক্রোড়ে (মধ্যে) কড়ম্বিনী (অঙ্কুরবতী); কর্ণকুহরে প্রবিষ্টা। **কর্ণার্ব্বুদ**—অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণ; দশ কোটিতে এক অর্ব্বুদ। **চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী**—চিত্তরূপ প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী, চিত্তের সহিত সংযোগবতী।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ জন্মাইবার নিমিত্ত পৌর্ণমাসীদেবী নান্দীমুখীকে আদেশ করিয়াছিলেন; তদুত্তরে নান্দীমুখী বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার অত্যধিক অনুরাগ ইতঃপূর্ব্বেই জন্মিয়াছে। নান্দীমুখী ইহা কিরূপে জানিলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিলেই শ্রীরাধা পুলকিতাঙ্গী হইয়া উঠেন; ইহাই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অনুরাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুনিয়া পৌর্ণমাসী বলিলেন—নান্দীমুখি! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সঙ্গতই; কৃষ্ণনামের মাধুর্য্য শ্রীরাধা অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই কৃষ্ণনাম-শ্রবণে তিনি রোমাঞ্চিতা হয়েন। কৃষ্ণনামের অদ্ভুত মাধুর্য্যের কথা বলিতেছি শুন।

নৃত্যকলাবিশারদা পরমাসুন্দরী নটীর নৃত্য যেমন চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে, জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনামের উদয়ও তদ্রূপই চিত্তবিনোদনে সমর্থ—কৃষ্ণনামের উচ্চারণে কোনওরূপ কষ্ট তো নাইই, বরং এই নাম যখন জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হইতে থাকে, তখন নৃত্যকলানিপুণা নটীর নৃত্যের ন্যায়ই ইহা পরম মনোরম বলিয়া মনে হয়; (ইহাই তাণ্ডবিনী শব্দের তাৎপর্য্য; তাণ্ডবিনী-শব্দের অপর তাৎপর্য্য এই যে—দর্শকদের ইচ্ছামাত্রে নটী যেমন আপনা-আপনিই নৃত্যকলা বিস্তার করিতে থাকে, ভক্তের ইচ্ছামাত্রে স্বপ্রকাশ-শ্রীকৃষ্ণনামও আপনা-আপনিই জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিতে থাকে। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ। ভ, র, সি, ১।২।১০৯॥)। যাহা হউক, এই নাম যখন জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন ইহার মাধুর্য্য এতই মনোরম এবং চমৎকৃতিজনক এবং এতই লোভনীয় বলিয়া মনে হয় যে, উহা অত্যধিকরূপে আস্বাদন (অর্থাৎ অত্যধিকরূপে এ নাম কীর্ত্তন) করিবার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিয়া থাকে। কারণ, কৃষ্ণ-নামের মাধুর্য্যই এমন অদ্ভুত যে, ইহার আস্বাদন-সময়ে আস্বাদন-তৃষ্ণার নিবৃত্তি-তো হয়ই না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধারণ অমৃত যাঁহারা পান করেন, তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন এবং তৃপ্তিও পান; আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অমৃত-আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষাও ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইতে থাকে। কিন্তু এই কৃষ্ণনাম অমৃত অপেক্ষা অনন্তগুণে মধুর হইলেও ইহার আস্বাদনে তৃপ্তি নাই; যতই আস্বাদন করিবে, ততই আরও আস্বাদন করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই কৃষ্ণ নামটী যখন জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন ইহার এত মাধুর্য্য অনুভূত হয় যে, কেবলই এই নামটী উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু এক জিহ্বায় কত উচ্চারণ করিবে, তাই অসংখ্য জিহ্বা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অসংখ্য জিহ্বা যদি হইত, তাহা হইলে বোধহয় এই পরম-মধুর নাম-উচ্চারণ করিয়া ইহার মাধুর্য্য কিঞ্চিৎ উপভোগ করা যাইত—এইরূপই মনে হয়। আবার অপরের উচ্চারিত কৃষ্ণনামের ধ্বনি যদি একবার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন মনে হয় যেন কর্ণে অমৃতধারা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে—সেই অমৃতধারা আস্বাদন করিলে আস্বাদনের স্পৃহা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু অনন্ত-বিস্তৃত মাধুর্য্য-প্রবাহ, দুই কানে কত পান করিবে; তখন অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণ পাওয়ার জন্য ইচ্ছা হয়; যদি কোটি কোটি কান থাকিত, তাহা হইলে বোধহয় কৃষ্ণনাম শুনার সাধ কিছু মিটিত—এইরূপই মনে হয়; আবার এই নামটী যখন মনোমধ্যে উদিত হয়, তখন অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার যেন লোপ পাইয়া যায়—চক্ষু তখন আর কিছু দেখিতে পায়না—কর্ণ তখন আর কিছু শুনিতে পায় না, জিহ্বা তখন আর কিছু উচ্চারণ করিতে পারে না,—চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যেন নিজ নিজ কার্য্য ত্যাগ করিয়া তখন লোলুপদৃষ্টিতে কেবল চিত্তের দিকেই চাহিয়া থাকে, কৃষ্ণনামের উদয়ে চিত্তে যে অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই আনন্দ

কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধুমুখে জানি।
নামের মাধুরী ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥ ৯০
তবে মহাপ্রভু দোঁহা করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্র করিলা গমন ॥ ৯১
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদির সাথ ॥ ৯২
সভা মেলি চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সভারে লাগিলা কহিতে ॥ ৯৩
দুই শ্লোক শুনি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উপভোগ করিবার জন্য লালসান্বিত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বোধহয় তখন চিত্তরূপে পরিণত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকে। বস্তুতঃ কৃষ্ণ-নামামৃত একটী ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইলেই স্বীয় মাধুর্য্যের রসে সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই প্লাবিত করিয়া ফেলে। "একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ। আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈর্নিজৈঃ॥ বৃহদ্ভাগবতামৃত। ২।৩।১৬২॥" নদীতে যখন বন্যার আবির্ভাব হয়, তখন সমস্ত জলা-নালা-বিল যেমন জলপ্লাবনে ভাসিয়া একাকার হইয়া যায়, তাহাদের কোনওটীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই যেমন তখন আর লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ চিত্তে যখন নামরসের বন্যা উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তদ্দ্বারা সংপ্লাবিত হইয়া যায়, কোনও ইন্দ্রিয়েরই তখন স্বতন্ত্র ক্রিয়ার অস্তিত্ব থাকে না। এমনই অপরূপ কৃষ্ণ-নামের মাধুর্য্য! মনের নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াই চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হয়; কিন্তু মন যখন নামামৃত পানে তন্ময় হইয়া থাকে, তখন ইন্দ্রিয়গণকে প্রেরণা যোগাইবার অবকাশও তাহার আর থাকে না, স্মৃতিও থাকে না। তাই ইন্দ্রিয়গণ আপনাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে না, তাহাদের ক্রিয়াশীলতা স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। 'কৃষ্ণ' এই অক্ষর যে কি অদ্ভুত অমৃত-দ্বারা রচিত, তাহা বলিতে পারি না। ইক্ষু যতই চর্ব্বণ করিবে, ততই তাহার রসের ভাগ কমিয়া যাইবে; কিন্তু এই 'কৃষ্ণ'-নামটী যতই চর্ব্বণ (উচ্চারণ) করিবে, ততই ইহার রস ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহা অসমোর্দ্ধ রস-মাধুর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। পৌর্ণমাসী এইরূপে কৃষ্ণ-নামের মাধুর্য্য বর্ণনা করিলেন।

পদকর্ত্তা-যদুনন্দন-দাস ঠাকুর "তুণ্ডে-তাণ্ডবিনী" শ্লোকটীর যে অনুবাদ করিয়াছেন, ভক্তবৃন্দের আস্বাদনের জন্য তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম, আরতি বাড়ায় অতিশয়। নাম-সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া, অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥ কি কহব নামের মাধুরী। কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানি গড়িল ইহা, কৃষ্ণ এই দু' আখর করি॥ ধ্রু॥ আপন মাধুরী-গুণে, আনন্দ বাড়ায় কানে, তাতে কালে অঙ্কুর জনমে। বাঞ্ছা হয় লক্ষ কান, যবে হয় তবে নাম, মাধুরী করিবে আস্বাদনে॥ কৃষ্ণ দু' আখর দেখি, জুড়ায় তপত আঁখি, অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়। যদি হয় কোটী আঁখি, তবে কৃষ্ণরূপ দেখি, নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥ চিত্তে কৃষ্ণ-নাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ। সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন, নামে করে প্রেম উনমাদ॥ যে কানে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম, সব ভাব করয়ে উদয়। সকল মাধুর্য্যস্থান, সব রস কৃষ্ণনাম, এ যদুনন্দন দাস কয়॥"

৯০। শ্লোকটী শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—"শাস্ত্রে এবং সাধুমুখে কৃষ্ণনামের মহিমা অনেক শুনিয়াছি; কিন্তু, এই শ্লোকটীতে নামের যে মাধুর্য্য ব্যক্ত করা হইয়াছে, এরূপ মাধুর্য্যের কথা আর কখনও কোনও শাস্ত্রেও দেখি নাই, কোনও সাধুর মুখেও শুনি নাই।"

বাস্তবিক, এই "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকটীর মত কৃষ্ণ-নামের মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক শ্লোক বোধ হয় আর নাই।

৯৪। **দুই শ্লোক**—"প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" এই শ্লোক দুইটী। **হঞা পঞ্চমুখ**—নানা-প্রকারে; পাঁচ মুখে বলিলে যেমন হয়, তেমন বেশী পরিমাণে। **নিজ ভক্তের**—নিজের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপের।

সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দোঁহায় লাগিলা কহিতে ॥ ৯৫
ঈশ্বরস্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা 'বহু' মানে, আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥ ৯৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (২।১।৬৮)

ভৃত্যস্ত পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্ ॥ ১২

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুইজন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কৈল চরণ-বন্দন ॥ ৯৭

ভক্তসঙ্গে কৈল প্রভু দোঁহাকে মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ৯৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভৃত্যস্যেতি। স্যমন্তকং গৃহীত্বা কাশ্যাং গতমক্রূরম্ প্রতি শ্রীমদুদ্ধবস্য বর্ণদ্ভুতঃ। পিশুনৌ খলসূচকাবিত্যমরঃ। শ্রীজীব। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৫। **সার্ব্বভৌম-রামানন্দে**—বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রায় রামানন্দের নিকটে শ্রীরূপের গুণ কহিতে লাগিলেন।

পরীক্ষা করিতে—উক্ত শ্লোক-দুইটী সার্ব্বভৌম ও রামানন্দদ্বারা পরীক্ষা করাইবার উদ্দেশ্যে।

৯৬। **ঈশ্বর-স্বভাব**—ঈশ্বরের স্বভাবই এইরূপ যে। **ভক্তের না লয় অপরাধ**—ভক্ত কোন অপরাধ করিলেও ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করেন না অর্থাৎ ঈশ্বর তাহা শোধরাইয়া নেন, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ শাস্তি করেন না। **অল্পসেবা বহু মানে**—ভক্ত যদি সামান্য মাত্র সেবাও করেন, তথাপি ভক্তবৎসল ভগবান্ ঐ অল্পসেবাই অত্যন্ত অধিক সেবা বলিয়া গ্রহণ করেন। **আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ**—ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকটে নিজেকে পর্য্যন্ত দান করেন। যদি কেহ তাঁহার চরণে একপত্র তুলসী দেন, অথবা এক বিন্দু জল দেন, তাহা হইলেও শ্রীভগবান্ সেই ভক্তের নিকটে আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকেন। "তুলসী-দল-মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥"

শ্রীরূপকৃত দুইটীমাত্র শ্লোক দেখিয়াই প্রভুর আনন্দাধিক্যের হেতুরূপে এই পয়ার বলা হইয়াছে।

শ্লো। ১২। অন্বয়। নির্ম্মলমতিঃ (নির্ম্মল-মতি) অয়ং (এই) পুরুষোত্তমঃ (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ) শীলেন (স্বীয় স্বভাববশতঃই) ভৃত্যস্য (সেবকের) গুরূন্ (গুরুতর) অপরাধান্ (অপরাধসমূহ) অপি (ও) ন পশ্যতি (দেখেন না); কৃতাং (সেবক কৃত) মনাক্ (অল্প) সেবাম্ (সেবাকে) অপি (ও) বহুধা (অধিক করিয়া) অভ্যুপৈতি (গ্রহণ করেন), পিশুনেষু (দুর্জ্জনেতে) অপি (ও) অভ্যসূয়াং (অসূয়া) ন আবিষ্করোতি (প্রকাশ করেন না)।

অনুবাদ। নির্ম্মলমতি এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বভাবগুণেই সেবকের গুরুতর অপরাধ হইলেও তৎপ্রতি দৃক্পাত করেন না, প্রত্যুত সেবকের অল্পসেবাকেও অধিক বলিয়া গ্রহণ করেন; এবং দুর্জ্জনের প্রতিও তিনি কোনওরূপ অসূয়া প্রকাশ করেন না। ১২

এই শ্লোকের "পুরুষোত্তমোঽয়ং"-স্থলে "কমলেক্ষণোঽয়ম্"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; কমলেক্ষণঃ—কমল-নয়ন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৭। **দুইজন**—শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস।

৯৮। **ভক্তসঙ্গে ইত্যাদি**—প্রভু কৃপা করিয়া ভক্তগণের সহিত শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাসের মিলন করাইয়া দিলেন। **পিণ্ডা**—শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাসের বাসাঘরের পিণ্ডা; উচ্চ ভিটী।

রূপ হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সভার আগ্রহে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে॥ ৯৯
'পূর্ব্ব শ্লোক পঢ় রূপ!' প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পঢ়ে রূপ—মৌন ধরিল॥ ১০০
স্বরূপগোসাঞি তবে সেই শ্লোক পঢ়িল।
শুনি সভাকার চিত্তে চমৎকার হৈল॥ ১০১

তথাহি পদ্যাবল্যাং (৩৮৭)
শ্রীরূপগোস্বামিকৃতঃ শ্লোকঃ—
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥ ১৩

রায় ভট্টাচার্য্য কহে তোমার প্রসাদ বিনে।
তোঁমার হৃদয় এই জানিল কেমনে?॥ ১০২
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিল সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৯। ভক্তগণসহ প্রভু পিণ্ডার উপরে বসিলেন; রূপ ও হরিদাস দৈন্যবশতঃ পিণ্ডার নীচে বসিলেন।

সভার আগ্রহে—পিণ্ডার উপরে উঠিয়া বসিবার নিমিত্ত সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিলেও তাঁহারা উপরে উঠিলেন না, নীচেই বসিলেন।

১০০। **পূর্ব্বশ্লোক**—প্রিয়ঃ সোঽয়ং ইত্যাদি শ্লোক। এই শ্লোকটী পড়িয়া সকলকে শুনাইবার নিমিত্ত প্রভু শ্রীরূপকে আদেশ করিলেন। কিন্তু লজ্জাবশতঃ শ্রীরূপ তাহা পড়িতে পারিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। **মৌন ধরিল**—চুপ করিয়া রহিলেন।

১০১। **তবে**—শ্রীরূপ লজ্জাবশতঃ না পড়ায়।

সেই শ্লোক—প্রিয়ঃ সোঽয়ং শ্লোক।

পূর্ব্বদিন প্রভু স্বরূপকে এই শ্লোকটী দেখাইয়াছিলেন; তাই স্বরূপ তাহা জানিতেন বলিয়া, শ্রীরূপ এখন না পড়ায়, পড়িলেন।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০২। **রায় ভট্টাচার্য্য**—রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। কোনও কোনও গ্রন্থে "ভট্টাচার্য্য" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। **প্রসাদ বিনে**—কৃপা ব্যতীত। **এই**—শ্রীরূপ। রামানন্দ রায় এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "প্রভু, এই প্রিয়ঃ সোঽয়ং-শ্লোকে শ্রীরূপ তোমার চিত্তের গোপনীয় ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। তুমি ইঁহাকে কৃপা করিয়াছ বলিয়াই ইনি তোমার মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন; নচেৎ কিরূপে জানিবেন?"

১০৩। **আমাতে** ইত্যাদি—এই পয়ার ও পরবর্ত্তী পয়ার রায়-রামানন্দের উক্তি। তিনি প্রভুকে বলিলেন—"ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে সমস্ত সিদ্ধান্তের অন্ত জানেন না, পূর্ব্বে গোদাবরীতীরে আমা-হেন ক্ষুদ্র জীবে তুমি সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত, তোমার কৃপা-শক্তি-প্রভাবে, সঞ্চারিত করিয়া আমারই মুখে আবার প্রকাশ করাইয়াছ। তোমার কৃপা না পাইলে সে সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। সেই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, শ্রীরূপ যে তোমার মনোভাব শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কেবল তোমারই কৃপায়। তোমার কৃপা ব্যতীত কেহই তোমার মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ নহে।"

আমাতে—রায় রামানন্দে। **সঞ্চারি**—শক্তি বা সিদ্ধান্ত সঞ্চার করিয়া। "সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্ত-মেঘে" ইত্যাদি মধ্য ৮ম পঃ ১ম শ্লোক। **পূর্ব্বে**—গোদাবরী-তীরে, মধ্যের ৮ম পঃ এই বিষয় বর্ণিত আছে। **যে সব সিদ্ধান্তের** ইত্যাদি—অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়া ব্রহ্মাও যে সব সিদ্ধান্ত জানেন না।

তাতে জানি, পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ।
তাহা-বিনু নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ॥ ১০৪
প্রভু কহে—কহ রূপ! নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখশোক॥১০৫
বার বার প্রভু যদি তারে আজ্ঞা দিল।
তবে সেই শ্লোক রূপ গোসাঞি কহিল॥ ১০৬

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—(১।৩৩)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥ ১৪

যত ভক্তবৃন্দ, আর রামানন্দরায়।
শ্লোক শুনি সভার হৈল আনন্দবিস্ময়॥ ১০৭
সভে কহে—নামমহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহো নাহি বর্ণে আর॥ ১০৮
রায় কহে—কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি॥ ১০৯
স্বরূপ কহে—কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে॥ ১১০
আরম্ভিয়াছিলা, এবে প্রভুর আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছে বিভাগ করিয়া॥ ১১১
বিদগ্ধমাধব, আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্‌ভুত সব॥ ১১২
রায় কহে—নান্দীশ্লোক পঢ় দেখি শুনি।
শ্রীরূপ শ্লোক পঢ়ে প্রভুর আজ্ঞা মানি॥ ১১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৪। **পাঞাছে প্রসাদ**—শ্রীরূপ তোমার কৃপা লাভ করিয়াছে। **হৃদয়ের অনুবাদ**—মনের ভাব জানা।

১০৫। **কহ রূপ**—শ্রীরূপ, তুমি বল।

নাটকের শ্লোক—যে নাটক (বিদগ্ধমাধব) তুমি সে দিন লিখিতেছিলে, সেই নাটকের সেই (তুণ্ডে তাণ্ডবিনী) শ্লোকটী।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ৩।১।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০৭। "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী"-শ্লোক শুনিয়া রামানন্দ রায় ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। শ্লোকে কৃষ্ণনামের মাধুর্য্যের বর্ণনা শুনিয়া আনন্দিত এবং শ্রীরূপ কিরূপে এমন চমৎকার শ্লোক-রচনা করিলেন, ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন।

১০৯। **রায় কহে** ইত্যাদি—রামানন্দ রায় শ্রীরূপকে বলিলেন, "সম্ভবতঃ তুমি কোনও গ্রন্থরচনা করিতেছ; সেই গ্রন্থেই বোধ হয় অপূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত-সূচক এই শ্লোক লিখিয়াছ।" **কোন গ্রন্থ কর হেন জানি**—বোধ হয় কোনও গ্রন্থ-রচনা করিতেছ। **যাহার ভিতরে**—যে গ্রন্থের মধ্যে। **সিদ্ধান্তের খনি**—সিদ্ধান্তের আকর; সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল উৎস। কোন কোন গ্রন্থে "সিদ্ধান্ত অঙ্গ গণি" পাঠ আছে।

১১২। **বিদগ্ধ-মাধব**—ব্রজলীলা-সম্বন্ধীয় নাটকের নাম।

ললিত-মাধব—পুরলীলা-সম্বন্ধীয় নাটকের নাম।

১১৩। **নান্দী-শ্লোক**—নান্দী সম্বন্ধীয় শ্লোক। নান্দী-শব্দের অর্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১।৩০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

রামানন্দরায় শ্রীরূপ-লিখিত নাটকের মঙ্গলাচরণরূপ নান্দী-শ্লোক শুনিতে ইচ্ছা করিলে প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া শ্রীরূপ নিম্নোদ্ধৃত "সুধানাং" ইত্যাদি বিদগ্ধ-মাধবের নান্দীশ্লোক পাঠ করিলেন।

প্রভুর আজ্ঞা মানি—পূর্ব্বে "কহ রূপ! নাটকের শ্লোক" বলিয়া প্রভু যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—(১।১)—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী ॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সুধানামিতি। হরিলীলারূপা শিখরিণী রসালা রোমাবল্যাং শিখরিণীরসালাবৃত্তিভেদয়োরিতি। তৃষ্ণাং কিদৃশীং সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সন্তাপানাং আধ্যাত্মিকাদীনাং উদ্গমো যস্যাং এবম্ভূতা যা সমন্তাদ্বিষমা দেব-নর-স্থাবরত্ব-প্রাপকলক্ষণা সংসাররূপা সরণিঃ পন্থাঃ তৎপ্রণীতাং তৎপর্য্যটনজনিতামিত্যর্থঃ। হরিলীলাশিখরিণী কিদৃশী চন্দ্রসম্বন্ধিনীনাং সুধানাং মধুরিম্না হেতুনা য উন্মাদঃ অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্যশালীতি যোঽহঙ্কারস্তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা পুনঃ কথম্ভূতো রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারঃ কর্পূরস্তেন সুরভিতাং সৌগন্ধ্যং পক্ষে মনোহারিতাম্ দধানা সুগন্ধৌ চ মনোজ্ঞে চ বাচবৎ সুরভিঃ স্মৃতা ইতি পাঠঃ। চক্রবর্ত্তী। ১৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। চান্দ্রীণাং (চন্দ্রসম্বন্ধীয়—চন্দ্রের) সুধানাম্ অপি (সুধারও) মধুরিমোন্মাদ-দমনী (মাধুর্য্য-গর্ব্বের খর্ব্বতা-সাধিকা) রাধাদি-প্রণয়-ঘনসারৈঃ (শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ কর্পূরদ্বারা) সুরভিতাম্ (সৌগন্ধ্য) দধানা (ধারণকারিণী) হরিলীলা-শিখরিণী (হরিলীলারূপ শিখরিণী) সমন্তাৎ (সর্ব্বদিকে—সর্ব্বতোভাবে) সন্তাপোদ্গম-বিষম-সংসারসরণী-প্রণীতাং (আধ্যাত্মিকাদি-ত্রিবিধ-তাপের উদ্গমকারি-সংসার-পদবী-ভ্রমণজনিতা) তে (তোমার) তৃষ্ণাম্ (তৃষ্ণাকে—বিবিধ বাসনাকে) হরতু (হরণ করুক)।

অনুবাদ। যে হরি-লীলা-শিখরিণী চন্দ্রসুধার মাধুর্য্য-গর্ব্বেরও খর্ব্বতা-সাধিকা এবং যাহা শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ কর্পূরদ্বারা সুগন্ধ-যুক্তা, তাহা—নিরন্তর (সর্ব্বতোভাবে) আধ্যাত্মিকাদি-ত্রিবিধ তাপের উদ্গমকারি-সংসার-পদবী-ভ্রমণ জনিত—তোমার তৃষ্ণাকে (বিবিধ বাসনাকে) হরণ করুক। ১৫

হরিলীলা-শিখরিণী—যিনি সকল-সন্তাপ হরণ করেন এবং যিনি প্রেমদান করিয়া মনঃ-প্রাণ হরণ করেন, সেই শ্রীহরির লীলারূপ শিখরিণী (রসালা)। দধি, দুগ্ধ, চিনি, এলাচি, লবঙ্গ, মরিচ ও কর্পূরাদি যোগে প্রস্তুত উপাদেয় বস্তুবিশেষের নাম শিখরিণী বা রসালা। ইহা অত্যন্ত সুস্বাদ, স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে শিখরিণী সদৃশী বলা হইয়াছে। শিখরিণী যেমন তৃষ্ণার্ত্ত লোকের তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থা, শ্রীহরির লীলাও স্বীয় গুণে সংসারাবদ্ধ-জীবের বিবিধ দুর্ব্বাসনা—যাহা নানা যোনি ভ্রমণ করিলেও নির্ব্বাপিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, তাদৃশী বাসনাকে—সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করিতে সমর্থা। শিখরিণী যেমন শরীরের ও মনের স্নিগ্ধতা বিধান করে, শ্রীহরির লীলাকথাও জীবের ত্রিতাপজ্বালা দূরীভূত করিয়া মনঃপ্রাণের স্নিগ্ধতা বিধান করে। সংসারাবদ্ধ জীব যে সমস্ত প্রাকৃত বস্তুকে অত্যন্ত মধুর ও উপাদেয় মনে করিয়া তৎসমস্তে তন্ময় হইয়া আছে, শ্রীহরির লীলা স্বীয় মাধুর্য্যগুণে তৎসমস্তের মাধুর্য্যের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করাইয়া থাকে—শিখরিণী যেমন স্বীয় স্বাদুতা ও সুগন্ধদ্বারা অন্য বস্তুর বাসনাকে দূর করিয়া দেয়।

মধুরিমোন্মাদ-দমনী—মধুরিমা (মাধুর্য্য) আছে বলিয়া যে উন্মাদ বা উন্মত্ততা—আমারই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য আছে, এইরূপ যে অহঙ্কার—তাহারও দমনী (দমনে সমর্থা) যে হরিলীলা-শিখরিণী, তাহা। চন্দ্রের সুধার অত্যন্ত মাধুর্য্য আছে, চন্দ্রের সুধা অপেক্ষা অধিকতর মাধুর্য্যময় বস্তু আছে বলিয়া সাধারণ লোক জানে না; তাই এই সুধার যেন একটা অহঙ্কার আছে যে, তাহার তুল্য মধুর আর কিছুই নাই; কিন্তু হরিলীলারূপ শিখরিণীর মাধুর্য্য চন্দ্রসুধার এই মাধুর্য্যগর্ব্বকেও সর্ব্বতোভাবে খর্ব্ব করিয়াছে; হরিলীলা-শিখরিণীর মাধুর্য্যের তুলনায় চন্দ্রসুধার মাধুর্য্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। **রাধাদি-প্রণয়-ঘনসারৈঃ** সুরভিতাং দধানা—শ্রীরাধিকাদি

রায় কহে—কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ ১১৪
প্রভু কহে—কহ, কেনে কর সঙ্কোচ-লাজে ?।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে ॥ ১১৫
তবে রূপগোসাঞি যদি শ্লোক পঢ়িল।
শুনি প্রভু কহে—এই অতিস্তুতি শুনিল ॥ ১১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রজসুন্দরীগণের প্রণয়রূপ যে ঘনসার (কর্পূর) তদ্দ্বারা সুগন্ধযুক্ত যে হরিলীলা-শিখরিণী, তাহা। কর্পূরের সুগন্ধে যেমন শিখরিণীর মনোহারিতা ও লোভনীয়তা বৰ্দ্ধিত হয়, ব্রজসুন্দরীদিগের নির্ম্মল-প্রৌঢ় প্রেমের কাহিনীও তদ্রূপ শ্রীহরির লীলাকে অত্যন্ত মনোহারিণী ও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। অর্থাৎ শ্রীহরির লীলায় শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরী-দিগের প্রেমের কথা আছে বলিয়াই তাহা অত্যন্ত আস্বাদ্য ও লোভনীয় হইয়া থাকে। **সন্তাপোদ্গম-বিষম-সংসার-সরণী-প্রণীতাম্**—চিত্তকে সম্যক্‌রূপে তাপিত করে যাহা, তাদৃশ সন্তাপ-সমূহের (আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের) উদ্‌গম (উদ্ভব) হয় যাহাতে, সেই বিষম (উচ্চনীচ—দেবত্ব-নরত্বাদি উচ্চ যোনি, স্থাবরত্বাদি নীচ যোনি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে যাহাতে, তাদৃশ) সংসাররূপ যে সরণি (পন্থা) তাহাতে প্রণীতা (তাহাতে ভ্রমণজনিতা—ত্রিতাপজ্বালাময় সংসারে কর্ম্মফল-অনুসারে কখনও বা দেবযোনিতে, কখনও বা নরযোনিতে, কখনও বা পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি-যোনিতে, আবার কখনও বা স্থাবরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া করিয়া বিভিন্নযোনির উপযোগিনী যে সমস্ত বিভিন্ন ভোগবাসনা সংসারাবদ্ধ জীবের চিত্তে অতৃপ্ত অবস্থায় পুঞ্জীভূত হইয়াছে, সেই সমস্ত) **তৃষ্ণাং**—অতৃপ্ত-ভোগবাসনাকে হরিলীলা শিখরিণী **হরতু**—হরণ করুক।

"সুধানাং চান্দ্রীণামিত্যাদি" শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। প্রখর সূর্য্য-কিরণের মধ্যে অসম-পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে করিতে, ক্লান্তি-বশতঃ লোকের যেমন তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তদ্রূপ সংসারাবদ্ধ জীবও নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে, কখনও বা স্বর্গে, আবার কখনও বা নরকে যাতায়াত করিতে করিতে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই নান্দীশ্লোকে, এই সমস্ত জীবের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ-শিখরিণী—মাধুর্য্যে যাহা চন্দ্রের সুধাকেও পরাজিত করে এবং যাহা শ্রীরাধিকাদির প্রৌঢ় প্রেমরূপ কর্পূর-দ্বারা সুবাসিত, সেই স্নিগ্ধ সুশীতল শিখরিণী—সংসার-তাপ-দগ্ধ জীবগণের তৃষ্ণা দূর করুক, ক্লান্তি দূর করুক। দধি-আদিদ্বারা প্রস্তুত শিখরিণী অত্যন্ত স্বাদু, সুগন্ধি ও সুশীতল ; পান করা মাত্রেই তৃষ্ণাদি দূরীভূত হয়, শরীর স্নিগ্ধ ও সুশীতল হয়। শ্লোকটীর ধ্বনি এই যে, এই শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে শ্রীরাধামদনগোপালের উন্নত-উজ্জ্বল-রস-সম্বন্ধীয় লীলা বর্ণিত হইতেছে। এই সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী লীলার কথা শুনিবার জন্য সকলের যেন আগ্রহ হয় এবং এই কথা শুনিয়া সংসারাবদ্ধ-জীবের সাংসার-বাসনা যেন দূরীভূত হয়। ইহাই শ্রীলীলার নিকটে গ্রন্থকারের প্রার্থনা। এই শ্লোকে আশীর্ব্বাদ-ব্যপদেশে বস্তুনির্দ্দেশও করা হইল ; শ্রীরাধামদনগোপালের লীলাই গ্রন্থে বর্ণনীয় বস্তু।

১১৪। রায় কহে ইত্যাদি—আশীর্ব্বাদ-বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ শুনিয়া রামানন্দ রায় ইষ্টদেবের বন্দনরূপ মঙ্গলাচরণ-শ্লোক শুনিতে ইচ্ছা করিলেন।

প্রভুর সঙ্কোচে ইত্যাদি—ইষ্টদেবের বন্দন-রূপ মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সম্বন্ধেই বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই শ্রীরূপও মহাপ্রভুর সাক্ষাতে তাহা পড়িতে একটু সঙ্কোচিত হইতেছেন।

১১৫। শ্রীরূপের সঙ্কোচ দেখিয়া প্রভু বলিলেন—"কেন তুমি লজ্জা ও সঙ্কোচ করিতেছ ? বৈষ্ণবদিগকে তোমার গ্রন্থের কথা শুনাও।"

১১৬। শ্লোক পড়িল—নিম্নোদ্ধৃত "অনর্পিতচরীং" শ্লোক পড়িলেন। এই শ্লোকটীই ইষ্ট-বন্দন-রূপ মঙ্গলাচরণ।

অতি স্তুতি—প্রভু নিজের বন্দনাসূচক শ্লোক শুনিয়া সঙ্কোচ ও দৈন্য বশতঃ বলিলেন, "এই শ্লোকে আমার অতিরিক্ত স্তুতি করা হইয়াছে।" এই শ্লোকটীতেও ইষ্টবন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদ আছে। "যাহা বহুকাল

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৬

সবভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া—।
কৃতার্থ করিলা এই শ্লোক শুনাইয়া ॥ ১১৭

রায় কহে—কোন্ আমুখে পাত্র সন্নিধান ?।
রূপ কহে—কালসাম্যে 'প্রবর্ত্তক'-নাম ॥১১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাবৎ কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, সেই উন্নত-উজ্জ্বল-ব্রজ-রস-সমন্বিত স্বীয় ভক্তি-সম্পত্তি সকলকে সম্যক্‌রূপে বিতরণ করার উদ্দেশ্যে যিনি জীবের প্রতি কৃপা-বশতঃ কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই স্বর্ণ-দ্যুতি-সমুজ্জ্বল শচীনন্দন হরি, সকলের চিত্তে স্ফুরিত হউক।" ইহাই সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদ—শ্রীশচীনন্দনের চরণে গ্রন্থকারের প্রার্থনা, শ্রীশচীনন্দন যেন সকলের চিত্তেই স্ফুরিত হয়েন।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১১৮। রায় কহে—রামানন্দ রায় বলিলেন। **আমুখ—**প্রস্তাবনা। **পূর্ব্ববর্ত্তী** ৩।১।৬৫ পয়ারের টীকায় প্রস্তাবনার লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **পাত্র**—নাট্যোক্ত ব্যক্তি। একজন অভিনেতা হয়ত পৌর্ণমাসী-দেবী সাজিয়া রঙ্গস্থলে (নাটক অভিনয়ের স্থলে) উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি কে, চিনিতে না পারিয়া কোনও দর্শক তাহার পার্শ্বস্থ দর্শককে যদি জিজ্ঞাসা করেন—"এই যে রঙ্গস্থলে আসিলেন, এই পাত্রটী কে ?" উত্তর—"পাত্রটী শ্রীপৌর্ণমাসী-দেবী"। অভিনেতা, যাহার সাজে সাজিয়া, যাহার অনুরূপ কার্য্যাদি করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চে আসেন, তাহাকে পাত্র বলে। অভিনেতাকে পাত্র বলে না, অভিনেতার অনুকার্য্যকেই (অভিনেতা যাহার বেশ-ভূষা কার্য্য-কলাপের অনুকরণ করে তাহাকেই) পাত্র বলে। **সন্নিধান**—অভিনয়স্থলে প্রবেশ (আগমন)। **কোন্ আমুখে পাত্র সন্নিধান**—কিরূপ প্রস্তাবনা উপলক্ষ্যে তোমার নাটকের পাত্র সর্ব্বপ্রথমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন ? **কালসাম্যে**—তুল্য-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট সময়-বর্ণনাপ্রসঙ্গে। **প্রবর্ত্তক**—সময়-বর্ণনাপ্রসঙ্গে আকৃষ্ট হইয়া রঙ্গস্থলে পাত্রের যে প্রবেশ, তাহাকে প্রবর্ত্তক বলে।

শ্রীরূপ বলিলেন, "সময়-বর্ণনা-প্রসঙ্গে আকৃষ্ট হইয়াই পাত্র সর্ব্বপ্রথমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন।" "সোঽয়ং বসন্ত-সময়ঃ" ইত্যাদি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি পড়িয়া শ্রীরূপ তাঁহার উক্তির প্রমাণ দিলেন।

প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল, নাটক-অভিনয়ের আরম্ভে নাটক-লিখকের বেশ ধরিয়া জনৈক অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া নান্দী-মঙ্গলাচরণাদি পাঠ করিতেন। ইঁহাকে সূত্রধার বলা হইত। (এই বিদগ্ধ-মাধব-নাটকে শ্রীরূপ-গোস্বামীই সূত্রধার)। কিঞ্চিৎ পরে সূত্রধারের জনৈক শিষ্যরূপ নট আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন, ইঁহাকে পারিপার্শ্বিক বলা হইত। তখন উভয়ের মধ্যে নাটক-খানা-সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা হইত; এই কথা-বার্ত্তার মধ্যেই গ্রন্থকাররূপ সূত্রধার নাটকের লিপি-কৌশলাদির ত্রুটীর কথা উল্লেখ করিয়া নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিতেন, অন্যান্য উপায়ে অভিনয়ের প্রতি শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন, অভিনয়ের বিষয়টীও জ্ঞাপন করিতেন। পাত্রদের সাজসজ্জা শেষ হইয়াছে কিনা, সে সংবাদ পারিপার্শ্বিক জানাইতেন। সমস্ত ঠিক ঠাক হইয়াছে জানিতে পারিলে, সূত্রধার এমন একটী বিষয়ের উল্লেখ করেন, যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া নাট্যোলিখিত পাত্রগণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে পারে। বাস্তবিক, যে দৃশ্যে প্রকৃত অভিনয়ের আরম্ভ, সূত্রধার সেই দৃশ্যটীই এই সময়ে বর্ণনা করেন। তখন হইতেই প্রকৃত নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। সূত্রধারকৃত মঙ্গলাচরণের পরের এবং পাত্র-প্রবেশের পূর্ব্বের সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথনকে প্রস্তাবনা বা আমুখ বলে। আজকালকার অভিনয়ে মঙ্গলাচরণ ও প্রস্তাবনা থাকে না।

যাহা হউক, বিদগ্ধমাধব-নাটকে অভিনেতাদের বেশ-ভূষাদি সমস্ত ঠিক হইয়াছে জানিয়া অভিনয়সূচনার নিমিত্ত যে শ্লোকটী সূত্রধার বলিলেন, তাহা শুনিলে একটী বসন্তকালের পৌর্ণমাসী-রজনীর দৃশ্যই শ্রোতাদের চিত্তে স্ফুরিত হয়।

তথাহি নাটকচন্দ্রিকায়াম্ (৯২)—

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ॥ ১৭

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।১৭)—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগম্।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী॥ ১৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আক্ষিপ্ত ইতি। কালসাম্যেন আক্ষিপ্তঃ আক্ষেপলব্ধঃ প্রবেশঃ প্রবর্ত্তকঃ নাম স্যাদিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ১৭

তস্যা রজন্যা ঈশ্বরং চন্দ্রং তং প্রসিদ্ধমীশ্বরং কৃষ্ণঞ্চ উপোঢ়ঃ প্রাপ্তঃ নবোঽনুগতো রাগো রক্তিমা যেন কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং গূঢ়া অস্পষ্টাঃ গ্রহাঃ নবগ্রহাঃ যস্যাং সা পক্ষে গূঢ়ো গ্রহ আগ্রহো যস্যাঃ সা রুচিং বাতিগৃহ্নাতি ইতি তয়া শোভনয়া রাধয়া বিশাখানক্ষত্রেণ। কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং রাধা বিশাখা ইত্যমরঃ। প্রতিবৈশাখপূর্ণিমায়াং প্রায়ো বিশাখানক্ষত্রস্য সম্ভবাৎ। রঙ্গায় শোভনার্থং কৌতুকরহস্যমাবিষ্কর্ত্তুঞ্চ পৌর্ণমাসী তিথিঃ ভগবতী চ। চক্রবর্ত্তী। ১৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সূত্রধার পারিপার্শ্বিককে বলিলেন, "দেখ দেখ, সেই বসন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইল, যে সময়ে নিশাকালে, নবরাগরঞ্জিত নাথকে সুশোভিত করিবার নিমিত্ত রাধার (অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্রের) সহিত পৌর্ণমাসী আসিয়া উপস্থিত হইল।"

শ্লো। ১৭। অন্বয়। কালসাম্যেন (সমধর্ম্মবিশিষ্ট-সময়-বর্ণনা-প্রসঙ্গে) আক্ষিপ্তঃ (আকৃষ্ট) প্রবেশঃ (নাট্যোক্ত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশ) প্রবর্ত্তকঃ (প্রবর্ত্তক) স্যাৎ (হয়)।

অনুবাদ। সমধর্ম্মবিশিষ্ট-সময়-বর্ণনা প্রসঙ্গে আকৃষ্ট হইয়া নাট্যোক্ত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশের নাম প্রবর্ত্তক। ১৭

১১৮-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক। কিরূপে কালসাম্য হইল, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। সঃ (সেই) অয়ং (এই) বসন্তসময়ঃ (বসন্তকাল) সমিয়ায় (সমাগত হইয়াছে), যস্মিন্ (যাহাতে—যে বসন্ত-সময়ে) গূঢ়গ্রহা (গুপ্তগ্রহা) অসৌ (এই) পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমা-তিথি) উপোঢ়-নবানুরাগং (প্রাপ্ত-নব-রক্তিমবর্ণ) পূর্ণং (পূর্ণ) তমীশ্বরং (নিশানাথ-চন্দ্রকে) রুচিরয়া (শোভাসম্পন্না) রাধয়া সহ (বিশাখা-নক্ষত্রের সহিত) রঙ্গায় (শোভার নিমিত্ত) নিশি (রাত্রিকালে) সঙ্গময়িতা (মিলিত করিবেন)।

শ্লেষপক্ষে অন্বয়। সঃ (সেই) অয়ং (এই) বসন্ত-সময়ঃ (বসন্তকাল) সমিয়ায় (সমাগত হইয়াছে) যস্মিন্ (যাহাতে—যে বসন্তকালে) গূঢ়গ্রহা (গূঢ়-আগ্রহবতী) পৌর্ণমাসী (ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী) উপোঢ়-নবানুরাগং (প্রাপ্ত-নবানুরাগ) পূর্ণং (ও পূর্ণ) তম্ (সেই) ঈশ্বরং (ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে) রুচিরয়া (শোভাবতী) রাধয়া সহ (শ্রীরাধার সহিত) রঙ্গায় (কৌতুক-রহস্য-আবিষ্কারের নিমিত্ত) নিশি (রাত্রিকালে) সঙ্গময়িতা (মিলিত করিবেন)।

অনুবাদ। সেই এই বসন্ত-সময় সমাগত, যখন গুপ্তগ্রহা (যাহাতে নবগ্রহসমূহ অস্পষ্ট—পূর্ণচন্দ্রের তীব্র জ্যোৎস্নায় স্তিমিত—হইয়া থাকে, তাদৃশী) এই পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমাতিথি) প্রাপ্ত-নব-রক্তিমবর্ণ ও পরিপূর্ণ নিশানাথকে (পূর্ণচন্দ্রকে) শোভাসম্পন্না বিশাখানক্ষত্রের সহিত—শোভার নিমিত্ত রাত্রিকালে সম্মিলিত করিবেন। ১৮

শ্লেষপক্ষে অনুবাদ। সেই এই বসন্ত-কাল সমাগত হইয়াছে, যে বসন্ত-সময়ে গূঢ়-আগ্রহবতী এই ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী প্রাপ্তনবানুরাগ ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে কৌতুক-রহস্য আবিষ্কারের নিমিত্ত—শোভাসম্পন্না শ্রীরাধার সহিত রাত্রিকালে সম্মিলিত করিবেন। ১৮

রায় কহে—প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি। | রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥ ১১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গূঢ়গ্রহা—(পূর্ণিমাতিথি পক্ষে) গূঢ় (গুপ্ত) থাকে গ্রহসমূহ (নবগ্রহ) যাহাতে, তাদৃশী; পূর্ণিমা-তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের তীব্র আলোকে, পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বলিয়া নয়টী গ্রহের কোনটীই স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না; কারণ, তাহাদের আলোক পূর্ণচন্দ্রের আলোক অপেক্ষা অনেক কম; তাই তাহারা যেন পূর্ণচন্দ্রের আলোকে ঢাকা পড়িয়া অস্পষ্ট হইয়া যায়; পূর্ণিমাতে গ্রহগণ এইরূপে অস্পষ্ট বা গূঢ় হইয়া থাকে বলিয়া পূর্ণিমাকে গূঢ়গ্রহা বলা হইয়াছে। **(পৌর্ণমাসীদেবী পক্ষে)**—গূঢ় আগ্রহ যাঁহার তাদৃশী; রঙ্গ-রহস্যের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করাইবার নিমিত্ত পৌর্ণমাসীদেবীর অন্তরে গোপনীয় আগ্রহ আছে; এই গোপনীয় আগ্রহকে লক্ষ্য করিয়াই দেবী পৌর্ণমাসীকে গূঢ়গ্রহা (গূঢ় আগ্রহবতী) বলা হইয়াছে। **পৌর্ণমাসী**—পূর্ণিমাতিথি; অথবা ভগবতী পৌর্ণমাসীদেবী—যিনি কৃষ্ণলীলার সহায়কারিণী। **উপোঢ়-নবানুরাগম্—(চন্দ্রপক্ষে)** উপোঢ় (প্রাপ্ত) হইয়াছে নব (নূতন) অনু (অনুগত) রাগ (রক্তিমা) যৎকর্তৃক, তাদৃশ; অনুগত সেবকের বা পার্ষদের ন্যায় যাহার চতুষ্পার্শ্বে নূতন রক্তিমা অবস্থান করিতেছে। পূর্ণিমা রাত্রিতে নির্ম্মল আকাশে যখন পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়, তখন তাহার চারিদিকে রক্তিমরাগ শোভা পায়; তাই পূর্ণচন্দ্রকে প্রাপ্তনবানুরাগ বলা হইয়াছে। **(কৃষ্ণপক্ষে)**—প্রাপ্ত-নবানুরাগ শ্রীরাধার প্রতি যাঁহার নব অনুরাগ সঞ্জাত হইয়াছে। **তমীশ্বরম্—(পূর্ণিমাপক্ষে)** তমীর (রাত্রির) ঈশ্বর (নাথ); নিশানাথ চন্দ্র। **(কৃষ্ণপক্ষে)**—তম্ ঈশ্বরম্—সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। **পূর্ণম্—(চন্দ্রপক্ষে)** পূর্ণচন্দ্র। **(কৃষ্ণপক্ষে)**—পূর্ণতম ভগবান্। **রাধয়া-সহ—(পূর্ণিমাপক্ষে)** বিশাখা-নক্ষত্রের সহিত; বিশাখা-নক্ষত্রের এক নাম রাধা। **(কৃষ্ণপক্ষে)**—শ্রীরাধার সহিত। **রঙ্গায়—(চন্দ্রপক্ষে)** শোভার নিমিত্ত। **(কৃষ্ণপক্ষে)**—কৌতুক-রহস্য আবিষ্কারের নিমিত্ত।

উক্ত শ্লোকটীর দুইটী অর্থ:—প্রথম অর্থ এই যে "বসন্ত-রজনী, পূর্ণিমা (পৌর্ণমাসী) তিথি, পূর্ব্ব গগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে; এদিকে বিশাখা নক্ষত্রও (বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম রাধা) উদিত হইয়া স্বীয়নাথ চন্দ্রের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।" কবি উৎপ্রেক্ষা করিয়া বলিতেছেন, "এই পূর্ণিমা (পৌর্ণমাসী) তিথিই যেন বিশাখাকে (রাধাকে) আনিয়া বিশাখা-নাথ-চন্দ্রের সহিত মিলিত করিয়াছে।" ইহাই সূত্রধারের কথিত শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ।

নেপথ্য হইতে ব্রজলীলার পৌর্ণমাসীদেবী সূত্রধারের ঐ কথা শুনিলেন। শ্লোকের পৌর্ণমাসী শব্দে সূত্রধার "পূর্ণিমা তিথিকে" লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আর "রাধা" শব্দে "বিশাখা নক্ষত্র"কে লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী শুনিয়া মনে করিলেন, সূত্রধার "পৌর্ণমাসী" শব্দে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং "রাধা"-শব্দে ভানু-নন্দিনীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী সূত্রধারের কথার এইরূপ (দ্বিতীয়) অর্থ বুঝিলেন:—"বসন্ত রজনীতে (রাধা)-নাথ শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক-বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া পৌর্ণমাসী দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।" পৌর্ণমাসীও বাস্তবিক সেই বসন্ত-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন-সংঘটনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সূত্রধারের কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"সূত্রধার, তুমি কিরূপে আমার মনের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইলে?" ইহা বলিয়াই তিনি রঙ্গমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইলেন; এদিকে সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক, পৌর্ণমাসীর আগমনের পূর্ব্বেই রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপে বিদগ্ধ-মাধবের পাত্রসন্নিবেশ হইল। পৌর্ণমাসীদেবী বসন্ত-রজনীতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; সূত্রধারও বসন্ত-রজনী সমাগতা বলিয়া বর্ণনা করিলেন; ইহাতেই কাল-সাম্য হইল। পৌর্ণমাসী দেবীর অভীষ্টকালের (বসন্ত-রজনীর) সঙ্গে সূত্রধার-বর্ণিত কালের (বসন্ত-রজনীর) ঐক্য আছে বলিয়া **কাল-সাম্য** হইল। এই কাল-সাম্যকে উপলক্ষ্য করিয়া পাত্র প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে **"প্রবর্ত্তক"** বলা হইয়াছে।

১১৯। প্ররোচনা—দেশ, কাল, কথা, বস্তু ও সভ্যাদির (শ্রোতাদের) প্রশংসাদ্বারা শ্রোতাদিগকে অভিনয়-

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (১।৫)—

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ সবল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভক্তানামিতি। তত্রাপি অনর্গলধিয়াং মায়ানাবৃতবুদ্ধীনাম্ ইতি সভ্যবৈশিষ্ট্যম্। শীলৈরিতি স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারৈঃ পল্লবিতঃ বিস্তারিতঃ এতেন কথাবৈশিষ্ট্যম্, বল্লববধূবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইতি বস্তুবৈশিষ্ট্যম্. লেভে চত্বরতামিতি বৃন্দাটবী তত্রাপি তদ্‌গর্ভভূ রাসপীঠরূপা ইতি দেশবৈশিষ্ট্যম্, কালবৈশিষ্ট্যন্তু বক্ষ্যতে "সোঽয়ং বসন্তসময়" ইত্যাদিনা। চক্রবর্তী। ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিষয়ে (প্ররোচিত) উন্মুখ করাকে প্ররোচনা বলে। "দেশ-কাল-কথা-বস্তু-সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া। শ্রোতৄণামুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা॥ —নাটকচন্দ্রিকা।" সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথনের মধ্যেই, পাত্র-সন্নিবেশের পূর্ব্বে, এই প্ররোচনা হইয়া থাকে। ইহাতে যে বিষয়টী অভিনীত হইবে, তাহার উল্লেখ থাকে, তাহার স্থান ও সময়ের উল্লেখ থাকে; এবং শ্রোতাদের প্রশংসা থাকে। শ্রোতাদের প্রশংসাদ্বারা সূত্রধারের প্রতি তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট করা হয়, তারপর কৌশলক্রমে অভিনয়ের বিষয়-স্থান-কালাদির প্রশংসাদ্বারা তৎপ্রতি শ্রোতাদিগকে উন্মুখ করা হয়।

নিম্নের "ভক্তানামুদগাদ্" ইত্যাদি প্ররোচনা-শ্লোকে প্রথমেই ভক্তগণকে প্রশংসা করা হইয়াছে—"তাঁহারা স্বভাবতঃই উজ্জ্বল-বুদ্ধি, স্বভাবতঃই সুন্দর।" আর অভিনয়ের বিষয়টী-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "ইহা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রবন্ধ, সুতরাং স্বভাবতঃই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়।" আর স্থান-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"গোপীজন-বল্লভের যে লীলাটি বর্ণিত হইবে, তাহাও যেমন তেমন স্থানে ঘটে নাই, তাহা স্বভাব-সুন্দর বৃন্দাবনের হৃদয়স্থল রাসস্থলীতেই সংঘটিত হইয়াছে। রাসস্থলীতেই গোপীকুলসমন্বিত-ব্রজরাজ-নন্দনের-নৃত্যগীতাদিময়ী লীলাটীই অভিনীত হইবে।"

প্ররোচনাদি—এস্থলে আদি-পদে গ্রন্থকারের দৈন্য-প্রকাশক-শ্লোকাদিকে বুঝাইতেছে। নিম্নের "অভিব্যক্তা মত্তঃ" ইত্যাদি শ্লোকে গ্রন্থকারের দৈন্য ব্যক্ত আছে। **শ্রবণেচ্ছা জানি**—মহাপ্রভুও প্ররোচনাদি শুনিতে ইচ্ছুক, ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীরূপ শ্লোক বলিলেন।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অনর্গলধিয়াং (মায়াকর্ত্তৃক যাঁহাদের বুদ্ধি আবৃত হয় নাই, এইরূপ) ভক্তানাং (ভক্তগণের) নিসর্গোজ্জ্বলঃ (স্বভাবোজ্জ্বল) বর্গঃ (সমূহ) উদগাৎ (আবির্ভূত—উপস্থিত—হইয়াছেন), বল্লববধূবন্ধোঃ (গোপবধূ-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের) সঃ (সেই) অসৌ (এই) প্রবন্ধঃ অপি (সন্দর্ভও) শীলৈঃ (স্বভাবোক্তি-অলঙ্কারে) পল্লবিতঃ (বিস্তারিত) বৃন্দাটবী-গর্ভভূঃ (বৃন্দাবনের অন্তর্গত রাসস্থলীও) তাণ্ডববিধেঃ (নৃত্যবিধির) চত্বরতাং (প্রাঙ্গণত্ব) লেভে (লাভ করিয়াছে); [অতঃ] (তাই) মন্যে (মনে হয়) অয়ং (এই) মৎবিধপুণ্যমণ্ডল-পরীপাকঃ (আমার ন্যায় লোকের পুণ্যরাশির পরিণাম) উন্মীলতি (বিকশিত হইতে আরম্ভ হইল)।

অনুবাদ। সূত্রধারের প্রতি পারিপার্শ্বিক বলিল :—(মায়াকর্ত্তৃক যাঁহাদের বুদ্ধি আবৃত হয় নাই, তাদৃশ) নির্ম্মলবুদ্ধি ও স্বভাবতঃ উজ্জ্বল ভক্তবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, গোপবধূবন্ধু-শ্রীকৃষ্ণের এই (নাটকরূপ) প্রবন্ধও স্বভাবোক্তি-অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হইয়াছে এবং বৃন্দাবনস্থ রাসস্থলীও নৃত্যবিধির চত্বরত্ব (নৃত্যকলার রঙ্গস্থলত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে; (এ সমস্ত দেখিয়া) মনে হয়, মাদৃশ ব্যক্তির পুণ্যরাশির পরিণাম বিকশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯

এই শ্লোকে প্ররোচনা প্রকাশ করা হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৯-পয়ারের টীকায় প্ররোচনা-শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য্য এবং তৎস্থলে এই শ্লোকেরও তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

তথাহি তত্রৈব (১।১৩)—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥ ২০

রায় কহে—কহ প্রেমোৎপত্তির কারণ—।
পূর্ব্বরাগবিকার, চেষ্টা, কামলেখন ॥ ১২০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্ররোচনাদ্যাদিপদেন স্বদৈন্যাদীনাং গ্রহণং এতদেবাহ অভীতি। বো যুষ্মাকম্ সিদ্ধার্থান্ বিধাত্রী শীলার্থে তৃন্ প্রকৃত্যা স্বভাবেন ক্ষুদ্ররূপাৎ ব্যঙ্গপক্ষে তু প্রকৃত্যা লঘুঃ ক্ষুদ্রশ্চাসৌ রূপনামা চেতি স্বনামাপি দ্যোতিতম্। সরস্বতীতু তদ্দৈন্যমসহমানা তমেবস্তুতং স্থাপয়তি। প্রকৃষ্টাং কৃতিং লঘু শীঘ্রং রূপয়তি নিরূপয়তি নিবধ্নাতীত্যর্থঃ। তত্র নিদর্শনা পুলিন্দেন নিকৃষ্টজাতিবিশেষেণ সমিধমুন্মথ্য জনিতোঽগ্নিঃ হিরণ্যশ্রেণীনাম্ অন্তঃ কলুষতাং মালিন্যং কিং নাপহরতি অপহরত্যেব। চক্রবর্ত্তী। ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২০। অন্বয়। বুধাঃ (হে পণ্ডিতগণ, হে সহৃদয় সভ্যবৃন্দ)! প্রকৃতি-লঘুরূপাৎ অপি (স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র হইলেও রূপনামক) মত্তঃ (আমা হইতে) অভিব্যক্তা (অভিব্যক্ত) হরিগুণময়ী (শ্রীহরির গুণকথাপরিপূর্ণ) ইয়ং (এই নাটকরূপ) কৃতিঃ (প্রবন্ধ) বঃ (আপনাদিগের) সিদ্ধার্থান্ (অভীষ্টার্থের) বিধাত্রী (বিধান-কারিণী); পুলিন্দেন (অতি নীচজাতি পুলিন্দকর্ত্তৃক) সমিধং (কাষ্ঠ) উন্মথ্য (সংঘর্ষণ পূর্ব্বক) জনিতঃ (উৎপাদিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) হিরণ্যশ্রেণীনাং (স্বর্ণরাশির) অন্তঃকলুষতাং (অন্তর্ম্মল) কিং (কি) ন অপহরতি (অপহরণ করে না)?

অনুবাদ। হে সহৃদয় সভ্যবৃন্দ! আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র রূপ হইলেও আমা হইতে অভিব্যক্ত এই হরিগুণময় প্রবন্ধ আপনাদিগের অভীষ্টার্থের সিদ্ধি সম্পাদন করিবে; অতি নীচ জাতি পুলিন্দ যদি কাষ্ঠ সংঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, সে অগ্নি স্বর্ণরাশির অন্তর্ম্মল অপহরণ করে না কি? ২০

পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৯-পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, "প্ররোচনাদি" পদের অন্তর্গত "আদি"-পদে গ্রন্থকারের দৈন্য সূচিত হইয়াছে; উক্ত শ্লোকে গ্রন্থকারের সেই দৈন্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীরূপ-গোস্বামী দৈন্যপ্রকাশপূর্ব্বক নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন—**প্রকৃতি-লঘুরূপাৎ মত্তঃ**—রূপ-নামক যে আমি, সেই আমি প্রকৃতি-লঘু, স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র; সকল বিষয়ে স্বভাবতঃই আমি হীন; [তাঁহার দৈন্য সহ্য করিতে না পারিয়া সরস্বতী হয়তো অন্য রূপ অর্থ করিবেন; যথা—প্রকৃতিকে (অর্থাৎ প্রকৃষ্টা বা উত্তমা কৃতিকে বা কার্য্যকে) লঘু (অতি শীঘ্রই) রূপদান বা নিরূপণ করেন যিনি; যিনি অতি শীঘ্রই অত্যুত্তম কার্য্য করিতে সমর্থ, তাদৃশ মহাশক্তিশালী। যাহা হউক,]; স্বীয় দৈন্যপ্রকাশপূর্ব্বক শ্রীরূপ বলিতেছেন—এই বিদগ্ধমাধব নাটকখানি আমার ন্যায় অত্যন্ত হীনব্যক্তিকর্ত্তৃক লিখিত হইয়া থাকিলেও বিষয়গুণে আপনাদের ন্যায় ভক্তশ্রোতাদের অভীষ্ট আনন্দ দান করিতে সমর্থ হইবে; কারণ, আপনারা হরিগুণকথা শুনিতেই আনন্দ পায়েন; আমার এই নাটকেও হরিগুণকথাই বর্ণিত হইয়াছে; তাই আমার বিশ্বাস—অতি নীচ পুলিন্দকর্ত্তৃক উৎপাদিত অগ্নিও যেমন স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ স্বর্ণের মলিনতা দূর করিতে পারে; তদ্রূপ আমার ন্যায় অযোগ্যকর্ত্তৃক লিখিত হইলেও হরিগুণকথাময় এই নাটক স্বীয় স্বরূপগত-ধর্ম্মবশতঃ আপনাদের ন্যায় ভক্তের চিত্তে আনন্দদান করিতে সমর্থ হইবে। তাৎপর্য্য এই—এই নাটক ভক্তবৃন্দের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হইবে বটে; কিন্তু তাহা লেখকের গুণে নহে—বিষয়ের গুণে।

এই শ্লোকে গ্রন্থকার নিজের দৈন্যের সঙ্গে শ্রোতাদের এবং বর্ণনীয় বিষয়েরও প্রশংসা করিয়াছেন; তাই ইহাও প্ররোচনার অঙ্গীভূত।

১২০। প্রেমোৎপত্তির কারণ—রতির আবির্ভাবের হেতু। মধুরারতি-অর্থেই এস্থলে প্রেম-শব্দ ব্যবহৃত

ক্রমে শ্রীরূপগোসাঞিঃ সকলি কহিল। | শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল॥ ১২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছে; কারণ, শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণিতে স্থায়িভাব-প্রকরণে মধুরারতির আবির্ভাবের হেতুই লিখিত আছে; তাহা এইরূপ :— "অভিযোগাদ্বিষয়তঃ সম্বন্ধাদভিমানতঃ। সা তদীয়বিশেষেভ্যঃ উপমাতঃ স্বভাবতঃ। রতিরাবির্ভবেদেষা-মুত্তমত্বং যথোত্তরম্॥ ১।—অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব—এই সকল কারণ হইতে রতির আবির্ভাব হয়; এই কারণ সকলের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে।"

নিজের দ্বারা বা পরের দ্বারা স্বীয় ভাবের যে প্রকাশ, তাহাকে **অভিযোগ** বলে। বিশাখার নিকট শ্রীরাধা বলিলেন, "সখি, যমুনাতটে আজি দেখিলাম, নাগর-রাজ আমার অধরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া নবীন-লতিকার নব-পল্লব দংশন করিলেন; তাহাতেই আমার হৃদয় স্ফুটিত হইয়া গিয়াছে।" ইহা নিজের দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশ-রূপ অভিযোগ। শ্রীকৃষ্ণ নবপল্লবের দংশনদ্বারা, শ্রীরাধার অধর-দংশনের জন্য স্বীয় লালসা জ্ঞাপন করিলেন (ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নিজে নিজের মনোভাব প্রকাশ); তাহা দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার রতি উদয় হইল—(আমার হৃদয় স্ফুটিত হইয়া গিয়াছে, এ কথাই রতি-উদয়ের পরিচায়ক।) একদা কোনও দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার অনুরাগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"ব্রজরাজ-নন্দন! শ্রীরাধিকা তোমার প্রতি এতই অনুরাগবতী যে, তোমার সংবাদ-শ্রবণ মাত্রেই তিনি ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক এরূপ ঘূর্ণিতা হইলেন যে, তাঁহার যে নীবী-বন্ধন স্খলিত হইতেছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই।" ইহা পরের দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশরূপ অভিযোগ। পরের মুখে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ শুনিয়া শ্রীরাধার রত্যুদয় হইয়াছিল (নীবী-স্খলনই রত্যুদয়ের প্রমাণ)।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটীকে **বিষয়** বলে। শ্রীকৃষ্ণের শব্দে, স্পর্শে, রূপ-দর্শনে, চর্ব্বিত-তাম্বূলাদির রসাস্বাদনে ও গাত্র-গন্ধ অনুভবে গোপ-সুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতি আবির্ভূত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচরিতামৃতের এই পরিচ্ছেদে নিম্নে যে "একস্য শ্রুতমেব" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শব্দ-রূপ রত্যাবির্ভাব-হেতুর উদাহরণ।

কুল, রূপ, শৌর্য্য ও সৌশীল্য প্রভৃতি সামগ্রীর গৌরব বা আধিক্যকে **সম্বন্ধ** বলে। কোনও ব্রজসুন্দরী বলিয়াছেন—যাঁহার বীর্য্যে (বলে) গোবর্দ্ধন-গিরি কন্দুকতুল্য হইয়াছে, যাঁহার রূপ নিখিলভুবন-সমূহের ভূষণ-স্বরূপ, যিনি আভীর-পুরন্দর-নন্দ-ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহার অনন্তগুণ ও অনির্ব্বচনীয় লীলা জগৎকে বিস্মিত করিতেছে, সেই বংশীধরের লোকাতীত চরিত্র চিন্তা করিলে কে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে? এই দৃষ্টান্তে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা, কুল ও শৌর্য্যাদি সমবেতভাবে ব্রজসুন্দরীর রত্যুদয়ের কারণ হইয়াছে।

"ভূরি ভূরি রমণীয় বস্তু আছে থাকুক, কিন্তু আমার এইটীই প্রার্থনীয়"—এই জাতীয় নিশ্চয়-করণকে **অভিমান** বলে। মমতাস্পদ-বস্তুতে যে অনন্য-মমতাময় সঙ্কল্প-বিশেষ, তাহার নাম অভিমান। এইরূপ অভিমান, রূপ-গুণাদিকে অপেক্ষা না করিয়াও রতি উৎপাদন করে। একদিন নান্দীমুখী শ্রীরাধিকার প্রেম-পরীক্ষার্থ পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "সখি, শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, প্রেমশূন্য, কামুক, অত্যন্ত রুক্ষচেষ্ট; কেন এই শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী হইতেছ? অপর কোনও মহাগুণশালী ব্যক্তিতে অনুরাগ-প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য।" উত্তরে শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন—"দেবি! জগতে প্রচুর মাধুর্য্যশালী বিদগ্ধচূড়ামণি বহু বহু পুরুষ থাকে থাকুক, গুণবতী রমণীগণ তাঁহাদিগকে বরণ করে করুক; কিন্তু যাঁহার মস্তকে শিখিপুচ্ছ, বদনে মুরলী এবং দেহে গৈরিকাদির তিলক নাই, আমি তাকে তৃণতুল্যও মনে করি না অর্থাৎ শিখি-পুচ্ছাদিদ্বারা উপলক্ষিত ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অন্য কাহাতেও আমার মন যায় না।" বহুকাল-স্থায়ী পরিচর্য্যাদির ফলে মমতা-বুদ্ধি জন্মে; এই মমতা-বুদ্ধির ফলস্বরূপই অভিমান। অত্যধিক-মমত্ববুদ্ধি-জনিত এই অভিমান-বশতঃই রূপ-গুণাদির অপেক্ষা না রাখিয়া রতির উদ্ভব হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক, গোষ্ঠ এবং প্রিয়জনাদিকে **তদীয় বিশেষ** বলে। পদাঙ্কদর্শনে, গোষ্ঠভূমির স্পর্শে, বা শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়জনের সঙ্গের প্রভাবেও রতির উদয় হয়।

রাগোৎপত্তিহেতুর্যথা তত্রৈব (২।১৯)—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং
কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়-
ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে
লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূ-
ন্মন্যে মৃতিং শ্রেয়সীম্॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

একস্যেতি অত্রায়ং অত্রত্য প্রবন্ধঃ। রাধেয়ং প্রথমং কৃষ্ণনামমাত্রং শ্রুত্বা পরমমধুরত্বেনানুভূয় তন্নামনি রতিমুবাহ। ততশ্চ বংশীনাদং পরমমধুরত্বেনাস্বাদ্য তদ্বাদিনি রতিমুবাহ। ততশ্চ কৃষ্ণাকারং চিত্রং লেখায়াং তথা সন্দেবাস্বাদ্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যযুক্ত বস্তুকে **উপমা** বলে। অভিনয়াদিতে শ্রীকৃষ্ণের বেশে সজ্জিত ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাভিনয়-কারী কোনও নটকে দেখিলে বা তাঁহার অভিনয়াদি দর্শন করিলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রত্যুদ্ভব হইতে পারে। এস্থলে অভিনেতা হইল উপমা ; এই উপমাই সাক্ষাদ্-ভাবে রতির উদ্ভবের হেতু হইল।

যাহা হেতুকে অপেক্ষা করেনা, স্বতঃই উদ্ভূত হয়, তাহাকে **স্বভাব** বলে। স্বভাব দুই প্রকার—নিসর্গ ও স্বরূপ। সুদৃঢ় অভ্যাস-জন্য যে সংস্কার, তাহার নাম নিসর্গ। আর রতির উৎপাদক স্বতঃসিদ্ধবস্তু-বিশেষের নাম স্বরূপ। এই স্বরূপ আবার কৃষ্ণ-নিষ্ঠ, ললনা-নিষ্ঠ এবং উভয়-নিষ্ঠ ভেদে তিন রকমের। অসুর-প্রকৃতির লোক ব্যতীত অন্য লোকের যে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদি হইতেই কৃষ্ণরতির উদয় হয়, তাহা কৃষ্ণ-নিষ্ঠ-স্বরূপ ; এই রত্যুদয়ের হেতু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বভাবতঃ আছে। জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি দর্শন বা গুণাদি-শ্রবণ ব্যতীতও যে তাঁহাতে ব্রজ-সুন্দরীদিগের গাঢ় রতি স্বতঃই স্ফুরিত হয়, তাহা ললনা-নিষ্ঠস্বরূপ। এই রত্যুদয়ের হেতু ব্রজ-ললনাদিগের চিত্তে স্বতঃই বিদ্যমান। আর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজললনা এই উভয়ের পরস্পর স্বরূপ এককালীন যাহাতে লব্ধ হয়, তাহার নাম উভয়-নিষ্ঠস্বরূপ।

এস্থলে অভিযোগাদিকে যে রতির হেতু বলা হইল, ইহারা বাস্তবিক রতির হেতু নহে—লৌকিক-রীতি অনুসারেই ইহাদিগকে হেতু বলা হইল। কৃষ্ণ-রতির হেতু প্রায় কিছুই নাই ; কৃষ্ণরতি স্বাভাবিকী—অভিযোগাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকটিত হয় মাত্র। শ্রীরাধিকাদির শ্রীকৃষ্ণরতি নিত্যসিদ্ধ, ইহার কোনও হেতুই স্বরূপতঃ থাকিতে পারে না। সাধন-সিদ্ধদিগের রতিও বহুকালের সংস্কারজাত নিসর্গ হইতেই, অথবা নিতসিদ্ধ-পরিকরাদির সংসর্গাদি হইতে উদ্ভূত হয়। **পূর্ব্বরাগ**—নায়ক-নায়িকার সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদিজাত যে রতি বিভাবাদির সংযোগে স্বাদ-বিশেষময়ী হয়, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। "রতির্যা সঙ্গমাৎপূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ সঃ উচ্যতে॥ উঃ নীঃ পূঃ রাঃ ১॥" পরবর্ত্তী "একস্য শ্রুতমেব" ইত্যাদি শ্লোকে রতির উৎপত্তির হেতু এবং পূর্ব্বরাগ উভয়-বিষয়ই বলা হইয়াছে। **পূর্ব্বরাগ-বিকার**—পূর্ব্বরাগের বিকার। পূর্ব্বরাগে ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃতি প্রভৃতি সঞ্চারি-ভাবের উদয় হয়। পরবর্ত্তী "ইয়ং সখি" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বরাগ-বিকার-ব্যাধির কথা বলা হইয়াছে। **চেষ্টা**—শারীরিক ব্যাপার। পরবর্ত্তী "অগ্রে বীক্ষ্য" ইত্যাদি শ্লোকে "চেষ্টা" এবং "অকারুণ্যঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি শ্লোকে "ব্যবসায়" দেখান হইয়াছে। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে ব্যবসায় বলে। "অকারুণ্যঃ" শ্লোকে শ্রীরাধিকা মৃত্যুই স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছেন ; সুতরাং ইহা ব্যবসায় হইল। ব্যবসায়ও চেষ্টারই একটা বৃত্তি ; ইহা একরকম চেষ্টা।

কামলেখন—নিজের প্রেম-প্রকাশক লিখনকে (পত্রকে) কামলেখন বলে। উহা যুবক যুবতীর নিকটে এবং যুবতী যুবকের নিকটে প্রেরণ করে। "স লেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেমপ্রকাশকঃ। যুবত্যা যূনি যূনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে॥ উঃ নীঃ পূঃ রাঃ ২৬॥" পরবর্ত্তী "ধরি অ পরিচ্ছন্দগুণম্" ইত্যাদি শ্লোক কামলেখনের দৃষ্টান্ত।

শ্লো। ২১। অন্বয়। একস্য (একজনের—এক পুরুষের) কৃষ্ণেতি (কৃষ্ণ—এই) নামাক্ষরং (নামাক্ষর)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

তদ্ভেদেন তস্মিন্ রতিমুবাহ। তত্র যদ্যপি ত্রীণ্যপি তানি স্বাশ্রয়ং শ্রীকৃষ্ণমেব স্ফোরয়িত্বা রতিমুদ্ভাসয়ামাসুঃ তৎস্ফূর্ত্ত্যসম্ভবে সা ন সম্ভবেৎ। বক্ষ্যতে চাণ্ডিক এব লোকোত্তরপদার্থানামিতি তথাপি তদেকস্ফূর্ত্তাবপি তন্ত্রিতয়তা-মননস্যৈকরূপেঽপি পৃথক্ পৃথক্ অনুভবাদেকবস্তুত্বং ন প্রতীতমিত্যত এব জ্ঞেয়ম্। কচ্চিদেকজাতীয়ত্বং স্যাদিতি বিতর্কাৎ অত আহ পুরুষত্রয়ে রতিরভূদিতি। প্রথমং তাবৎ পরপুরুষে রতিরেবাযোগ্যা কিমুত তত্রয়ে। তস্মাৎ মৃতিরেব শ্রেয়সীতি মৃতিং বিনা দুষ্পরিহরেয়ং রতিধিক্কারিণ্যেবেতিভাবঃ। শ্রীজীব। ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রুতম্ এব (শ্রবণমাত্রেই) মতিং (বুদ্ধি) লুম্পতি (লোপ করিল) ; অন্যস্য (আর একজনের) বংশীকলঃ (বংশীধ্বনি) সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরাং (গাঢ় উন্মত্ততা পরম্পরা) উপনয়তি (আনয়ন করিতেছে) ; পটে (চিত্রপটে) বীক্ষণাৎ (দর্শনমাত্রে) স্নিগ্ধদ্যুতিঃ (স্নিগ্ধকান্তি) এষঃ (এই আর একজন) মে (আমার) মনসি (মনে) লগ্নঃ (সংলগ্ন হইল) ; কষ্টম্ (ইহা বড়ই কষ্ট), ধিক্ (আমাকে ধিক্) ! পুরুষত্রয়ে (তিনজন পুরুষে) রতিঃ (রতি) অভূৎ (জন্মিয়াছে), মৃতিঃ (মরণই) শ্রেয়সী (শ্রেয়ঃ) মন্যে (মনে করি)।

অনুবাদ। শ্রীরাধা ললিতা-বিশাখাকে বলিলেন—হে সখি ! এক পুরুষের "কৃষ্ণ" এই নামাক্ষর শ্রবণমাত্রে আমার বুদ্ধি লোপ করিল ; আর একজনের বংশীশব্দ আমার প্রগাঢ় উন্মত্ততা-পরম্পরা জন্মাইতেছে ; চিত্রপট দর্শনমাত্রে স্নিগ্ধ-জলদ-কান্তি এই আর একজন আমার মনে সংলগ্ন হইল। ইহা বড়ই কষ্ট ; আমাকে ধিক্। (একে তো পর পুরুষে রতি, তাতে আবার) তিন জন পুরুষে রতি জন্মিয়াছে, অতএব আমার মরণই শ্রেয়ঃ। ২১

সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরাম্—সান্দ্র (ঘনীভূত, প্রগাঢ়) উন্মাদ (উন্মত্ততা, আনন্দোন্মত্ততা), তাহার পরম্পরা (সমূহ) ; এক আধ বার নয়, বহুবার—যতবারই বংশীধ্বনি শুনি, ততবারই—আমার আনন্দোন্মত্ততা জন্মিতেছে এবং প্রত্যেকবারের উন্মত্ততাই অত্যন্ত নিবিড় ; বংশীধ্বনি শুনিয়া আমি এতই মাতোয়ারা হইয়া যাই যে, আমার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না—যেন বংশীবাদকের নিকটে উড়িয়া যাইতেই ইচ্ছা হয়। **পুরুষত্রয়ে**—তিনজন পুরুষে ; যাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং যাঁহাকে না দেখিয়াই—কেবল যাঁহার নামমাত্র শুনিয়াই যেন আমার বুদ্ধিলোপ পাইয়াছিল—তিনি একজন। আর, যাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়াই আমি উন্মত্তার প্রায় হইয়াছি, তিনি একজন ; আর যাঁহার প্রতিকৃতি চিত্রপটে দর্শন করিয়াছি, তিনি একজন। এই তিনজন পুরুষেই আমার রতি জন্মিয়াছে ; আমি কুলনারী—পরপুরুষে আমার রতি জন্মিল, ধিক্ আমাকে ! তাহাও আবার একজন নয়, তিনজন পরপুরুষে আমার রতি জন্মিল—আমার মরণই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ তিনপুরুষে শ্রীরাধার রতি জন্মে নাই ; যাঁহারই নাম কৃষ্ণ, তাঁহারই বংশীধ্বনি এবং তাঁহারই প্রতিকৃতি চিত্রপটে অঙ্কিত ছিল ; তিনভাবে—নামরূপে, বংশীধ্বনিরূপে এবং চিত্রপটরূপে—একই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চিত্তকে বিচলিত করিয়াছেন ; শ্রীরাধার পক্ষে বস্তুতঃ তিনি পরপুরুষও নহেন ; তিনি তাঁহার নিত্যস্বকান্ত ; প্রকট-লীলায় যোগমায়ার প্রভাবে এই সম্বন্ধের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই শ্রীরাধা এরূপ কথা বলিতেছেন।

এই শ্লোক হইতে ইহাও জানা যায় যে, নামরূপে, বংশীধ্বনিরূপে এবং চিত্রপটরূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার চিত্তকে বিচলিত করিয়াছিলেন, তখনও শ্রীরাধা তাঁহাকে দেখেন নাই ; তথাপি, কেবল তাঁহার নাম শুনিয়াই তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার চিত্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। আবার যখন বংশীধ্বনি শুনিলেন, তখনও বংশীবাদকের প্রতি তাঁহার চিত্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল ; কিন্তু তখন শ্রীরাধা জানিতেন না—যাঁহার নাম কৃষ্ণ বলিয়া তিনি শুনিয়াছিলেন, তিনিই বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন। আবার চিত্রপটে প্রতিকৃতি দেখিয়াও আবার, যাঁহার প্রতিকৃতি, তাঁহার প্রতি শ্রীরাধা অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু তিনি তখন জানিতেন না—যাঁহার নাম কৃষ্ণ, কিম্বা যাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রতিকৃতি চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা শ্রীরাধার প্রেমের ললনা-নিষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

তথা তত্রৈব (২।১৬)—

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।

কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ ২২

কন্দর্পলেখো যথা তত্রৈব (২।৪৮)—

ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং

সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।

তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং

জহ জহ চইদা পলাএম্হি ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কুৎসায়ামিতি বেদনায়ারনিবৃত্তৌ চিকিৎসকস্যৈব নিন্দা স্যাদিত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ২২

ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে॥ প্রতিচ্ছন্দগুণং চিত্রপটরূপং তৎসূত্রেস্থা। চক্রবর্ত্তী। ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীরাধার নিত্যসিদ্ধ কান্তাপ্রেম—প্রকট-লীলায় স্বীয় কান্তের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকা সত্ত্বেও কান্তের প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছিল, স্বীয় প্রাণবল্লভের প্রতি উৎসর্গীকৃত হওয়ার জন্য সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল—যদিও তিনি জানিতেন না, সেই প্রাণবল্লভ কে। কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে প্রাণবল্লভের স্মৃতি ও জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও উভয়ের নিত্য সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় নাই, হইতে পারেও না এবং সেই সম্বন্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল—পরস্পরের প্রতি নিত্য আকর্ষণ—তাহাও বিলুপ্ত হয় নাই। তাই কান্ত-সম্বন্ধীয় যে কোনও বস্তুর সহিত সংস্পর্শ ঘটিলেই—তাহা নূপুরধ্বনিই হউক, অঙ্গগন্ধই হউক, বেণুধ্বনিই হউক, নামাক্ষরই হউক, কি প্রতিকৃতিই হউক, কান্তের সম্বন্ধীয় যে কোনও বস্তুর সংযোগেই—সেই নিত্যসিদ্ধ প্রেমের নিত্যসিদ্ধ আকর্ষণ জাগ্রত হইয়া উঠে; ইহাই ললনা-নিষ্ঠ-স্বরূপ প্রেমের স্বভাবগত ধর্ম্ম; তাই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার পূর্ব্বেই তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহার প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ অভিব্যক্ত হইয়াছে; আবার তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার রতি উদ্‌গত হইয়াছে—যদিও শ্রীরাধা জানিতেন না, ইহা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এবং এই বংশীবাদক কে। আবার চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি দেখিয়াও সেই ভাবে তাঁহার চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল।

এই শ্লোকে রতির উৎপত্তির হেতু এবং পূর্ব্বরাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। নামাক্ষর, বংশীধ্বনি এবং চিত্রপটস্থ প্রতিকৃতিকে (তদীয় বিশেষকে) উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার রতি অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া নামাক্ষরাদি হইল রতির উৎপত্তির [অভিব্যক্তির) হেতু।

এই শ্লোকে "পটে"-স্থলে "সকৃৎ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; সকৃৎ—একবার মাত্র।

শ্লো। ২২। অন্বয়। সখি (হে সখি) ইয়ং (এই) রাধা-হৃদয়-বেদনা (শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা) সুদুঃসাধ্যা (সর্ব্বথা অসাধ্য—আরোগ্য হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য); যত্র (যে বিষয়ে) কৃতা চিকিৎসা অপি (কৃত চিকিৎসাও) কুৎসায়াং (নিন্দাতে) পর্য্যবস্যতি (পর্য্যবসিত হয়)।

অনুবাদ। হে সখি! শ্রীরাধার এই হৃদয়-বেদনা সর্ব্বথা অসাধ্য; ইহার চিকিৎসা নিন্দাতেই পর্য্যবসিত হয় (বেদনার নিবৃত্তি না হওয়ায় চিকিৎসার নিন্দা হইতেছে)। ২২

এই শ্লোকে পূর্ব্বরাগের বিকারস্বরূপ হৃদয়-বেদনারূপ ব্যাধির পরিচয় দেওয়া হইল।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। সুন্দর (হে সুন্দর)! তুমং (ত্বং—তুমি) পরিচ্ছন্দগুণং (প্রতিচ্ছন্দগুণং—প্রতিচ্ছন্দগুণ—চিত্রপটরূপ) ধরিঅ (ধৃত্বা—ধারণ করিয়া) মহ (মম—আমার) মন্দিরে (মন্দিরে) বসসি (বাস করিতেছ); তহ তহ (তথা তথা—সেই সেই স্থানে) বলি অং (বলিতং—বলপূর্ব্বক) রুন্ধসি (আমাকে রোধ করিতেছ) চইদা (চকিতা—চকিতা বা ভীতা হইয়া আমি) জহ জহ (যথা যথা—যে যে স্থানে) পলাএম্হি (পলায়ে—পলায়ন করি)।

চেষ্টা যথা তত্রৈব (২।২৬)—
অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চবিলোকনান্মুহুরসৌ সাশ্রং পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শিখণ্ডখণ্ডং ময়ূরপুচ্ছখণ্ডং নটনং নৃত্যং তদ্রূপয়া ক্রীড়য়া চমৎকারিতাম্। চক্রবর্ত্তী। ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২৩। সংস্কৃত রূপ :—ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে॥

অনুবাদ। হে সুন্দর (শ্রীকৃষ্ণ)! তুমি প্রতিচ্ছন্নগুণ (চিত্রপটরূপ) ধারণ করিয়া আমার মন্দিরে বাস করিতেছ; আমি ভীত হইয়া যে যে স্থানে পলায়ন করি, তুমি সেই সেই স্থানে বলপূর্ব্বক আমাকে রোধ করিতেছ। ২৩

শ্রীরাধা একখানি পত্র লিখিয়া ললিতা-বিশাখার হস্তে তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন; পত্রখানি প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; পত্রের কথাগুলিই উক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দেখিয়াই শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া এই পত্র লিখিয়াছিলেন; তাই তিনি লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ চিত্রপটরূপেই তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীরাধা আরও লিখিয়াছেন—"হে সুন্দর! তোমার চিত্রপট আমি আমার গৃহে রাখিয়া দিয়াছি; তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমার চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। আমি কুলনারী, গৃহে গুরুজন বিদ্যমান; তাই চিত্তবিকারে ভীত হইয়া উঠি—ধর্ম্মহানির ভয়ে এবং গুরুজনের ভয়ে ভীতা হইয়া তোমার চিত্রপটের নিকট হইতে পলাইয়া যাইতে চাহি; কিন্তু পলাইতে পারি না; যেদিকেই পলাইতে চাহি, সেই দিকেই যেন তুমি আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়াও—সর্ব্বত্রই যেন তোমাকে দেখিতে পাই (ইহাতে দর্শনের পূর্ব্বেই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি সূচিত হইতেছে)। তাই তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন আর আমার হইয়া উঠে না।

এই শ্লোকে কামলেখনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অসৌ (এই শ্রীরাধা) অগ্রে (সম্মুখে) শিখণ্ড-খণ্ডং (ময়ূর-পুচ্ছখণ্ড) বীক্ষ্য (দেখিয়া) অচিরাৎ (অবিলম্বে) উৎকম্পং আলম্বতে (কম্পিতা হইতেছেন); গুঞ্জানাং চ (এবং গুঞ্জাবলীর) বিলোকনাৎ (দর্শনমাত্রে) মুহুঃ (বারম্বার) সাশ্রং (সাশ্রুলোচনে) পরিক্রোশতি (উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকেন); অপূর্ব্ব-নটনক্রীড়াচমৎকারিতাং (নটন-ক্রীড়ার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা) জনয়ন্ (উৎপাদিত করিয়া) কঃ (কে) অয়ং (এই) নবীনগ্রহঃ (নূতন গ্রহ) বালায়াঃ (বালা শ্রীরাধার) চিত্তভূমিং (চিত্তরূপ রঙ্গস্থলীতে) কিল অবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) নো জানে (জানি না)।

অনুবাদ। শ্রীরাধিকা সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিবামাত্র কম্পিতা হইতেছেন, গুঞ্জাবলী দর্শন মাত্রেই বারংবার অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকেন। নটন-ক্রীড়ার অপূর্ব্ব-চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে করিতে কোন্ নূতনগ্রহ শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ রঙ্গস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছে, জানি না। ২৪

এই শ্লোকে শ্রীরাধিকার প্রেমোদয়-জনিত শারীরিক-ব্যাপাররূপ চেষ্টার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রেমোদয়ে চিত্তে যে বিকার উপস্থিত হয়, অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিকভাবরূপে বাহিরেও তাহার অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীরাধার দেহেও যে তাহা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জামালা শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, শ্রীরাধা চিত্রপটে দেখিয়াছেন। তাই ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জা দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়াছে এবং স্মৃতির উদ্দীপনেই প্রেমোচ্ছ্বাসে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক-ভাবের উদয় হইয়াছে। গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন নিজের বশে থাকে না, গ্রহের ইঙ্গিতেই সমস্ত করিয়া থাকে—কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বা ছুটাছুটি করিয়া থাকে—প্রেমোদয়েও লোকের সেইরূপ অবস্থা হয়; "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা"-ইত্যাদি শ্রীভা,

ব্যবসায়ো যথা তত্রৈব (২।৭০)
অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভুজবল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ২৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অকারুণ্য ইতি উত্তরকৃতিঃ অন্ত্যেষ্টিকর্ম্মঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১।২।৪০-শ্লোকই তাহার প্রমাণ। চিত্রপটাদি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার যে অনুরাগের উদয় হইয়াছে, তাহারই প্রভাবে শ্রীরাধাও আর আপনার বশে থাকিতে পারেন নাই; গ্রহাবিষ্টের মত তিনিও কখনও বা কম্পিত হইয়া উঠেন, কখনও বা অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, আবার কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকেন। তাই উৎপ্রেক্ষা পূর্ব্বক বলা হইয়াছে—কোন্ নূতনগ্রহ না জানি শ্রীরাধার চিত্তে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে অপূর্ব্ব নটন-রঙ্গ বিস্তার করিতেছে—যাহার প্রভাবে অসীম-ধৈর্য্যশালিনী হইয়াও শ্রীরাধা এইভাবে চীৎকারাদি করিতেছেন ?

এই শ্লোকটী মুখরার উক্তি—তাঁহার নাতিনী শ্রীরাধার অশ্রু-কম্পাদি দেখিয়া তাহার গূঢ় কারণ জানিতে না পারিয়া স্নেহের আধিক্যবশতঃ মুখরা মনে করিয়াছেন, বুঝিবা কোনও দুষ্ট গ্রহই শ্রীরাধার দেহে ভর করিয়াছে। মুখরার কথা শুনিয়া দেবী পৌর্ণমাসী প্রকাশ্যে বলিলেন—"মুখরে! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ; দৈত্যরাজ কংস শ্রীরাধিকাদির অনুসন্ধান করিতেছে; তাই কোনও স্ত্রীগ্রহ আসিয়া এই বালিকাতে প্রবেশ করিয়াছে।" কিন্তু গূঢ়-রহস্য বুঝিতে পারিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন—"সোঽয়ং মুকুন্দস্য নবানুরাগরাশেঃ কোঽপি চণ্ডিমা—ইহা মুকুন্দ-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার নবানুরাগরাশিরই কোনও এক বিলাসবিশেষ।" ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্লোকে যে "নবীনগ্রহের" কথা বলা হইয়াছে, শ্রীরাধিকার নবানুরাগই সেই নবীন-গ্রহ; এই নবানুরাগের প্রভাবেই শ্রীরাধার অশ্রু-কম্প এবং চীৎকারাদি।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। সখি (হে সখি)! কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) যদি (যদি) ময়ি (আমার প্রতি) অকারুণ্যঃ (নির্দ্দয় হইলেন), তব (তোমার) ইদং (ইহা—ইহাতে) কথং (কেন) আগঃ (অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে)? মুধা (বৃথা) মা রোদীঃ (রোদন করিও না); পরং (ইহার পরে) মে (আমার) ইমাং (এই) উত্তর-কৃতিং (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) কুরু (কর—করিবে); যথা (যাহাতে), তমালস্য (তমালের) স্কন্ধে (স্কন্ধে) বিনিহিত-ভুজবল্লরিঃ (বদ্ধ-ভুজলতা—যাহার ভুজলতা তমালের স্কন্ধে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, তাদৃশ) ইয়ং (এই) তনুঃ (দেহ) বৃন্দারণ্যে (বৃন্দাবনে) চিরং (চিরকাল ব্যাপিয়া) অবিচলা (স্থিরভাবে - অবিচলিত ভাবে) তিষ্ঠতি (থাকে—থাকিতে পারে)।

অনুবাদ। (শ্রীরাধার দূতীরূপে ললিতা-বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার প্রেম নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহার গূঢ় মর্ম্ম জানিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ ললিতাকে পৌর্ণমাসীর নিকটে পাঠাইয়া বিশাখা শ্রীরাধার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন; আসিয়া তিনি ললিতার প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় শ্রীরাধার মনোভাবের অনুকূল কোনও কথাই প্রকাশ করিলেন না; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন মনে করিয়া স্বীয় প্রাণত্যাগের ইচ্ছায় শ্রীরাধা যখন স্বীয় কণ্ঠ হইতে একাবলী হার উন্মোচন করিয়া বিশাখাকে দিতেছিলেন, তখন বিশাখা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"এরূপ করিয়া তুমি কেন সখি আমাকে কষ্ট দিতেছ? ললিতার প্রতীক্ষায় আমি নিরুদ্যম হইয়া রহিয়াছি।"—ইহা বলিয়াই বিশাখা রোদন করিতে লাগিলেন। ললিতার বিলম্ব দেখিয়া সম্ভবতঃ বিশাখা আশঙ্কা করিতেছিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার বোধ হয় দেবী পৌর্ণমাসীর বিচারে শ্রীরাধার প্রতিকূল বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। এই আশঙ্কাতেই বিশাখা নিরুদ্যম হইয়াছিলেন এবং এই

রায় কহে—কহ দেখি ভাবের স্বভাব ?।
রূপ কহে—ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব॥ ১২২

তথাহি তত্রৈব (২।৩০)—
পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ ২৬

রায় কহে—কহ সহজ-প্রেমের লক্ষণ।
রূপগোসাঞি কহে—সাহজিক-প্রেমধর্ম্ম॥ ১২৩

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

নিরুত্তমতার অবস্থায় শ্রীরাধার প্রাণত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ পাওয়ায় বিশাখা আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, বিশাখাকে রোদন করিতে দেখিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—)

"হে সখি! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন, তাতে তোমার (কি অপরাধ ?) কেন অপরাধ হইবে ? (তুমি কেন রোদন করিতেছ ?) আর বৃথা রোদন করিও না। তমালবৃক্ষের স্কন্ধে (শাখায়) বাহুলতা আবদ্ধ করিয়া যাহাতে আমার এই দেহ বৃন্দাবনে চিরকাল ব্যাপিয়া অবিচলভাবে অবস্থান করিতে পারে,—(আমার মৃত্যুর) পরে সেইরূপ ভাবে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিও। ২৫

শ্রীরাধার এই করুণ কথার মর্ম্ম এইরূপ :—"সখি! কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্যই আমার প্রাণ ব্যাকুল; যদি তিনিই আমায় প্রত্যাখ্যান করিলেন, তবে আর বাঁচিয়া লাভ নাই। আমি মরিব; কিন্তু সখি মরণেও তো তাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক কাজ করিও সখি! কৃষ্ণকে তো পাইলাম না; তমালের দেহ কৃষ্ণেরই দেহের মত কালো এবং স্নিগ্ধ; আমার মৃতদেহটীকে তমালের ডালে বাঁধিয়া দিও—যেন তমালের দেহকে আলিঙ্গন করিয়াই আমার দেহ চিরকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করিতে পারে।"

এই শ্লোক হইতে জানা যায়—বিশাখার রোদনেও শ্রীরাধা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত (এবং শ্রীকৃষ্ণ অলভ্য জানিয়া দেহত্যাগের পরে মৃতদেহেই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ তমালবৃক্ষের সহিত) মিলনের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই; এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিরূপ ব্যবসায়ই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই শ্লোকে "বিনিহিত-ভুজবল্লরিরিয়ম্‌"-স্থলে "কলিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ম্‌" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ একই।

১২২। ভাবের—প্রেমের। **স্বভাব**—ধর্ম্ম, প্রকৃতি।

ঐছে—এইরূপ; নিম্নের "পীড়াভিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশিত প্রকার। প্রেমে অত্যধিক পরিমাণে সুখ এবং অত্যধিক পরিমাণে দুঃখ যুগপৎ বর্ত্তমান। বিষামৃতে একত্রে মিলন। ইহাই "পীড়াভিঃ" শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১২৩। সহজ-প্রেম—স্বাভাবিক প্রেম; নিরুপাধিক প্রেম। সহজ-শব্দের অর্থ সহজাত; যাহা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান থাকে। কৃষ্ণ-পরিকরদের জন্ম-মরণ নাই; তাঁহাদের সহজ প্রেম অর্থ নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রেম।

সাহজিক প্রেমধর্ম্ম—প্রেমের ধর্ম্মই সাহজিক অর্থাৎ নিরুপাধি। পরবর্ত্তী শ্লোক-সমূহে এই নিরুপাধি (সাহজিক) প্রেমের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী "স্তোত্রং যত্র" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, প্রিয়ব্যক্তির দোষ-গুণে প্রেমের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না; বরং প্রিয়ব্যক্তির মুখে নিজের স্তুতি শুনিলে নিজের প্রতি প্রিয়ের ঔদাস্য প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া চিত্তে দুঃখ জন্মে, আর নিন্দা শুনিলে পরিহাস করিতেছে মনে করিয়া আনন্দ জন্মে।

তথাহি তত্রৈব (৫।৪)—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥ ২৭

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা তত্রৈব (২।৫৯)—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কীদৃশং নিরভিসন্ধেঃ প্রেম্নঃ লক্ষণং তত্রাহ "স্তোত্রং" ইতি। দোষেণ ক্ষয়িতামিতি কমপি গুণাদিকমুপাধিমালম্ব্য জায়তে চেৎ তদা দোষদর্শনেন ক্ষীণো ভবতি গুণদর্শনেন বৃদ্ধো ভবতি। নিরুপাধিস্তু দোষগুণে নাপেক্ষতে। চক্রবর্ত্তী। ২৭

শ্রুত্বেতি। ইন্দুবদনা চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা সখীমুখাদিতি শেষঃ। প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী সতী বিধুরে ব্যথিতে স্বান্তে মনসি শান্তিধুরাং ধৈর্য্যাতিশয়ং বিধায় আশ্রিত্য প্রায়ঃ কিং পরাঞ্চিষ্যতি পরাঙ্মুখী ভবিষ্যতি মাং প্রতীতি শেষঃ। কিংবা পামরস্য নির্দ্দয়স্য কামস্য কার্ম্মুকাৎ পরিত্রস্তা সতী অসূন্ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি পরিহরতি। হা খেদে। ময়া মৌগ্ধ্যাৎ মূঢ়ত্বাদ্ধেতোঃ ফলিনী ফলশালিনী মনোরথলতা উন্মূলিতা সমূলমুৎপাটিতা মন্নিষ্ঠুরতয়েতি শেষঃ। ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। যত্র (যাহাতে) স্তোত্রং (প্রশংসা) তটস্থতাং (ঔদাসীন্য) প্রকটয়ৎ (প্রকাশ করিয়া) চিত্তস্য (চিত্তের) ব্যথাং (বেদনা) ধত্তে (ধারণ করে—প্রদান করে), নিন্দা অপি (নিন্দাও) পরীহাসশ্রিয়ং (পরিহাসের শোভা বা রূপ) বিভ্রতী (ধারণ করিয়া) প্রমদং (আনন্দ) প্রযচ্ছতি (প্রদান করে),—কেন অপি (কোনও) দোষেণ (দোষে) ক্ষয়িতাং (হ্রাস) গুণেন (এবং গুণে) গুরুতাং (বৃদ্ধি) ন আতন্বতী (প্রাপ্ত না হইয়া) কস্যচিৎ (কোনও অনির্ব্বচনীয়) স্বারসিকস্য (সাহজিক) প্রেম্নঃ (প্রেমের) প্রক্রিয়া (প্রক্রিয়া) বিক্রীড়তি (ক্রীড়া করিতেছে)।

অনুবাদ। মধুমঙ্গলের প্রশ্নে পৌর্ণমাসীর উক্তি :—যাহাতে, প্রশংসা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছে বলিয়া চিত্তে বেদনা প্রদান করে (প্রিয় ব্যক্তি যদি প্রশংসা করে, তাহা তাহার ঔদাসীন্য হইতে জাত—এইরূপ মনে করিয়া চিত্তে দুঃখ জন্মে), যাহাতে নিন্দাও পরিহাসশ্রী পোষণ করিতে করিতে আনন্দ প্রদান করে (প্রিয় যদি নিন্দা করে, তাহা হইলে পরিহাস করিতেছে মনে করিয়া আনন্দ হয়), সেই অনির্ব্বচনীয় সহজ-প্রেমের প্রক্রিয়া কোনও দোষে হ্রাস অথবা গুণে বৃদ্ধি না হইয়াই ক্রীড়া করিতে থাকে। ২৭

অনাতন্বতী—ন + আতন্বতী।

যে প্রেম গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত, দোষ দর্শনে তাহার হ্রাস হইতে পারে এবং নূতন কোনও গুণ দেখিলেও তাহার বৃদ্ধি হইতে পারে ; কিন্তু যে প্রেম দোষ-গুণের কোনও অপেক্ষা রাখে না, যাহা নিরুপাধিক, সাহজিক, দোষে বা গুণে তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। ইহাই সাহজিক প্রেমের ধর্ম্ম।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। ইন্দুবদনা (চন্দ্রমুখী শ্রীরাধা) মম (আমার) নিষ্ঠুরতাং (নিষ্ঠুরতা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) প্রেমাঙ্কুরং (প্রেমাঙ্কুরকে) ভিন্দতী (ভেদ করিয়া) বিধুরে (ব্যথিত) স্বান্তে (চিত্তে) শান্তিধুরাং (ধৈর্য্যাতিশয়) বিধায় (ধারণপূর্ব্বক) প্রায়ঃ (প্রায়) কিং (কি) পরাঞ্চিষ্যতি (আমার প্রতি পরাঙ্মুখী হইবেন) ? কিংবা (অথবা কি) পামর-কাম-কার্ম্মুক-পরিত্রস্তা (নিষ্ঠুর-কন্দর্পের কার্ম্মুকভয়ে ভীত হইয়া) অসূন্ (প্রাণসমূহকে) বিমোক্ষ্যতি (পরিত্যাগ করিবেন) ? হা (হায়)! ময়া (আমাকর্ত্তৃক) মৌগ্ধ্যাৎ (মূঢ়তাবশতঃ) ফলিনী (ফলবতী) মৃদ্বী (কোমলা) মনোরথলতা (মনোরথলতা) উন্মূলিতা (মূলের সাহত উৎপাটিত হইল)।

শ্রীরাধায়া যথা তত্রৈব (২।৬০)—

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥ ২৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যস্যেতি যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উৎসঙ্গে ক্রোড়ে প্রাপ্যং যৎসুখং তস্যাশয়া তৎপ্রাপ্ত্যাশয়া ময়া গুরুভ্যো গুরুজনেভ্যো গুর্ব্বী ত্রপা লজ্জা শিথিলিতা শিথিলীকৃতা। তথা প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ প্রিয়তমাঃ যূয়ং পরিক্লেশিতাশ্চ। তথা সাধ্বীভিঃ পতিব্রতাভিঃ অধ্যাসিতঃ সেবিতঃ সঃ প্রসিদ্ধঃ ধর্ম্মঃ পাতিব্রত্যলক্ষণো মহান্ শ্রেষ্ঠো ধর্ম্মোঽপি ন গণিতো নাদৃতঃ। ধিক্ মম ধৈর্য্যং যৎ যতঃ তদুপেক্ষিতা তেন কৃষ্ণেন উপেক্ষিতা অহং পাপীয়সী জীবামি। চক্রবর্ত্তী। ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। (ললিতা-বিশাখা শ্রীরাধার দূতীরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া শ্রীরাধার প্রেম নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন বলিয়া বাহিরে ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাতে ললিতা-বিশাখা চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বয়স্য মধুমঙ্গল বলিলেন—"বয়স্য! ইঁহারা তো তোমাকে যথেষ্ট আদরই দেখাইলেন; তবে তুমি কেন আর নিজের আদর বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছ? পরে হয়তো তোমাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে?" শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "সখে! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ; রঙ্গ-কৌতুক করিতে যাইয়া আমি এই কি করিয়া ফেলিলাম?" তাঁহার আচরণের কুফল আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনুতাপের সহিত আরও বলিলেন):—

চন্দ্রমুখী শ্রীরাধিকা সখির নিকটে আমার নিষ্ঠুরতার (নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা—নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহার প্রেমের প্রত্যাখানের কথা) শ্রবণ করিয়া প্রেমাঙ্কুর ভেদ করিয়া (আমার প্রতি তাঁহার যে নূতন অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া) (আমার ব্যবহারবশতঃ) ব্যথিত-চিত্তে ধৈর্য্যাতিশয় ধারণ-পূর্ব্বক (আমার সম্বন্ধে ব্যর্থমনোরথ হইয়া যে দুঃখাতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার প্রশমনের নিমিত্ত) আমার প্রতি কি পরাঙ্মুখী হইবেন? কিম্বা তিনি কি নিষ্ঠুর কন্দর্পের কার্ম্মুক (ধনু)-ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন? হায়! হায়! মূর্খতাবশতঃ ফলবতী কোমলা মনোরথ-লতাকে আমি সমূলে উৎপাটিত করিলাম। ২৮

শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য শ্রীকৃষ্ণেরও বলবতী আকাঙ্ক্ষা ছিল; শ্রীরাধার দূতী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার প্রেম নিবেদন করাতে সেই আশা ফলবতী হওয়ারই সূচনা হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাহ্যিক উপেক্ষার ভাবে তাহা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছে—ইহাই শ্লোকের শেষ চরণের তাৎপর্য্য।

"শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, প্রিয়ব্যক্তির প্রেম-পরীক্ষার্থ কপটতামূলক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও, তাহাতে প্রিয়ব্যক্তির মনে কষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত খেদ জন্মে; অর্থাৎ পরিহাসাদিতেও প্রিয়-ব্যক্তির মনে কোনওরূপ-দুঃখ জন্মিবার আশঙ্কায় প্রেমিক ব্যক্তি ভীত হয়েন—ইহাও সাহজিক-প্রেমের একটী ধর্ম্ম।

শ্লো ২৯। অন্বয়। যস্য (যাঁহার—যে শ্রীকৃষ্ণের) উৎসঙ্গসুখাশয়া (উৎসঙ্গ-সুখের আশায়—ক্রোড়ে অবস্থিতি-জনিত সুখের আশায়) ময়া (আমাকর্তৃক) গুরুভ্যঃ (গুরুজনের নিকট হইতে) গুর্ব্বী ত্রপা (গুরুলজ্জা) শিথিলিতা (শথিলিত হইয়াছে), সখি (হে সখি)! তথা (এবং) প্রাণেভ্যঃ অপি (প্রাণ অপেক্ষাও) সুহৃত্তমাঃ (সুহৃত্তম) যূয়ং (তোমরাও) পরিক্লেশিতাঃ (পরিক্লেশিতা হইয়াছ), সাধ্বীভিঃ (স্বাধ্বী নারীগণ কর্তৃক) অধ্যাসিতঃ (সেবিত) সঃ (সেই—প্রসিদ্ধ) মহান্ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ম্মঃ অপি (পাতিব্রত্য-ধর্ম্মও) ন গণিতঃ (গণিত—আদৃত—হয় নাই) —তদুপেক্ষিতা অপি (সেই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও) যৎ (যে) পাপীয়সী (পাপীয়সী) অহং (আমি) জীবামি (জীবিত আছি) (তৎ) (সেইজন্য) ধৈর্য্যং (আমার ধৈর্য্যকে) ধিক্ (ধিক্)।

তত্রৈব (২।৬৯)—

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-

দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি ন হি জানীমহি মনাক্।

বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং

কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥ ৩০

ললিতায়া যথা তত্রৈব (২।৫৩)—

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং

যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং

নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।

অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে

হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমাগরীয়ানভূৎ ॥ ৩১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গৃহান্তরিতি। যদি চ এতাং দশাং নীতা বয়ং তথাপি অধুনা উদাসীনপদবী কিং ন্যায্যা ন্যায়োচিতা তস্মাদস্মাকং বধার্থমেব তব ব্যবসায় ইতিভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ৩০

অন্তঃক্লেশেন কলঙ্কিতাঃ চিহ্নিতাঃ সত্যঃ। মৃত্যোরনন্তরমপ্যয়ং ক্লেশঃ স্থাস্যত্যেবেতি ভাবঃ। হাসঃ তথাপীতি অকারুণ্যং ব্যজ্যতে অস্যাসাং প্রেমা ভবতু কর্ম্মান্ধীকৃতধিয়াং মেধাবিন্যাস্তব ন যুজ্যত ইতিভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ৩১

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। (সখীদিগের নিকট হইতে শ্রীরাধাও যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমকে উপেক্ষা করিয়াছেন, তখন খেদের সহিত বলিলেন) :—হে সখি ! যে শ্রীকৃষ্ণের উৎসঙ্গ-সুখের প্রত্যাশায় গুরুজন হইতে গুরু-লজ্জা শিথিল করিয়াছি, প্রাণ হইতেও সুহৃত্তম তোমাদিগকেই বা কত প্রকার ক্লেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণ-সেবিত প্রসিদ্ধ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মকেও গণনা করি নাই—সেই কৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও পাপীয়সী আমি জীবিত আছি, আমার ধৈর্য্যকে ধিক্। ২৯

উৎসঙ্গ—ক্রোড়, আলিঙ্গন।

"যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া" ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইয়াছে যে, প্রিয়ব্যক্তির সুখের নিমিত্ত প্রেমিকা সৎ-কুল-আর্য্য-পথাদিও অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে ; কিন্তু প্রিয়কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলে জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত, তথাপি প্রিয়ের প্রতি প্রেম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে।—ইহাও নিরুপাধি প্রেমের একটী লক্ষণ।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। নিজ-সহজ-বাল্যস্য বলনাৎ (স্বীয় সহজ-বাল্যস্বভাববশতঃ) গৃহান্তঃ (গৃহমধ্যেই) খেলন্ত্যঃ (খেলা-কারিণী আমরা) ভদ্রং (ভাল) অভদ্রং বা (কিম্বা মন্দ) কিম্ অপি (কিছুই) মনাক্ (সামান্য মাত্রও) ন জানীমহি (জানি না) ; [কৃষ্ণ] (হে কৃষ্ণ) ! (এতাদৃশাঃ) (এইরূপ) বয়ং (আমরা) অশরণাং (নিরাশ্রয়) কাম্ অপি (কোনও এক অনির্ব্বচনীয়) দশাং (দশায়) নেতুং (নীত হইতে) কথং (কিরূপে) যুক্তাঃ (যুক্ত—যোগ্য—হই) ; কথং বা (কিরূপেই বা) তে (তোমাকর্ত্তৃক) উদাসীন-পদবী (উদাসীনতা) প্রথয়িতুং (বিস্তারিত করিতে) ন্যায্যা (সঙ্গতা হইয়াছে) ?

অনুবাদ। (নিজেকে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিতা মনে করিয়া শূন্যে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক অতি দুঃখে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধিকা বলিলেন) :—

হে কৃষ্ণ ! স্বীয়-সহজ-বাল্য-স্বভাব-বশতঃ আমরা গৃহমধ্যে থাকিয়া খেলা করিয়া থাকি। ভাল মন্দ কিছুই জানি না ; আমাদিগকে এতাদৃশ নিরাশ্রয় অবস্থায় লইয়া যাওয়া কি তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে ? আবার সেই অবস্থায় আনিয়া উদাসীনতা অবলম্বন করা কি তোমার উচিত হইল ? ৩০

শ্লো। ৩১। অন্বয়। অন্তঃক্লেশ-কলঙ্কিতাঃ (অন্তঃক্লেশে কলঙ্কিত হইয়া) বয়ম্ (আমরা) অদ্য (আজ) যাম্যাং পুরীং (যমসম্বন্ধীয় পুরীতে) যামঃ (যাইতেছি—যাইতে উদ্যত হইলাম) ; তথাপি (তথাপি) অয়ং (ইনি—শ্রীকৃষ্ণ) বঞ্চন-সঞ্চয়-প্রণয়িনং (বঞ্চনা-সঞ্চয়ে সুনিপুণ) হাসং (হাস্য) ন উজ্ঝতি (পরিত্যাগ করিতেছেন না) হা মেধাবিনি (হা মেধাবিনি) রাধিকে (হা রাধিকে) ! গভীরকপটৈঃ (গাঢ়-কপটতায়) সম্পুটিতে (প্রচ্ছন্ন)

পৌর্ণমাস্যা যথা তত্রৈব (৩।১৩)—
হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকাবাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচীভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি॥ ৩২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে কৃষ্ণার্ণব! রধিকাবাহিনী রাধিকানদী ত্বাং লেভে। কিং কৃত্বা ধবতরোর্নিকটমপি দূরে পথি হিত্বা ধববৃক্ষা যত্র স্যুস্ততো নদ্যো ন নিঃসরন্তীতি প্রসিদ্ধেঃ পক্ষে অত্র ধবো ভর্ত্তা। ধর্ম্ম এব সেতুস্তস্য ভঙ্গে উদীর্ণমগ্রং যস্যাঃ। গুরুং বিশালং শিখরিণং গুরুজনঞ্চ শিখরিতুল্যকঠোরম্। গুরুং গুরুজনমেব শিখরিণমতি বা রংহসা বেগেন নবো নূতনঃ রসো জলীয়স্বাদুত্বং স্রোতোভিঃ ক্বাপি অপর্য্যুষিতত্বাৎ। নব শান্তশৃঙ্গারাদয়োরসা যস্যাং ক্বচিদ্বিশ্লেষাদৌ নির্ব্বেদাদি-স্থায়িত্বেন শান্তাদীনামুদ্বোধাৎ। ত্বঞ্চ সমুদ্র ইব বাগ্ভিরেব বীচীভিঃ কিমিতি বৈমুখ্যং করোষীতি। চক্রবর্ত্তী। ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

অস্মিন্ (এই) আভীরপল্লীবিটে (আভীর-পল্লীবাসী ধূর্ত্তে) কথং (কিরূপে) তব (তোমার) প্রেমা (প্রেম) গরীয়ান্ (গুরুতর) অভূৎ (হইল) ?

অনুবাদ। ললিতা-বিশাখাকর্ত্তৃক শ্রীরাধার প্রেম-নিবেদনের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন বাহ্যিক উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন, তখন অত্যন্ত খেদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই সম্ভবতঃ বিশাখাকে লক্ষ্য করিয়া ললিতা বলিলেন :—অদ্য অন্তঃক্লেশে কলঙ্কিত হইয়া যমপুরী গমনে উদ্যত হইলাম; তথাপি ইনি বঞ্চনা-সঞ্চয়ে সুনিপুণ হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না। হা মেধাবিনি! রাধিকে! গভীর কপটতায় প্রচ্ছন্ন এই আভীর-পল্লী-বিটে কি প্রকারে তোমার গুরুতর প্রেম হইল ? ৩১

অন্তঃক্লেশ-কলঙ্কিতাঃ—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় মনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া। সতীকুল-শিরোমণি শ্রীরাধা রূপে গুণে রমণীসমাজে বরণীয়া; তাঁহার পক্ষে পরপুরুষে প্রেমনিবেদন নিতান্ত অশোভন; তথাপি অনুরাগের আতিশয্যে তিনি তাহা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছে উপেক্ষা; ইহা যে প্রাণান্তক দুঃখদায়ক, তাহাই "অন্তঃক্লেশ-কলঙ্কিতাঃ"-শব্দে সূচিত হইতেছে। **বঞ্চন-সঞ্চয়-প্রণয়িনং হাসং**—বঞ্চনের (প্রতারণার) সঞ্চয় (সমূহ), তদ্বিষয়ে প্রণয়ী (সুনিপুণ) হাস্য; যে হাসির অন্তরালে প্রতারণা লুক্কায়িত এবং যে হাসি দেখিয়া লোক ভুলিয়া যায়, প্রতারণার ফাঁদে পতিত হয়। ললিতার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—"শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাসি দেখিয়াই আমরা আকৃষ্ট হইয়া প্রতারিত হইয়াছি; তাহার ফলে আমাদের এখন মৃত্যুদশা উপস্থিত; কিন্তু আমাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়াও যেন তাঁহার দয়া হইল না, আমাদিগকে আরও প্রতারিত করার বাসনা বোধ হয় এখনও তাঁহার আছে; ইহা অনুমান করার হেতু এই যে, যে হাসি দ্বারা তিনি আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন, সেই প্রতারণাময় হাসি এখনও তাঁহার মুখে বিরাজিত"। শ্রীরাধার কথা স্মরণপথে উদিত হওয়ায়, অত্যন্ত খেদের সহিত ললিতা বলিয়া উঠিলেন :—হায় মেধাবিনি রাধিকে! তোমার সমস্ত মেধাশক্তি—তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—বৃথাই হইল; কারণ, তোমার মত মেধাবিনী নারী কিরূপে **গভীরকপটৈঃ**—গাঢ় কপটতাদ্বারা **সম্পূটিতে**—আচ্ছন্ন এই **আভীরপল্লীবিটে**—গোপপল্লীবাসী ধূর্ত্তশিরোমণি নন্দ-নন্দনে গাঢ় প্রেম স্থাপন করিতে পারে, তাহাতো বুঝিতে পারি না! তোমার মেধা, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও এই শঠের শঠতা ভেদ করিতে পারিল না! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এভাবে প্রতারিত হইয়াও তুমি সেই শঠ বঞ্চকের প্রতি প্রেম নিবেদনের জন্যই এখনও ব্যাকুল!!

শ্লো। ৩২। অন্বয়। কৃষ্ণার্ণব (হে কৃষ্ণার্ণব)! ধর্ম্মসেতোঃ (ধর্ম্মরূপ সেতুর) ভঙ্গোদগ্রা (ভঙ্গে সমর্থা) নবরসা (নবরসা) রাধিকাবাহিনী (রাধিকারূপ নদী) ধবতরোঃ (ধবতরুর) অন্তিকং (সান্নিধ্য) দূরে পথি (দূরপথে) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) রংহসা (বেগদ্বারা) গুরুশিখরিণং (গুরুজনরূপ পর্ব্বতকে) লঙ্ঘয়ন্তী) উলঙ্ঘন

রায় কহে—বৃন্দাবন মুরলীনিঃস্বন।
কৃষ্ণ-রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ? ॥ ১২৪

কহ, তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপগোসাঞি কহে করি নমস্কার ॥ ১২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া) ত্বাং (তোমাকে) লেভে (প্রাপ্ত হইয়াছে); কিম্ ইব (কেন তবে) [ত্বং] (তুমি) বাগ্বীচিভিঃ (বাক্যরূপ তরঙ্গ দ্বারা) অস্যাঃ (ইহার—এই রাধা-নদীর) বিমুখীভাবম্ (বিমুখভাব) তনোষি (বিস্তার করিতেছ) ?

অনুবাদ। দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন:—হে কৃষ্ণার্ণব! ধর্ম্ম-সেতুভঙ্গ-সমর্থা নবরসা রাধিকানদী ধব-তরুর সান্নিধ্য দূরপথে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় বেগে গুরুজনরূপ পর্ব্বতকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; তবে কেন তুমি বাক্যরূপ তরঙ্গ দ্বারা ইঁহাকে বিমুখী করিতেছ ? ৩২

রাধারূপ নদী কৃষ্ণরূপ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে অর্থাৎ নদী যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন—মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছেন। কিরূপ সেই রাধানদী ? ধর্ম্মসেতুভঙ্গে সমর্থা—ধর্ম্মরূপ সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সমর্থা; নদী যেমন তাহার গতিপথে পতিত সেতুসমূহকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রবল বেগে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, শ্রীরাধাও তেমনি স্বীয় প্রেমের প্রভাবে লোক-ধর্ম্ম-বেদধর্ম্ম-গৃহধর্ম্মাদি সমস্তকে উপেক্ষা করিয়া—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আর কিরূপ ? নবরসা—এস্থলে নব-শব্দ এবং রস-শব্দ দ্ব্যর্থক; নদীপক্ষে নব অর্থ নূতন; আর রস অর্থ জল; নদীতে স্রোত থাকে বলিয়া জল স্থিতিশীল হইয়া থাকিতে পারে না; নদী সর্ব্বদাই নূতন নূতন জলে পরিপূর্ণ থাকে। আর শ্রীরাধাপক্ষে নবরস অর্থ শৃঙ্গারাদি নয়টী রস। অথবা, বিচিত্র বৈদগ্ধীবশতঃ নিত্য নূতন নূতন রসের উৎস বলিয়া শ্রীরাধাকে নবরসা বলা হইয়াছে। আর কিরূপ ? ধবতরুর সান্নিধ্য দূরপথে পরিত্যাগকারিণী। এস্থলেও ধব-শব্দ দ্ব্যর্থক; নদীপক্ষে—ধব এক রকম বৃক্ষের নাম; যে স্থানে ধব-বৃক্ষ থাকে, সে স্থান দিয়া নদী যাইতে পারে না; তাই সেই স্থানের বহুদূরবর্ত্তী স্থান দিয়াই—ধবতরুকে বহুদূরপথে রাখিয়া—নদী প্রবাহিত হয়। আর শ্রীরাধা পক্ষে—ধব অর্থ পতি; ধবতরু—পতিরূপ তরু। নদী যেমন ধবতরুকে বহুদূরে রাখিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, শ্রীরাধাও তেমনি লৌকিক-লীলায় স্বীয় পতিম্মন্যকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া—আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া—শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ছুটিয়া চলিয়াছেন। আর কিরূপ ? গুরুশিখরীর উল্লঙ্ঘন-কারিণী। গুরু (গুরুজনরূপ) শিখরীর (পর্ব্বতের) উল্লঙ্ঘনকারিণী। নদী যেমন স্বীয় বেগের প্রভাবে উচ্চ পর্ব্বতকেও ভাসাইয়া চলিয়া যায়, শ্রীরাধাও তেমনি স্বীয় প্রেমের প্রভাবে শ্বাশুড়ী আদি গুরুজনের মর্য্যাদাকে অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি করিতেছেন ? বাক্যরূপ তরঙ্গ দ্বারা রাধানদীকে বিমুখী করিতেছেন। নদী যখন সমুদ্রে পতিত হইতে থাকে, তখন স্বীয় তরঙ্গের আঘাতে সমুদ্র যেমন তাহার গতিকে ফিরাইয়া দিতে চাহে, তদ্রূপ শ্রীরাধা যখন বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন কপট বাক্‌চাতুরী দ্বারা নিজের অনিচ্ছা প্রকাশের ভাণ করিয়া যেন শ্রীরাধার প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করিতেছেন।

"গৃহান্তঃ" ইত্যাদি, "অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ" ইত্যাদি এবং "হিত্বা দূরে" ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে দেখান হইয়াছে যে, নিজের প্রতি প্রিয়ব্যক্তির ঔদাসীন্য সত্ত্বেও প্রেমিকার প্রেম কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় না।

উক্ত ছয়টী শ্লোকেই প্রেমের ধর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, "শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং" হইতে "হিত্বা দূরে" পর্য্যন্ত পাঁচটী শ্লোক অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অতিরিক্ত পাঠ। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

১২৪। রায় কহে ইত্যাদি। রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৃন্দাবনের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছ, মুরলীর কিরূপ বর্ণনা করিয়াছ, মুরলীর ধ্বনির কিরূপ বর্ণনা করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছ এবং শ্রীরাধিকারই

বিদগ্ধমাধবে (১।৪১,৪২,৪৮)—
সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি॥ ৩৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

গন্ধস্যেত্যুৎপূতি সুতি সুরভিশ্চেতি ইচ্ সমাসান্তঃ। মাকন্দানাং আম্রাণাং তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তি। চক্রবর্ত্তী। ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বা কিরূপ বর্ণনা করিয়াছ, বল।” **বৃন্দাবন-মুরলী-নিঃস্বন**—বৃন্দাবন, মুরলী ও মুরলীর ধ্বনি (নিঃস্বন)। **কৃষ্ণ-রাধিকার**—শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার।

পরবর্ত্তী “সুগন্ধৌ” ইত্যাদি, “বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতম্” ইত্যাদি ও “ক্বচিদ্ ভৃঙ্গীগীতম্” ইত্যাদি তিন শ্লোকে বৃন্দাবনের বর্ণনা দিয়াছেন।

“পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়ম্” ইত্যাদি, “সদ্বংশতস্তব” ইত্যাদি ও “সখি মুরলী” ইত্যাদি তিন শ্লোকে মুরলীর বর্ণনা দিয়াছেন।

“রুন্ধন্নম্বুভৃতঃ” ইত্যাদি শ্লোকে বংশী-ধ্বনির বর্ণনা দিয়াছেন।

“অয়ং নয়নদণ্ডিত”-ইত্যাদি, “জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গি”-ইত্যাদি, “কুলবরতনুধর্ম্ম”-ইত্যাদি এবং “মহেন্দ্রমণিমণ্ডলী”-ইত্যাদি চারি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হইয়াছে।

“বলাদক্ষ্ণোঃ”-ইত্যাদি, “বিধুরেতি দিবা”-ইত্যাদি, এবং “প্রমদরসতরঙ্গ”-ইত্যাদি তিন শ্লোকে শ্রীরাধার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরূপগোস্বামী এস্থলে বিদগ্ধমাধব-নাটকের শ্লোকই শুনাইতেছেন; পরবর্ত্তী পয়ারে রায় রামানন্দ ললিত-মাধবের শ্লোক শুনিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেনও—“দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দীব্যবহার।” ইহাতে বুঝা যায়, এস্থলে শ্রীরূপ যে সকল শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই বিদগ্ধমাধবের শ্লোকই হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ-বর্ণনাত্মক ৪১।৪২।৪৩ সংখ্যক শ্লোক-তিনটী ললিতমাধব হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, এই শ্লোকত্রয় এখানে অতিরিক্ত পাঠ—অর্থাৎ রায়-রামানন্দের নিকটে শ্রীরূপ এই শ্লোক-তিনটীর উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থেই যখন এই শ্লোক তিনটী এস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন শ্রীরূপ যে ইহাদের উল্লেখ করেন নাই, তাহা কিরূপে মনে করা যায়? আমাদের মনে হয়, রামানন্দ-রায়কে যখন শ্রীরূপ নাটক শুনাইতেছিলেন, তখন উক্ত শ্লোক তিনটী বিদগ্ধ-মাধবের পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্তই ছিল; পরে ললিত-মাধবে নেওয়া হইয়াছে। এজন্যই বিদগ্ধ-মাধবের আলোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত শ্লোকত্রয় উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৩। **অন্বয়।** মাকন্দ-প্রকর-মকরন্দস্য (আম্র-মুকুল-সমূহের মকরন্দের) বিনিস্যন্দে (ক্ষরিত) সুগন্ধৌ (সুগন্ধি) মধুরে (মাধুর্য্যে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং (বন্দীকৃত হইয়াছে ভ্রমরসমূহ যে বৃন্দাবনে) চন্দনগিরেঃ (এবং মলয় পর্ব্বতের) মন্দোন্নতিভিঃ (মৃদুপ্রবাহ) অনিলৈঃ (বায়ুদ্বারা) কৃতান্দোলং (আন্দোলিত হইতেছে যে বৃন্দাবন, সেই) ইদং (এই) বৃন্দাবিপিনং (বৃন্দাবন) মম (আমার) অতুলং (অতুলনীয়) আনন্দং (আনন্দ) তুন্দিলয়তি (বর্দ্ধন করিতেছে)।

অনুবাদ। বৃন্দাবনের শোভা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন:—হে সখে মধুমঙ্গল! যে বৃন্দাবনের আম্রমুকুলসমূহ হইতে ক্ষরিত মকরন্দের (পুষ্পরসের—মধুর) সুগন্ধিমাধুর্য্যে ভ্রমরসমূহ পুনঃ পুনঃ বন্দীকৃত হইতেছে এবং মলয়-পর্ব্বতের মৃদুপ্রবাহ বায়ুদ্বারা যে বৃন্দাবন আন্দোলিত হইতেছে—সেই এই বৃন্দাবন আমার অতুলনীয় আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে। ৩৩

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ॥ ৩৪

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্॥ ৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বৃন্দাবনমিতি। বৃন্দাবনং দিব্যলতাভিঃ পরীতং বেষ্টিতম্। লতাশ্চ পুষ্পৈঃ স্ফুরিতানি দ্যোতিতানি অগ্রাণি ভজন্তীতি তথা। তানি চ পুষ্পাণি চ স্ফীতা আনন্দিতা মধুব্রতাঃ ভ্রমরা যেষু তথাভূতানি। তে চ মধুব্রতাঃ শ্রুতিং শ্রবণেন্দ্রিয়ং মাধুর্য্যেন হর্ত্তুং শীলং যেষাং তথাভূতানি গীতানি যেষাং তে ইতি। ৩৪

শিশিরতা স্নিগ্ধতা, ধারাশালী পংক্তিক্রম-বিন্যাসবিশিষ্টা, করকফলফালী দাড়িম্বফলশ্রেণী, হৃষীকাণাং শ্রবণ-নাসিকা-নেত্র-ত্বগ্রসনানাম্। চক্রবর্ত্তী। ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাকন্দ-প্রকর-মকরন্দস্য—মাকন্দের (আম্রবৃক্ষের—আম্র-মুকুলের) প্রকর (সমূহ), তাহাদের মকরন্দ (পুষ্পরস—মধু), তাহার। **চন্দনগিরেঃ**—চন্দনের গিরির (পর্ব্বতের); চন্দন জন্মে যে পর্ব্বতে তাহার। মলয়-পর্ব্বতের।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদগ্ধমাধবে বসন্তকালের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বসন্তের সমাগমে বৃন্দাবনস্থ আম্রবৃক্ষ-সকল মুকুলিত হইয়াছে; মুকুল-সমূহ হইতে মধু ক্ষরিত হইতেছে; মধুর সুগন্ধে ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরসমূহ ঘুরিয়া-ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ মুকুলের প্রতি ধাবিত হইতেছে—মনে হইতেছে যেন, পুষ্পরসের সুগন্ধে ও মাধুর্য্যে তাহারা বন্দীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আবার মৃদুমন্দ-মলয়-বায়ুও ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইয়া বৃন্দাবনের রমণীয়তা বর্দ্ধিত করিতেছে; বৃন্দাবনের এসকল শোভা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।

এই শ্লোকে বৃন্দাবনের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। হে সখে! এই বৃন্দাবন দিব্যলতায় পরিবেষ্টিত; সেই লতাসকলের অগ্রভাগে কুসুমরাজি পরিস্ফুরিত; সেই কুসুম-শ্রেণীতে মধুকরগণ মধুপানে আনন্দিত এবং সেই মধুকরগণ কর্ণ-রসায়ন-গানে প্রবৃত্ত। ৩৪

এই শ্লোকেও বৃন্দাবনের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে; ইহা শ্রীদামের প্রতি বলদেবের উক্তি।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের নিকট বৃন্দাবনের শোভা-সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

কোনও স্থানে মধুকরীগণের সুমধুর গীত হইতেছে, কোনও স্থলে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোনও স্থানে লতাগণ নৃত্য করিতেছে, কোনও স্থানে মল্লিকা-কুসুমের পরিমলে বন আমোদিত হইতেছে, কোনও স্থানে শ্রেণীবদ্ধ দাড়িমী-ফল-পরম্পরায় রসপূর বিরাজিত রহিয়াছে; অতএব এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়গণের পরমানন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে। ৩৫

অনিলভঙ্গীশিশিরতা—অনিলের (বায়ুর) ভঙ্গী (গতিবিশেষ, প্রবাহ), তদ্দ্বারা শিশিরতা (শৈত্য, শীতলতা); বায়ুপ্রবাহজনিত শীতলতা। **বল্লীলাস্যং**—বল্লীসমূহের (লতাসমূহের) লাস্য (নৃত্য)। **অমলমল্লীপরিমলঃ**—অমল (পরিষ্কার—অতিসুন্দর) মল্লীর (মল্লিকাফুলের) পরিমল (গন্ধ)। **ধারাশালী করকফলপালীরসভরঃ**—ধারাশালী (ধারাবিশিষ্ট—পংক্তিক্রমবিন্যাসবিশিষ্ট) করকফলের (দাড়িম্বফলের) পালীর (শ্রেণীর) রসভর (রসপূর); শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত দাড়িম্ববৃক্ষ-সমূহের রসগর্ভ ফলসমূহ। **হৃষীকাণাং**—ইন্দ্রিয়সমূহের।

মুরলী যথা তত্রৈব (৩।২)—

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো

বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।

তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বুনদময়ী

করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী॥ ৩৬

তথা তত্রৈব (৫।১১)—

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য

পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।

কস্মাত্ত্বয়া বত গুরোর্বিষমা গৃহীতা

গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা॥ ৩৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উভয়তঃ শিরসি পুচ্ছে চ অঙ্গুষ্ঠত্রয়-পরিমিতং প্রদেশং ব্যাপ্য অসিতরত্নৈঃ ইন্দ্রনীলমণিভিঃ পরামৃষ্টা খচিতা। তৎপরিসরৌ অরুণৈঃ মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ শিরোঽঙ্গুষ্ঠত্রয়াত্তরম্ অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য পুচ্ছাঙ্গুষ্ঠত্রয়াৎ পূর্ব্বম্ অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য যৌ দ্বৌ পরিসরৌ তৌ ব্যাপ্যেত্যর্থঃ তয়োর্মধ্যে তথৈব ব্যাখ্যেয়ম্ হীরৈরুজ্জ্বলং যৎ বিমলং জাম্বুনদং কনকং তন্ময়ী। চক্রবর্ত্তী। ৩৬

কস্মাদ্‌গুরোঃ সকাশাদ্দীক্ষা গৃহীতা। কস্মাৎ কারণাৎ ইতি বা। চক্রবর্ত্তী। ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভ্রমরীর গান কর্ণের, বায়ুর শীতলতা ত্বকের, লতার নৃত্য চক্ষুর, মল্লিকাপুষ্পের গন্ধ নাসিকার এবং দাড়িম্বফলের রস জিহ্বার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।

এই শ্লোকেও বৃন্দাবনের গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়। উভয়তঃ (উভয়দিকে—শিরোভাগে ও পুচ্ছভাগে) অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং (অঙ্গুষ্ঠত্রয়—তিন অঙ্গুলি পরিমিতস্থান) [ব্যাপ্য] (ব্যাপিয়া) অসিতরত্নৈঃ (ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা) পরামৃষ্টা (খচিতা) অরুণৈঃ (অরুণবর্ণ) মণিভিঃ (মণিদ্বারা) সঙ্কীর্ণৌ (ব্যাপ্ত—খচিত) তৎপরিসরৌ (তৎপরিসরদ্বয়—শিরোদেশের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পরে এবং পুচ্ছদেশের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পূর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠত্রয়পরিমিত পরিসরদ্বয় অর্থাৎ স্থানদ্বয়) বহন্তী (বহনকারিণী), তয়োঃ (তাহাদের—এই অরুণবর্ণ-পরিসরদ্বয়ের) মধ্যে (মধ্যস্থলে) হীরোজ্জ্বলবিমল-জাম্বুনদময়ী (হীরকদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত বিশুদ্ধ-জাম্বুনদময়ী) কল্যাণী (কল্যাণী—মঙ্গলময়ী) ইয়ং (এই) কেলিমুরলী (কেলিমুরলী) হরেঃ (শ্রীহরির—শ্রীকৃষ্ণের) করে (হস্তে) বিলসতি (বিরাজ করিতেছে)।

অনুবাদ। যাহার শিরোভাগে এবং পুচ্ছভাগে অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিত স্থান ইন্দ্র-নীলমণি-দ্বারা খচিত, যাহার শিরো-দেশের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পরে এবং পুচ্ছদেশের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পূর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠত্রয়-পরিমিত পরিসরদ্বয় অরুণ-বর্ণ মণিদ্বারা খচিত এবং যাহার এই অরুণবর্ণ পরিসরদ্বয়ের মধ্যস্থল হীরকদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত বিশুদ্ধস্বর্ণময়, সেই কল্যাণী কেলি-মুরলী শ্রীকৃষ্ণের করে বিলাস করিতেছে। ৩৬

জাম্বুনদ—স্বর্ণ (২।২।৩৮-ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণের কেলি-মুরলীর দুই প্রান্তে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা খচিত ; দুই প্রান্ত হইতে তিন তিন অঙ্গুলি পরে দুই দিকেই আবার তিন তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অরুণবর্ণ মণিদ্বারা খচিত ; ঠিক মধ্যস্থলের স্থানটি স্বর্ণদ্বারা জড়িত এবং সেই স্বর্ণও হীরকদ্বারা খচিত। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর রূপ-বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

মুরলীর লক্ষণ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—"হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্রসমন্বিতা। চতুঃস্বর-ছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী॥—মুরলী লম্বায় দুইহাত, ইহার মুখে রন্ধ্র আছে, ইহাতে স্বরের ছিদ্রও আছে এবং ইহার স্বরও অতি মনোহর। ২।১।১৮৮॥"

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। মুরলিকে (হে মুরলিকে)! সদ্বংশতঃ (সদ্‌বংশে—উত্তম বাঁশে) তব (তোমার) জনিঃ (জন্ম), পুরুষোত্তমস্য (পুরুষোত্তমের—পুরুষদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রীকৃষ্ণের) পাণৌ (হস্তে) স্থিতিঃ (তোমার অবস্থিতি) জাত্যা (জাতিতেও) সরলা (সরল) অসি (হও); সখি (হে সখি)! ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) কস্মাৎ

তথা তত্রৈব (৪।৭)—

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ৩৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

লঘুঃ ক্ষুদ্রা। শশ্বন্নিরন্তরম্ যচ্চুম্বনানন্দং তেন সান্দ্রো নিবিড়ো যো হরিকরস্য পরিরম্ভঃ আলিঙ্গনং দৃঢ়তরগ্রহণমিতি যাবৎ। চক্রবর্ত্তী। ৩৮।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গুরোঃ (কোন্ গুরুর নিকট হইতে) বিষমা (বিষম) গোপাঙ্গনাগণবিমোহন মন্ত্রদীক্ষা (গোপাঙ্গনাগণের বিমোহন-মন্ত্রের দীক্ষা) গৃহীতা (গৃহীত হইয়াছে)।

অনুবাদ। হে মুরলিকে! সদ্বংশে (উত্তম বাঁশে) তোমার জন্ম, পুরুষোত্তমের করে তোমার অবস্থিতি, এবং জাতিতেও তুমি সরলা; অহো! তথাপি গোপাঙ্গনাগণের মোহন-মন্ত্রের বিষমদীক্ষা কোন্ গুরুর নিকটে তুমি গ্রহণ করিয়াছ? ৩৭

মুরলীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেনঃ—মুরলি! উত্তম-বংশে যাহার জন্ম, পুরুষোত্তমের হস্তে—উত্তম স্থানে—যাহার অবস্থিতি, জাতিতেও যে অত্যন্ত সরল, তাহার পক্ষে কোনও অসঙ্গত—কুটিল—কাজ করা সঙ্গত নহে; কিন্তু মুরলি! তুমি তাহা করিয়াছ—উত্তম বংশে সরল জাতিতে তোমার জন্ম হইয়া থাকিলেও তুমি নারীগণকে—সরলা গোপাঙ্গনাগণকে বিমুগ্ধ করিয়া থাক। **পক্ষান্তরে** অর্থ—সদ্বংশে—সৎ (উত্তম—ভাল) বংশে (বাঁশে); ভাল বাঁশে। মুরলী সরল বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত; তাই তাহাকে জাতিতে সরলা এবং সদ্বংশজাতা (উত্তম বাঁশের তৈয়ারী) বলা হইয়াছে। "হে মুরলি! জড়-বাঁশ দ্বারা তুমি প্রস্তুত; বুদ্ধি-বিবেচনা তোমার থাকার সম্ভাবনা নাই; দেখিতেও সরল—কুটিলতা তোমাতে থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু তুমি কিরূপে সরলা গোপাঙ্গনাদিগকে বিমোহিত করিবার কুটিল কৌশল শিক্ষা করিলে?"

স্থূলার্থ এই যে—সামান্য বাঁশের মুরলীর মধুর শব্দে গোপাঙ্গনাগণ বিমুগ্ধ হইয়াছেন।

এই শ্লোকে মুরলীর গুণবর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। সখি মুরলি (হে সখি মুরলি)! ত্বং (তুমি) বিশাল-ছিদ্রজালেন (বিশাল ছিদ্রজালে) পূর্ণা (পরিপূর্ণ), লঘুঃ (লঘু—ক্ষুদ্র), অতিকঠিনা (অতিশয় কঠিন), নীরসা (নীরস) গ্রন্থিলা (গ্রন্থিল—গ্রন্থিযুক্ত) অসি (হও), তদপি (তথাপি) কেন পুণ্যোদয়েন (কোন্ পুণ্যের প্রভাবে) শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং (নিরন্তর-চুম্বনানন্দদ্বারা নিবিড়তাপ্রাপ্ত) হরিকর-পরিরম্ভং (শ্রীহরিকরের আলিঙ্গন) ভজসি (প্রাপ্ত হইতেছ)?

অনুবাদ। হে সখি মুরলি! তুমি বিশাল-ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয়-কঠিনা, নীরসা এবং গ্রন্থিলা; তথাপি কি পুণ্যের প্রভাবে নিরন্তর চুম্বনানন্দদ্বারা নিবিড়তাপ্রাপ্ত হরি-করের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়াছ? ৩৮

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা মুরলী বাজাইয়া থাকেন; তাই মুরলী সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের অধর-স্পর্শ পাইয়া থাকে; ইহাকেই মুরলীর অত্যন্ত সৌভাগ্য মনে করিয়া শ্রীরাধা মুরলীকে স্বীয় সখীর তুল্য মনে করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। কথাগুলির তাৎপর্য্য এই যে—মুরলী যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, সে তাহা পাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য; যেহেতু সে—মুরলী—বিশাল-ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ—বহুদোষে দুষ্ট; তাহার উপরে সে অত্যন্ত লঘু, অত্যন্ত কঠিন, রসহীন এবং গ্রন্থিল—অসরল; এত ত্রুটী থাকাসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের চুম্বন এবং শ্রীকৃষ্ণ-করের আলিঙ্গনলাভের সৌভাগ্য তাহার কিছুতেই হইতে পারে না; কিন্তু তথাপি মুরলী সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে; তাতে মনে হয়, মুরলী কোনও বিশেষ পুণ্যকার্য্য করিয়া থাকিবে। তাই বোধ হয় শ্রীরাধা মুরলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুরলি! তুমি

তথা তত্রৈব (১।৪৪)—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্
বিস্মারয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্
ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥ ৩৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অম্বুভৃতঃ সমুদ্রান্ বা মেঘান্, ধ্যানাদন্তরয়ন্ ধ্যানং ত্যজয়ন্ ঔৎসুক্যাবলিভিঃ রসাতলস্থস্য মম কেন ভাগ্যেন তন্নিকট-গমনং ভবিষ্যতি ইত্যৌৎসুক্যসমূহৈঃ, চটুলয়ন্ চঞ্চলীকুর্ব্বন্, ভোগীন্দ্রম্ অনন্তম্। চক্রবর্ত্তী। ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমার সখীর তুল্য; আমার সুখ-দুঃখের তীব্রতা, আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা—সমস্তই তুমি উপলব্ধি করিতে পার; শ্রীকৃষ্ণের অধর-স্পর্শের নিমিত্ত আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, কিন্তু সখি, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না; কোন্ পুণ্যের প্রভাবে তুমি তাহা পাইয়াছ, তাহা আমাকে বল সখি! আমিও না হয় সেই পুণ্য অর্জ্জনের চেষ্টা করিব।”

এই শ্লোকেও মুরলীর গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শ্লোকে “অতিকঠিনা ত্বং”-স্থলে “কঠিনাত্মা” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। বংশীধ্বনিঃ (শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি) অম্বুভৃতঃ (সমুদ্র-তরঙ্গকে বা মেঘের গতিকে) রুন্ধন্ (রোধ করিয়া), তুম্বুরুং (তুম্বুরু-ঋষিকে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ (আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া) সনন্দনমুখান্ (সনন্দনাদি ঋষিগণকে) ধ্যানাৎ (ধ্যান হইতে) অন্তরয়ন্ (বিচলিত করাইয়া) বেধসং (সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকে) বিস্মারয়ন্ (সৃষ্টিকার্য্য বিস্মৃত করাইয়া) ঔৎসুক্যাবলিভিঃ (ঔৎসুক্য-পরম্পরাদ্বারা) বলিং (বলিকে) চটুলয়ন্ (চঞ্চল করাইয়া) ভোগীন্দ্রং (ধরণীধর অনন্তদেবকে) আঘূর্ণয়ন্ (বিঘূর্ণিত করাইয়া) অণ্ডকটাহভিত্তিং (ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহভিত্তি) ভিন্দন্ (ভেদ করিয়া) বভ্রাম (ভ্রমণ করিয়াছে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি—সমুদ্র-তরঙ্গকে অথবা মেঘের গতিকে রোধ করিয়া, গায়ক-শ্রেষ্ঠ তুম্বুরু-ঋষিকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া, ব্রহ্মাসক্ত সনন্দনাদি ঋষির ধ্যানভঙ্গ করাইয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা-বিধাতার সৃষ্টিনির্ম্মাণ-কার্য্য ভুলাইয়া, ঔৎসুক্য-পরম্পরাদ্বারা ধৈর্য্যশালী বলিকে চঞ্চল করিয়া, ধরণীধর অনন্ত-দেবের মস্তক ঘুরাইয়া,—ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহ (কড়াই) ভেদ করিয়া বাহিরে যাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করিয়াছে। ৩৯

এই শ্লোকেও বংশীধ্বনির গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এতই মধুর, এতই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন যে, তদ্দ্বারা সমুদ্র-তরঙ্গের গতি এবং মেঘের গতিও স্তম্ভিত হইয়া যায়। গায়ক-শ্রেষ্ঠ যে তম্বুরু ঋষি—যিনি সমস্ত মধুর স্বর-লহরীর সহিত পরিচিত, তাঁহার পক্ষেও বংশীর অপূর্ব্ব স্বর-মাধুর্য্য অশ্রুতপূর্ব্ব এবং অননুভূত-পূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়; তাই তিনিও বংশীর স্বর-মাধুর্য্যে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া যায়েন; সনক-সনন্দনাদি ঋষিগণ—যাঁহারা অন্য সমস্ত ভুলিয়া একমাত্র ব্রহ্মানন্দেই নিমগ্ন হইয়া আছেন, বংশীধ্বনির অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে তাঁহাদের চিত্তও ব্রহ্মানন্দ হইতে বিচলিত হয়। বংশীধ্বনির অদ্ভুত-শক্তিতে ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্য ভুলিয়া যায়েন, গাম্ভীর্য্যবারিধি বলিও চঞ্চল হইয়া উঠেন। যিনি স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিতেছেন, বংশীধ্বনি শুনিয়া সেই অনন্তদেবও বিচলিত হইয়া পড়েন। আর এই অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; প্রকট-লীলায় ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করেন, তখন সেই ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও পরব্যোম অতিক্রম করিয়া গোলোকে যাইয়া উপনীত হয়।

এই শ্লোকে “বিস্মারয়ন্”-স্থলে “বিস্মাপয়ন্”-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; বিস্মাপয়ন্—বিস্মিত করাইয়া।

কৃষ্ণো যথা তত্রৈব (১।৩৬)—

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ॥ ৪০

তথা ললিতমাধবে (৪।২৭)—

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে
লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
রিঙ্গদ্‌ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু॥ ৪১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

জাগুড়ং কুঙ্কুমং পরিষ্ক্রিয়া অলঙ্কারঃ। অলঙ্কারস্ত্বাভরণং পরিষ্কারো বিভূষণম্। গারুত্মতম্ মরকতমশ্মগর্ভম্ হরিন্মণিরিত্যমরঃ। অরণ্যে জায়ন্তে যে তে অরণ্যজাঃপুষ্পাদয়স্তৈর্জাতা যে পরিষ্ক্রিয়াঃ অলঙ্কারাঃ বনমালাদয়স্তৈর্দমিতং তিরস্কৃতং দিব্যবেশানামাদরো যেন সঃ। চক্রবর্ত্তী। ৪০

হে বরাঙ্গি। পুরো মূর্ত্তিমন্তং পরমানন্দং স্বীকুরু। মূর্ত্তিমত্ত্বে জঙ্ঘাধ ইত্যাদি বিশেষণম্। চক্রবর্ত্তী। ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪০। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। যাঁহার নয়নশোভায় পুণ্ডরীকের প্রভা তিরস্কৃত হইয়াছে, যাঁহার পরিহিত পীতাম্বর দ্বারা নবকুঙ্কুমের শোভা বিড়ম্বিত হইয়াছে, যাঁহার বন্যবেশ দ্বারা দিব্যবেশের আদর দমিত হইয়াছে এবং মরকতমণির ন্যায় কান্তিদ্বারা যাঁহার অঙ্গ সমুজ্জ্বল, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। ৪০

নয়নদণ্ডিত-প্রবর-পুণ্ডরীকপ্রভঃ—নয়নদ্বারা (নয়ন-শোভায়) দণ্ডিত (তিরস্কৃত—পরাভূত) হইয়াছে প্রবর (শ্রেষ্ঠ) পুণ্ডরীকের (নীলপদ্মের) প্রভা (শোভা) যাঁহা কর্ত্তৃক ; যাঁহার নয়নের শোভার তুলনায় শ্রেষ্ঠ নীলপদ্মের শোভাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ **নবজাগুড়-দ্যুতিবিড়ম্বি-পীতাম্বরঃ**—নবজাগুড়ের (নূতন কুঙ্কুমের) দ্যুতি (শোভা) বিড়ম্বিত (তিরস্কৃত) হইয়াছে যাঁহার পীতাম্বর (পীতবর্ণ পরিহিত বস্ত্র) দ্বারা; যাঁহার পরিহিত পীতবসনের শোভার তুলনায় নবকুঙ্কুমের শোভাকেও অত্যন্ত নগণ্য বলিয়া মনে হয়; সেই শ্রীকৃষ্ণ। **অরণ্যজ-পরিষ্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরঃ**—অরণ্যজ (বনে জাত পুষ্প-পত্রাদি দ্বারা রচিত) পরিষ্ক্রিয়া (যাঁহার অলঙ্কার) দ্বারা দমিত (পরাভূত) হইয়াছে দিব্যবেশের (মণিরত্নাদিরচিত অলঙ্কারের) আদর ; মণিরত্নাদি দ্বারা রচিত অলঙ্কারের শোভাও যাঁহার অঙ্গস্থিত বন্যপুষ্প-পত্রদ্বারা রচিত অলঙ্কারের শোভার নিকটে অতি তুচ্ছ, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **হরিন্মণি-মনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গঃ**—হরিন্মণির (মরকতমণি—ইন্দ্রনীলমণির) দ্যুতির ন্যায় মনোহর দ্যুতি (কান্তি) দ্বারা উজ্জ্বল অঙ্গ যাঁহার ; যাঁহার অঙ্গের কান্তি ইন্দ্রনীলমণির কান্তির ন্যায় মনোহর, সেই **হরিঃ**—মনঃ-প্রাণ-হরণকারী শ্রীকৃষ্ণ **প্রভাতি**—বিরাজ করিতেছেন।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্লো। ৪১। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। সখি! যাঁহার বাম জঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ চরণ সঙ্গত, যাঁহার তিন স্থান কিঞ্চিৎ বক্র, যাঁহার স্কন্ধদেশ বক্রভাবে স্তম্ভিত, যাঁহার নেত্রাঞ্চল তির্য্যগ্ ভাবে সঞ্চারিত, যাঁহার সঙ্কুচিত অধরে চঞ্চল-অঙ্গুলি-সঙ্গত বংশী বিন্যস্ত এবং যাঁহার ভ্রূ দেশ নৃত্য করিতেছে, হে বরাঙ্গি! সেই অগ্রবর্ত্তী পরমানন্দকে অঙ্গীকার কর। ৪১

সম্মুখস্থ মাধবী-মণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ললিতা শ্রীরাধাকে বলিলেন—"সখি! বরাঙ্গি! **পুরঃ**—সম্মুখে, তোমার সম্মুখে অবস্থিত **পরমানন্দং**—মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে **স্বীকুরু**—অঙ্গীকার কর।" কিরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ, তাহাও বলিলেন—"**জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গি-দক্ষিণপদম্**—জঙ্ঘার অধস্তটের (নিম্নভাগের) সঙ্গী হইয়াছে যাঁহার দক্ষিণ পদ (ডাইন চরণ); যাঁহার দক্ষিণ চরণ জঙ্ঘার নিম্নভাগে অবস্থিত ; **কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকম্**—কিঞ্চিৎ

তথা তত্রৈব (১।১০৬)—

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পরিভাবনানাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্, শ্লাঘ্যৈশ্চিত্তচমৎকারো গুণাদ্যৈঃ পরিভাবনেতি। কুলবরেত্যাদি স এষ কিমিত্যাদি-পদাভ্যাম্ কৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্য-সৌন্দর্য্যাদিগুণদর্শনেন রাধায়াশ্চমৎকারঃ। মরকতমণিতয়াধ্যবসিতৈঃ শ্যাম-সৌন্দর্য্যপুরৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি পূরয়তীত্যর্থঃ। কুলবরতনু বরাঙ্গনা, নিশিতঃ শাণিতঃ টঙ্কঃ পাষাণদারণঃ। চিনোতি রচয়তি। চক্রবর্ত্তী। ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিভুগ্ন (বক্র) হইয়াছে ত্রিক (তিনটী অঙ্গ) যাঁহার ; যিনি ত্রিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান ; **সাচিস্তম্ভিতকন্ধরম্**—সাচি (বক্রভাবে) স্তম্ভিত হইয়াছে কন্ধর (স্কন্ধ বা গ্রীবা) যাঁহার ; **তিরঃ সঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্**—তিরঃ (তির্য্যগ্-ভাবে) সঞ্চারি (সঞ্চারিত) হইয়াছে নেত্রাঞ্চল (নয়নপ্রান্ত) যাঁহার ; যাঁহার নয়নপ্রান্ত বক্রভাবে সঞ্চারিত ; ঈষদ্ বক্র কটাক্ষ যাঁহার ; **কুট্মলিতে অধরে**—সঙ্কুচিত অধরে **লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাম্**—লোল (চঞ্চল) অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্গত (ধৃত) **বংশীং**—বাঁশী **দধানম্**—ধারণ করিয়াছেন যিনি ; **রিঙ্গদ্‌ভ্রূ-ভ্রমরম্**—রিঙ্গদ্ (নৃত্য করিতেছে) ভ্রূ-ভ্রমর (ভ্রূ-রূপ ভ্রমর) যাঁহার ; নীলকমলের উপরে ভ্রমরের নৃত্যের ন্যায় নয়নের উপরে যাঁহার ভ্রূ-নৃত্য করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ।

এই শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৪-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য

শ্লো। ৪২। অন্বয়। সুমুখি (হে সুমুখি)! নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ (দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ শাণিত টঙ্কচ্ছটা দ্বারা) কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি (কুলাঙ্গনাদিগের কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তররাশিকে) যুগপৎ (যুগপৎ—একই সময়ে) ভিন্দন্ (ভেদ করিতে করিতে) কঃ (কে) অয়ং (এই) অপূর্ব্বঃ (অপূর্ব্ব) বিশ্বকর্ম্মা (বিশ্বকর্ম্মা) পুরঃ (সম্মুখ ভাগে) মরকতমণিলক্ষৈঃ (লক্ষ লক্ষ—অসংখ্য—মরকতমণি দ্বারা) গোষ্ঠকক্ষাং (গোষ্ঠপ্রদেশকে) চিনোতি (বিরচিত করিতেছেন)?

অনুবাদ। হে সুমুখি! যিনি যুগপৎ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ শাণিত টঙ্কচ্ছটা দ্বারা কুলাঙ্গনাদিগের কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তর-রাশিকে ভেদ করিতে করিতে অসংখ্য মরকতমণি দ্বারা গোষ্ঠ-প্রদেশকে বিরচিত করিতেছেন, সেই এই অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা কে? ৪২

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বকর্ম্মার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা যেমন টঙ্কদ্বারা প্রস্তরাদি কাটিয়া ও ছিদ্র করিয়া তাহাতে নানাবিধ মণিমুক্তা সংযোজিত করিয়া দেবতাদিগের গৃহ-চত্বরাদি নির্ম্মাণ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি স্বীয় তীক্ষ্ণ কটাক্ষদ্বারা গোপ-তরুণীদিগের কুলধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া তদ্দ্বারাই যেন স্বীয় গোষ্ঠস্থল—ক্রীড়াস্থল—নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং স্বীয় নবজলদ-বরণ অঙ্গকান্তিদ্বারা সেই ক্রীড়াস্থলের শোভাও বর্দ্ধিত করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই :—ক্রীড়ার উপকরণদ্বারাই ক্রীড়াস্থলের বিশেষত্ব; উপকরণ না থাকিলে ক্রীড়াও হইতে পারেনা, ক্রীড়া না হইলে ক্রীড়াস্থলও আর ক্রীড়াস্থল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার প্রধানতম উপকরণ হইল গোপসুন্দরীগণ; কিন্তু তাঁহারা কুলনারী; কুলধর্ম্মের প্রতি যতদিন তাঁহাদের শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের সঙ্গে ক্রীড়া অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কটাক্ষদ্বারা—স্বীয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধীদ্বারা—তাঁহাদের কুলধর্ম্মকে ধ্বংস করিলেন ; তখনই তাঁহারা তাঁহার ক্রীড়ার উপযোগিনী হইলেন, তখনই তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়া তিনি তাঁহার গোষ্ঠ-প্রদেশকে—তাঁহার ক্রীড়াস্থলকে—সার্থকতা দান করিলেন। এইরূপে, গোপসুন্দরীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত-কুলধর্ম্মই ক্রীড়াস্থলীর

তথা তত্রৈব (১।১০২)—

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি-স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকরনীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীনাং দ্যুতিং বিড়ম্বয়িতুং অনুকর্ত্তুং শীলম্ অস্যাস্তথাভূতা দেহদ্যুতিঃ অঙ্গকান্তিঃ যস্য স কোঽপি ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ নন্দকুলচন্দ্রঃ নব্যো যুবা স্ফুরতি। কীদৃশোঽসৌ ? তদাহ—স্থিরকুলাঙ্গনানাং নিকরস্য নীবিবন্ধ এব অর্গলং কবাটঃ তস্য চ্ছিদাকরণে কৌতুকী আগ্রহান্বিতঃ যস্য বংশীধ্বনিঃ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সার্থকতা সাধনে প্রধান সহায় হইল বলিয়া সেই কুলধর্ম্মকে গোষ্ঠ-প্রদেশ-নির্ম্মাণের প্রস্তর-সদৃশ বলা হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ এই কুলধর্ম্মবিনাশের প্রধান সহায় বলিয়া কটাক্ষকে শানিত টঙ্ক বলা হইয়াছে এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠ-প্রদেশ-নির্ম্মাণের বিশ্বকর্ম্মা বলা হইয়াছে। আর, নবজলধর-কান্তি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ায় ব্রজসুন্দরী-দিগের ভ্রষ্ট কুলধর্ম্মও তাঁহাদের গ্লানির হেতু না হইয়া পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমের মহিমাদ্যোতকরূপে গৌরবেরই হেতু হইয়াছে। তাই তাঁহার নবজলধর-কান্তিকে—ধ্বংসপ্রাপ্ত-কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তরের অলঙ্কারস্বরূপ মরকতমণিতুল্য বলা হইয়াছে। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদিই গোপসুন্দরীদিগের কুলধর্ম্মনাশের একমাত্র হেতু। এইরূপে এই শ্লোকও শ্রীকৃষ্ণের গুণব্যঞ্জক।

টঙ্ক—যাহাদ্বারা পাথর কাটা যায় বা ছিদ্র করা যায়, সেই যন্ত্রকে টঙ্ক বলে। **বিশ্বকর্ম্মা**—স্বর্গের ইঞ্জিনিয়ার। ইনি টঙ্কদ্বারা প্রস্তরাদি কাটিয়া ও ছিদ্র করিয়া দেবতাদের গৃহাদি ও অঙ্গনাদি নির্ম্মাণ করেন। শ্রীকৃষ্ণরূপ বিশ্বকর্ম্মা **নিশিত-দীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ**—নিশিত (শাণিত) দীর্ঘ অপাঙ্গ (আয়ত নয়নের কটাক্ষ) রূপ টঙ্কের ছটাদ্বারা **কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি**—কুলবরতনু (কুলাঙ্গনা) দিগের ধর্ম্ম (কুলধর্ম্ম—সতীত্বধর্ম্ম) রূপ গ্রাববৃন্দকে (প্রস্তর-সমূহকে) **ভিন্দন্**—ভেদ করিতে করিতে (টঙ্কদ্বারা যেমন প্রস্তর ভেদ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষদ্বারা তদ্রূপ গোপনারীদিগের কুলধর্ম্ম ভেদিত—নষ্ট—হইয়াছে; তাই কটাক্ষকে টঙ্ক এবং কুলধর্ম্মকে প্রস্তর বলা হইয়াছে); **মরকতমণিলক্ষৈঃ**—মরকতমণির (ইন্দ্রনীলমণির) লক্ষসমূহদ্বারা লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা **গোষ্ঠকক্ষাং**—গোষ্ঠপ্রদেশকে, স্বীয় ক্রীড়াস্থলীকে **চিনোতি**—বিরচিত করিতেছেন। ইন্দ্রনীল-মণির ছটার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি গোষ্ঠপ্রদেশের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে।

এই শ্লোকটী পরিভাবনা-নামক মুখসন্ধির উদাহরণ; শ্লাঘ্য গুণসমূহদ্বারা চিত্তের যে চমৎকারিতা, তাহাকে পরিভাবনা বলে। "শ্লাঘ্যৈশ্চিত্তচমৎকারো গুণাঢ্যৈঃ পরিভাবনেতি।" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি গুণদর্শনে শ্রীরাধিকার চমৎকৃতি দর্শিত হইয়াছে। ললিতাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বিদেহদ্যুতিঃ (যাঁহার দেহকান্তি মহা-ইন্দ্রনীলমণির দ্যুতিকেও বিড়ম্বিত করিতেছে) ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ (ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্ররূপ) কঃ অপি (কোন্) নব্যঃ (নবীন) যুবা (যুবক) স্ফুরতি (বিরাজ করিতেছেন) ? সখি (হে সখি) ! যস্য (যাঁহার) বংশীধ্বনিঃ (বংশীধ্বনি) স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকরনীবিবন্ধার্গল-চ্ছিদাকরণকৌতুকী (স্থির-পতিব্রতা-রমণীদিগের নীবিবন্ধের অর্গল-ছেদনবিষয়ে কৌতুকী হইয়া) জয়তি (জয়যুক্ত হইতেছে)।

অনুবাদ। যাঁহার দেহ-কান্তি মহা-ইন্দ্র-নীলমণির দ্যুতিকে বিড়ম্বিত করিতেছে, ব্রজেন্দ্র-কুল-চন্দ্ররূপ এইরূপ কোন্ নবীন যুবা বিরাজ করিতেছেন ? হে সখি ! তাঁহারই বংশীধ্বনি স্থির-পতিব্রতা রমণীদিগের নীবী-বন্ধের অর্গল-চ্ছেদন-বিষয়ে কৌতুকী হইয়া জয়যুক্ত হইতেছে। ৪৩

শ্রীরাধায়া বিদগ্ধমাধবে (১।৬০)—
বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥ ৪৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

লক্ষ্মীঃ শোভাঃ, কবলয়তি ন্যক্করোতীত্যর্থঃ, অষ্টাপদং সুবর্ণম্। চক্রবর্ত্তী। ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহেন্দ্র-মণিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বি-দেহদ্যুতিঃ—মহা (অতি বৃহৎ বা অতি উৎকৃষ্ট বা ঈষৎ পীতাভ) ইন্দ্রমণির (ইন্দ্রনীলমণির) মণ্ডলীর (সমূহের) দ্যুতিকে (কান্তিকে) বিড়ম্বিত (পরাজিত) করে যাঁহার দেহদ্যুতি (দেহ-কান্তি), যাঁহার দেহের কান্তির নিকটে অত্যুৎকৃষ্ট ইন্দ্রনীলমণিসমূহের জ্যোতিও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; সেই **ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ**—ব্রজেন্দ্রের (নন্দমহারাজের) কুলের চন্দ্রসদৃশ (ক্ষীরসমুদ্রে চন্দ্রের ন্যায়, নন্দমহারাজের বংশে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে, সেই) কে এই নবীন যুবক বিরাজ করিতেছেন—যাঁহার বংশীধ্বনি **স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবিবন্ধার্গলচ্ছিদাকরণকৌতুকী**—স্থির (পাতিব্রত্যধর্ম্মে যাঁহারা স্থির—অবিচলিত, তাদৃশী) কুলাঙ্গনা (কুলস্ত্রী) নিকরের (সমূহের) নীবিবন্ধরূপ অর্গলের (সতীত্বরক্ষণে আলিস্বরূপ যে নীবিবন্ধ, তাহার) ছিদাকরণে (ছেদনবিষয়ে) কৌতুকী (উৎসাহশীল) হইয়া **জয়তি**—জয়যুক্ত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এমনই অদ্ভুত শক্তি যে, ইহার শ্রবণে—যাঁহারা পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে অবিচলিত, তাঁহাদেরও নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে, তাঁহারাও কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

এই শ্লোকে নিম্নলিখিতরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়:—(১) মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীদ্যুতিবিড়ম্বি স্থলে নবাম্বুধরমণ্ডলী-মদবিড়ম্বি (নূতন মেঘসমূহের মদ বা গর্ব্বও বিড়ম্বিত বা পরাজিত হয় যদ্দ্বারা, তাদৃশী দেহদ্যুতি যাঁহার); (২) ব্রজেন্দ্র-কুলচন্দ্রমাঃ স্থলে ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনঃ (নন্দমহারাজের কুলে আনন্দস্বরূপ) এবং স্থিরকুলাঙ্গনা-স্থলে স্থিরপতিব্রতা (নারী-ধর্ম্মে অবিচলিতা পতিব্রতা রমণী)।

এই শ্লোকও শ্রীকৃষ্ণের গুণব্যঞ্জক। ইহা শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৪-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৪। অন্বয়। [যস্যাঃ] (যাঁহার) অক্ষোঃ (চক্ষুর) লক্ষ্মীঃ (শোভা) নব্যাং (নূতন) কুবলয়ং (নীলপদ্মকে—নীলপদ্মের শোভাকে) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) কবলয়তি (গ্রাস—পরাজিত—করিতেছে), মুখোল্লাসঃ (যাঁহার মুখের উল্লাস—প্রফুল্লতা) ফুল্লং (প্রস্ফুটিত) কমলবনং (পদ্মবনকে) উল্লঙ্ঘয়তি (উল্লঙ্ঘন—পরাজিত—করিতেছে), আঙ্গিকরুচিঃ (যাঁহার অঙ্গকান্তি) অষ্টাপদং (স্বর্ণকে) অপি (ও) কষ্টাং দশাং (কষ্টকর অবস্থায়) নয়তি (আনয়ন করিতেছে), [তস্যাঃ] (সেই) রাধায়াঃ (শ্রীরাধার) কিমপি (কোনও অনির্ব্বচনীয়) বিচিত্রং (বিচিত্র) রূপং (রূপ) বিলসতি (বিলসিত হইতেছে)।

অনুবাদ। যাঁহার নয়ন-শোভা নব-নীলপদ্মের শোভাকেও বলপূর্ব্বক পরাভূত করিতেছে, যাঁহার মুখের প্রফুল্লতা প্রস্ফুটিত-কমলবনের শোভাকেও অতিক্রম করিয়াছে এবং যাঁহার দেহের কান্তি স্বর্ণকেও কষ্টকর অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে (স্বর্ণের কান্তিকেও পরাভূত করিয়াছে), সেই অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র রূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলসিত হইতেছে। ৪৪

এই শ্লোক পৌর্ণমাসীর উক্তি; এই শ্লোকে শ্রীরাধার রূপবর্ণনা করা হইয়াছে।

অষ্টাপদ—স্বর্ণ।

তথা তত্রৈব (৫।৩১)—
বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং
শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং
তুলনামর্হতি মৎ প্রিয়াননম্॥ ৪৫

তথা তত্রৈব (২।৭৮)—
প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ॥ ৪৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শতপত্রং পদ্মম্। শর্ব্বরীমুখে সন্ধ্যাকালে। চক্রবর্ত্তী। ৪৫

স্মরেতি। কন্দর্পকার্ম্মুকসদৃশভ্রূলতায়া যল্লাস্যং নৃত্যং চাঞ্চল্যমিতি যাবৎ তদ্ ভজতে তস্যাঃ। অদাঙ্ক্ষীৎ দদাহ এতেন কটাক্ষস্যাগ্নিত্বে রূপণং রূপভেদাজ্‌জ্ঞাতব্যম্। চক্রবর্ত্তী। ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। বিধুঃ (চন্দ্র) দিবা (দিবাভাগে) বিরূপতাং (বিরূপতা—শোভাহীনতা) এতি (প্রাপ্ত হয়); বত (আবার) শতপত্রং (পদ্ম) শর্ব্বরীমুখে (সন্ধ্যাকালেই) [বিরূপতাম্ এতি] (বিরূপতা প্রাপ্ত হয়); ইতি (এই অবস্থায়) সদা (সর্ব্বদা—দিবানিশি সকল সময়ে) শ্রিয়া (শোভাদ্বারা) উজ্জ্বলং (উজ্জ্বল) মৎপ্রিয়াননং (আমার প্রিয়ার মুখ) কেন (কাহার সহিত) তুলনাং (তুলনা) অর্হতি (প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য) ?

অনুবাদ। মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে সখে! চন্দ্র দিবাভাগে শোভাবিহীন হয়; পদ্ম সন্ধ্যাকালেই শোভাবিহীন হয়। হে সখে! দিবানিশি সমান শোভায় উজ্জ্বল আমার প্রেয়সীর মুখের তুলনা কাহার সহিত হইবে"?

এই শ্লোকে শ্রীরাধার রূপবর্ণনা করা হইয়াছে।

শর্ব্বরীমুখে—শর্ব্বরীর (রাত্রির) মুখে (প্রারম্ভে); সন্ধ্যাকালে।

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। প্রমদ-রসতরঙ্গ-স্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ (আনন্দ-রসতরঙ্গে যাঁহার গণ্ডস্থল ঈষৎ হাস্যযুক্ত) **স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতালাস্যভাজঃ** (কন্দর্পধনুতুল্য যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, সেই) পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ (সলোমাক্ষী) [শ্রীরাধায়াঃ] (শ্রীরাধার) মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং (মত্ততানিবন্ধন মধুর-চঞ্চল ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিভঙ্গী) দধানঃ (সম্পাদক) কটাক্ষঃ (কটাক্ষ) ইদং (এই—আমার) হৃদয়ং (হৃদয়কে) অদাঙ্ক্ষীৎ (দংশন করিয়াছে)।

অনুবাদ। আনন্দ-রস-তরঙ্গে যাঁহার গণ্ডস্থল ঈষৎ হাস্যযুক্ত, যাঁহার কন্দর্পধনু-তুল্য ভ্রূ-লতা নৃত্য করিতেছে, সেই সলোমাক্ষী শ্রীরাধার মত্ততা-নিবন্ধন মধুর-চঞ্চলভৃঙ্গীর ভ্রান্তি-সম্পাদক কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে। ৪৬

এই শ্লোকও শ্রীরাধার রূপবর্ণনাত্মক। ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

প্রমদরস-তরঙ্গ-স্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ—প্রমদরসের (আনন্দ-রসের) তরঙ্গে স্মের (ঈষৎ হাস্যযুক্ত) গণ্ডস্থল যাঁহার, আনন্দ-হিল্লোলে যাঁহার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়াছে এবং সেই হাসিতে যাঁহার গণ্ডস্থল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাদৃশী শ্রীরাধার। **স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতালাস্যভাজঃ**—স্মরের (কন্দর্পের) ধনুর অনুবন্ধিনী (তুল্য) যে ভ্রূলতা, তাহার লাস্যকে (নৃত্যকে) ভজন করেন যিনি, তাঁহার; কন্দর্পের ধনুর তুল্য মনোহর এবং লতার ন্যায় সূক্ষ্ম ও শোভন ভ্রূ যাঁহার, এবং যাঁহার সেই ভ্রূ—বায়ুহিল্লোলে চঞ্চল লতার ন্যায়, অথবা শরনিক্ষেপে উদ্যত কম্পমান কন্দর্প-ধনুর ন্যায়—নৃত্য করিতেছে, সেই শ্রীরাধার। **পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ**—পক্ষ্মল (লোমযুক্ত) অক্ষি (চক্ষু) যাঁহার; চক্ষুর আবরণের অগ্রভাগে যে রোম থাকে, তাহাকে পক্ষ্ম বলে; এই পক্ষ্মগুলি সূক্ষ্ম ও ঘনসন্নিবিষ্ট হইলে চক্ষুর শোভা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; এইরূপ সূক্ষ্ম ও ঘনসন্নিবিষ্ট পক্ষ্মযুক্ত নয়ন যাঁহার, সেই শ্রীরাধার কটাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে যেন দংশন করিল; অর্থাৎ শ্রীরাধার কটাক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

রায় কহে—তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার ॥ ১২৬
রূপ কহে—কাহাঁ তুমি সূর্য্যসমভাস।
মুঞি কোন ক্ষুদ্র, যেন খদ্যোত-প্রকাশ ॥ ১২৭
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখের ব্যাদান।
এত বলি নান্দীশ্লোক করিল ব্যাখ্যান ॥ ১২৮

তথা ললিতমাধবে (১।১)—
সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্
মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥ ৪৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সুররিপুসুদৃশাং অসুরস্ত্রীণাং উরোজাঃ স্তনা এব কোকাশ্চক্রবাকাস্তান্, খেদয়ন্নিতি স্বপ্রধান নরকাদি-মহাসুর-বধজনিত-যশঃ-শ্রবণ-পলায়িত-পতীনাং তাসাং করসংসর্গাভাবাৎ স্তনগতখেদঃ। অশেষ-সুহৃচ্চকোরম্ নন্দয়তি আনন্দয়তি সঃ পক্ষে স্পষ্টম্। চক্রবর্ত্তী। ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৬। **অমৃতের ধার**—অমৃত-প্রবাহের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন-মাধুর্য্য-পূর্ণ। **দ্বিতীয় নাটকের**—পুরলীলাত্মক শ্রীললিত-মাধব নাটকের। **নান্দী-ব্যবহার**—নান্দী প্রভৃতি কিরূপ লিখিয়াছ, তাহা। ৩.১.৩০ পয়ারের টীকায় নান্দীর লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

১২৭। রামানন্দরায়ের প্রশ্নে শ্রীরূপ দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"রায়! তুমি সূর্য্যের তুল্য দীপ্তিমান, আর আমি অতি ক্ষুদ্র জোনাকী পোকার তুল্য হীন। তোমার সাক্ষাতে আমার কিছু বলা ধৃষ্টতামাত্র।" এইরূপ দৈন্য-সহকারে শ্রীরূপ ললিতমাধবের নান্দী-শ্লোক পাঠ করিলেন। **সূর্য্যসমভাস**—সূর্য্যের মত দীপ্তিশালী। **খদ্যোত-প্রকাশ**—জোনাকী-পোকার মত ক্ষীণ আলোকবিশিষ্ট।

১২৮। **তোমার আগে**—তোমার সাক্ষাতে। **ধার্ষ্ট্য**—ধৃষ্টতা; বেয়াদবী। **মুখের ব্যাদান**—হা করা; কিছু বলা। **নান্দী-শ্লোক**—ললিত-মাধবের নান্দীশ্লোক। পরবর্ত্তী "সুররিপু" প্রভৃতি শ্লোক। এই নান্দীটী আশীর্ব্বাদাত্মিকা।

শ্লো। ৪৭। অন্বয়। সুররিপুসুদৃশাং (অসুর-কামিনীদিগের) উরোজ-কোকান্ (স্তনরূপ চক্রবাক্ সমূহকে) মুখকমলানি চ (এবং মুখরূপ কমলসমূহকে) খেদয়ন্ (দুঃখিত করিয়া) অখিল-সুহৃচ্চকোরনন্দী (সমুদয় সুহৃদ্রূপ চকোরের আনন্দবর্দ্ধনকারী) অখণ্ডঃ (অখণ্ড—পরিপূর্ণ) মুকুন্দ-যশঃ-শশী (শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ চন্দ্র) চিরং (চিরকাল) বঃ (তোমাদের) মুদং (আনন্দ) দিশতু (সম্পাদন করুক)।

অনুবাদ। অসুর-কামিনীদিগের স্তনরূপ চক্রবাক্ ও মুখরূপ কমলের খেদ-উৎপাদনকারী এবং সুহৃদ্রূপ চকোরের আনন্দবর্দ্ধনকারী—শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড কীর্ত্তি-চন্দ্র চিরকাল তোমাদিগের আনন্দ সম্পাদন করুক। ৪৭

এই শ্লোকে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণের লীলা—সকলের আনন্দ সম্পাদন করুক, ইহাই শ্রোতাদের উপলক্ষ্যে জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদ। শ্রীকৃষ্ণলীলা যে সমস্ত জগতেরই আনন্দ-সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাহাও এই শ্লোকে সূচিত হইল। **মুকুন্দ-যশঃ-শশী**—মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) যশঃ (কীর্ত্তি—গুণ-লীলাদি)-রূপ শশী (চন্দ্র); শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলাদিকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; চন্দ্র যেমন নিজের শৈত্যগুণে সকলের সন্তাপ দূরীভূত করে এবং সকলকে আনন্দিত করে, শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলাদিও তদ্রূপ জীবের ত্রিতাপ-জ্বালা দূরীভূত করিতে এবং জীবকে নিত্য-শাশ্বত এবং বিমল আনন্দ দান করিতে সমর্থ। মুকুন্দ-শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের যশঃ-কথা সংসার-বদ্ধ জীবের মুক্তিদান করিতে সমর্থ (মুক্তিদান করেন যিনি, তিনি মুকুন্দ)—জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য শাশ্বত আনন্দের অধিকারী করিতে সমর্থ। যাহা হউক, আকাশস্থ চন্দ্রের হ্রাস

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি ?—রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ পঢ়িতে লাগিলা॥ ১২৯

তথা তত্রৈব (১।৪)—
নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনা কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু॥ ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

উরীকৃতা অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলাধিরাজস্য স্থিতির্মর্য্যাদা যেন সঃ। চক্রবর্ত্তী। ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আছে, বৃদ্ধি আছে; সুতরাং তাহার সন্তাপহারিণী শক্তির এবং আনন্দদায়িনী শক্তির অভিব্যক্তিরও হ্রাসবৃদ্ধি আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ চন্দ্র তদ্রূপ নহে—ইহা নিত্য **অখণ্ডঃ**—পূর্ণ; ইহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই; সুতরাং ইহার ত্রিতাপহারিণী শক্তির এবং আনন্দদায়িকা শক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ চন্দ্রের সহিত আকাশস্থ চন্দ্রের আরও দুইটী বিষয়ে সাদৃশ্য আছে—চক্রবাক্‌সমূহের এবং কমল-সমূহের খেদ-উৎপাদন-বিষয়ে। চক্রবাক্ এক রকম পক্ষী; দিবাভাগে চক্রবাক্ ও চক্রবাকী সর্ব্বদা একই সঙ্গে পরমানন্দে বিচরণ করিয়া থাকে; রাত্রির সমাগমে তাহাদের এই আনন্দ-বিহার স্থগিত থাকে; সুতরাং রাত্রির আগমনই চক্রবাকের পক্ষে খেদ-জনক। আবার দিবাভাগে কমল প্রস্ফুটিত হয়; রাত্রিকালে তাহা মুদ্রিত হইয়া থাকে; তাই রাত্রিসমাগম কমলের পক্ষেও খেদের কারণ। এই শ্লোকে, নিশানাথ বলিয়া চন্দ্রকেই (শশীকেই) চক্রবাক্ ও কমলের খেদের কারণ বলা হইয়াছে। যাহা হউক, আকাশস্থ চন্দ্র (রাত্রিকে আনয়ন করিয়া) চক্রবাকের ও কমলের খেদের কারণ হইতে পারে বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ চন্দ্র কাহাদের খেদের হেতু হইয়া থাকে ? তাহা বলিতেছেন—**অসুর-সুদৃশাং**—সু (উত্তম, সুন্দর) দৃক্ (নয়ন) যাঁহাদের, সেই সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে সুদৃশা বলে; অসুরদিগের তাদৃশ-স্ত্রীলোকগণের **উরোজ-কোকান্**—উরোজ (স্তনরূপ) কোক (চক্রবাক) এবং **মুখ-কমলানি**—মুখরূপ কমলসমূহকে **খেদয়ন্**—খেদযুক্ত করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ চন্দ্র অসুর-রমণীদের স্তনরূপ চক্রবাকের এবং মুখরূপ কমলের খেদ উৎপাদন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাহুবলে কংসাদি অসুরগণকে নিহত করিয়াছেন; তাই তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া ভয়ে নরকাদি-অসুরসমূহ ইতস্ততঃ পলায়ন করিলে নরকাদি-অসুর-পত্নীগণের স্তন-সমূহ স্বস্ব-পতির করস্পর্শের অভাবে এবং তাহাদের বদনসমূহ স্ব-স্ব-পতির অধরস্পর্শের অভাবে খেদ প্রাপ্ত হয়; তাই—দুই দুইটী চক্রবাক ও চক্রবাকী—সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকে বলিয়া প্রত্যেক রমণীর বক্ষঃস্থলস্থ স্তনদ্বয়কে চক্রবাক-মিথুনের সহিত এবং অসুর-রমণীর বদন—কমলের ন্যায় সুন্দর বলিয়া বদনকে কমলের সহিত উপমা দিয়া বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের যশঃশশী তাহাদের স্তনরূপ চক্রবাকের এবং মুখরূপ কমলের খেদ উৎপাদন করিয়া থাকে। আরও একটী বিষয়ে আকাশস্থ চন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যশোরূপ চন্দ্রের সাদৃশ্য আছে; চকোর চন্দ্রের সুধাপান করে বলিয়া চন্দ্রের দর্শনে চকোরের আনন্দ; শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে এবং তাঁহার গুণ-লীলাদির কথা-শ্রবণে শ্রীনন্দাদি সুহৃদ্‌বর্গেরও এবং ভক্তবৃন্দেরও তদ্রূপ আনন্দ; তাই শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্‌বর্গকে চকোরের সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের যশঃশশী **অখিল-সুহৃচ্চকোরনন্দী**—অখিল (সমস্ত) সুহৃদ্‌রূপ চকোরের নন্দী (আনন্দ-দায়ক)।

১২৯। **দ্বিতীয় নান্দী**—ইষ্টদেবের চরণ-বন্দনাত্মক নান্দী-শ্লোক। **সঙ্কোচ পাইয়া**—এই ইষ্ট-বন্দনা-শ্লোকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া প্রভুর সাক্ষাতে তাহা পাঠ করিতে শ্রীরূপের লজ্জাবশতঃ সঙ্কোচ হইল।

শ্লো। ৪৮। অন্বয়। যঃ (যিনি) ক্ষিতৌ (ক্ষিতিতলে) উদয়ং আপ্নুবন্ (উদয় প্রাপ্ত হইয়া—উদিত হইয়া) নিজ-প্রণয়িতাসুধাং (নিজ প্রেম-সুধা) অলং কিরতি (সম্যক্‌রূপে বিতরণ করিতেছেন), উরীকৃত-দ্বিজ-কুলাধিরাজস্থিতিঃ (যিনি দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিকে অঙ্গীকার করিয়াছেন—যিনি দ্বিজ কুলের অধিরাজ), লুঞ্চিত-

শুনিঞা প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস— ॥ ১৩০

কাহাঁ তোমার কৃষ্ণ-রসকাব্য-সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেনে মিথ্যাস্তুতি-ক্ষারবিন্দু ? ॥ ১৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তমস্ততিঃ (যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন), বশীকৃত-জগন্মনাঃ (সমস্ত জগতের—জগদ্বাসীর—মন যাঁহার বশীকৃত), সঃ (সেই) শচীসুতাখ্যঃ (শচীসুত-নামক) শশী (চন্দ্র) কিমপি (কি এক অনির্ব্বচনীয়) শর্ম্ম (সুখ) বিন্যস্যতু (বিস্তার—সম্পাদন করুন)।

অনুবাদ। যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ-প্রেম-সুধা বিতরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি জগতে অজ্ঞানরূপ-তমোরাশিকে নষ্ট করিয়াছেন, এবং সমস্ত জগতের মন যাঁহার বশীভূত, সেই শচীসুত-নামক শশী অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্পাদন করুন। ৪৮

ইহাই দ্বিতীয় নান্দীশ্লোক; এই শ্লোকে ইষ্টবন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে; ইষ্টবন্দনার সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদও এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। শচীনন্দনরূপ শশী সকলের চিত্তে অনির্ব্বচনীয় সুখ প্রদান করুন—এই বাক্যে গ্রন্থকারের ইষ্টদেব শ্রীশ্রীশচীনন্দন-গৌরহরির নিকটে প্রার্থনা আছে এবং প্রার্থনার বিষয় হইতেছে—সকলের সুখ; সকলের সুখের নিমিত্ত প্রার্থনাই সকলের প্রতি গ্রন্থকারের আশীর্ব্বাদ। যাঁহার চরণে এই প্রার্থনা নিবেদিত হইয়াছে, সেই শচীনন্দন কিরূপ, তাহাও বলিতেছেন—তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া **নিজ-প্রণয়িতাসুধাং**—নিজ (নিজবিষয়ক) প্রণয়িতা (প্রেম) রূপ সুধা; শশী সুধা বিতরণ করিয়া থাকে; শচীনন্দনরূপ শশীও সুধা বিতরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সাধারণ সুধা নহে—তিনি বিতরণ করেন নিজবিষয়ক প্রেমরূপ সুধা। চন্দ্র সুধা বিতরণ করে আকাশে বসিয়া; কিন্তু এই শচীনন্দনরূপ চন্দ্র এতই করুণ যে, তিনি জগতে জীবের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমসুধা বিতরণ করিয়া থাকেন; ইহাতে তাঁহার অতুলনীয় কারুণ্যই সূচিত হইয়াছে। জগতে কোথায় কি ভাবে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ? **উরীকৃত-দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ**—উরীকৃত (স্বীকৃত—অঙ্গীকৃত) হইয়াছে দ্বিজকুলের (ব্রাহ্মণবংশের) অধিরাজের (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকের) স্থিতি (মর্য্যাদা) যাঁহাকর্ত্তৃক; বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তাঁহার চিত্ত নিরবচ্ছিন্নভাবেই ভগবদ্ভাবে পূর্ণ থাকে, তাই তাঁহার চিত্তও উদারভাবাপন্ন হয়, জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে; এবং জীবকে ভগবদ্বিষয়ে উন্মুখ করিয়া তিনি জীবের মঙ্গল-সাধনও করিয়া থাকেন। তাই শ্রীভগবান্ যখন প্রেম বিতরণের উদ্দেশ্যে জগতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন সমুদার-ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হওয়া অস্বাভাবিক হয় নাই। (অবশ্য অন্যবংশে জন্মলীলা প্রকট করিলেও তাঁহার প্রেমদানরূপ কার্য্যের ব্যাঘাত হইত না; কারণ, প্রথমতঃ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, জন্মাদির অতীত; জন্মাদি দ্বারা তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত ব্রাহ্মণের বংশে যাঁহার জন্ম, তাঁহার অবস্থা প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভের পক্ষে কিছু অনুকূল হইলেও অন্য বর্ণে জাত লোকের পক্ষে প্রকৃত-ব্রাহ্মণত্ব লাভ একেবারে অসম্ভব নয়)। যাহা হউক, আকাশস্থ চন্দ্র যেমন জগতের অন্ধকার হরণ করে, শচীনন্দনরূপ চন্দ্রও জগতের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছেন। আর তাঁহার অপরিসীম করুণার প্রভাবে তিনি **বশীকৃত-জগন্মনাঃ**—সমস্ত জগদ্বাসীর মনকে বশীভূত করিয়াছেন।

১৩০। **রোষাভাস**—রোষের (ক্রোধের) আভাস, কিন্তু ক্রোধ নহে। কৃত্রিম ক্রোধ।

১৩১। **কৃষ্ণরসকাব্য-সুধাসিন্ধু**—কৃষ্ণরসকাব্যরূপ অমৃতের সমুদ্র। **মিথ্যাস্তুতি-ক্ষারবিন্দু**—মিথ্যা-স্তুতিরূপ ক্ষারবিন্দু। অমৃতের মধ্যে ক্ষার নিক্ষেপ করিলে যেমন অমৃতের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়, তোমার নাটকে বর্ণিত কৃষ্ণ-রস-মধ্যে আমার অযথা স্তুতিদ্বারাও বর্ণনীয় বিষয়ের আস্বাদ্যতা নষ্ট হইয়াছে। প্রভু স্বীয় দৈন্য প্রকাশ করিয়া এরূপ বলিলেন।

রায় কহে—রূপের কবিত্ব অমৃতের পূর।
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥ ১৩২

প্রভু কহে—রায়! তোমার ইহাতে উল্লাস?।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস॥ ১৩৩

রায় কহে—লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে॥ ১৩৪

রায় কহে—কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ?।
তবে রূপগোসাঞি কহে তাহার বিশেষ॥ ১৩৫

তথাহি ললিতমাধবে (১।২০)—

নটতা কিরাতরাজং
নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং
গুণবতি তারাকরগ্রহণম্॥ ৪৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নটতেতি। কিরাতরাজং কংসং কলানিধিনা চন্দ্রেণ পক্ষে কৃষ্ণেন গুণবতি সময়ে পূর্ণমনোরথনাম্নি সময়ে। তারা নক্ষত্রং পক্ষে শ্রীরাধা। চক্রবর্ত্তী। ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩২। অমৃতের পূর—অমৃতের সমুদ্র।

প্রভুর কথা শুনিয়া রায় রামানন্দ বলিলেন, "অমৃত যেমন স্বতঃই মধুর, তথাপি তাহার সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে যেমন তাহার মাদকতা বৃদ্ধি হয়; তদ্রূপ শ্রীরূপের কৃষ্ণরসবিষয়ক বর্ণনা স্বভাবতঃই অমৃতের তুল্য অত্যন্ত মধুর, তাতে আবার তোমার স্তুতিরূপ কর্পূর মিশ্রিত করাতে তাহা আরও আনন্দচমৎকারিতা ও আনন্দ-মাদকতা লাভ করিয়াছে।"

১৩৪। "স্মৃতি"-স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "স্তুতি" পাঠ আছে।

১৩৫। কোন্ অঙ্গে—নাটকের প্রস্তাবনার তিনটী অঙ্গ আছে; প্ররোচনা, বীথী ও প্রহসন।

তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনামুখে। অঙ্গানি।—ইতি সাহিত্য-দর্পণ॥৬.১৮৬। **প্ররোচনা**—৩।১।১১৯ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **বীথী**—বীথীতে একটী অঙ্ক এবং একটী নায়ক থাকে। আকাশবাণীদ্বারা বিচিত্র প্রত্যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বহুপরিমাণে শৃঙ্গার-রসের এবং অন্য রসেরও সূচনা করা হয় এবং মুখবন্ধে সন্ধী ও সমস্ত বীজাদি প্রযোজ্য হয়। বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোঽত্র কল্পতে। আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ॥ সূচয়েদ্ভূরিশৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসানপি। মুখনির্বহণে সন্ধী অর্থ প্রকৃতয়োঽখিলা॥ সাহিত্য-দর্পণ। ৬।৫২০॥ বীথীর আবার তেরটী অঙ্গ। **প্রহসন**—হাস্যরসাত্মক পরিহাসময় নাট্যাংশ। ভাণবৎ সন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যাঙ্গাঙ্কৈর্বিনির্ম্মিতে। ভবেৎ প্রহসনে বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্॥ তত্র নারভটী নাপি বিষ্কম্ভক-প্রবেশকৌ। অঙ্গীহাস্যরসস্তত্র বীথ্যঙ্গানাং স্থিতি র্ন বা॥ তপস্বি-ভগবদ্বিপ্রপ্রভৃতিষ্বত্র নায়কঃ। একোযত্র ভবেদ্ধৃষ্টো হাস্যং তচ্ছুদ্ধমুচ্যতে॥ ইতি সাহিত্য-দর্পণঃ॥

প্রস্তাবনার এই তিন অঙ্গের মধ্যে কোন্ অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া পাত্র (নাট্যোক্ত ব্যক্তি) রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী "নটতা কিরাতরাজং" ইত্যাদি শ্লোকে পাত্র-প্রবেশের প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। নটতা (নৃত্যপরায়ণ) তেন কলানিধিনা (সেই কলানিধি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) রঙ্গস্থলে (রঙ্গস্থলে) কিরাতরাজং (কিরাত-রাজ-কংস) নিহত্য (নিহত হইলে) গুণবতি সময়ে (পূর্ণমনোরথ-নামক-সময়ে) তারাকরগ্রহণং (তারার—শ্রীরাধার—পাণিগ্রহণ) বিধেয়ম্ (বিহিত হয়)।

অনুবাদ। সেই কলানিধি (শ্রীকৃষ্ণ) নাচিতে নাচিতে রঙ্গস্থলে কিরাত-রাজ কংসকে বিনাশ করিয়া পূর্ণমনোরথ-সময়ে তারার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ করিবেন। ৪৯

'উদ্‌ঘাত্যক'-নাম এই আমুখ-বীথী-অঙ্গ। | তোমার আগে ইহা কহি,—ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ॥১৩৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কলানিধি—চন্দ্র, অথবা শ্রীকৃষ্ণ। চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ বলিয়া চন্দ্রকে কলানিধি বলে; আবার চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও কলানিধি বলে। **তারাকরগ্রহণ**—(চন্দ্রপক্ষে) তারার (নক্ষত্রের) কর (কিরণ) গ্রহণ। (কৃষ্ণপক্ষে) তারার (শ্রীরাধার) করগ্রহণ (পাণিগ্রহণ—বিবাহ)।

"কলানিধি" ও "তারাকরগ্রহণ" এই শব্দ দুইটীর প্রত্যেকটীরই দুইরকম অর্থ হয় বলিয়া উক্ত শ্লোকটীরও দুইরকম অর্থ হইতে পারে; যথা—(১) কলানিধি চন্দ্র কর্ত্তৃক নক্ষত্রের কিরণ গ্রহণ বিধেয় এবং (২) কলানিধি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধার পাণিগ্রহণ বিধেয়। কিন্তু এই দুই রকম অর্থ সম্বন্ধে একটা আপত্তির বিষয় হইতে পারে "কলানিধিন্"-শব্দের বিশেষণ "নটতা"-শব্দ লইয়া। ইহার আলোচনা পরবর্ত্তী পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

ললিত-মাধব-নাটকের দশম অঙ্কের নাম পূর্ণমনোরথ; সেই অঙ্কে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পূর্ত্তির নিমিত্ত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের প্রয়োজন। ভূমিকার "অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১।৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৬। **উদ্‌ঘাত্যক**—প্রস্তাবনার অঙ্গবিশেষ যে বীথী, সেই বীথীরই একটী প্রকারের নাম উদ্‌ঘাত্যক; উদ্‌ঘাত্যকের লক্ষণ পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। যে পদের অর্থ-সঙ্গতি হয় না, তাহার অর্থ-সঙ্গতির নিমিত্ত অন্য পদের সহিত যোজনাকে উদ্‌ঘাত্যক বলে। উক্ত "নটতা" ইত্যাদি শ্লোকে কলানিধি শব্দের অর্থ চন্দ্র, "নটতা" (নৃত্যশীল)-শব্দ "কলানিধি"-শব্দের বিশেষণ; কিন্তু চন্দ্রের পক্ষে নৃত্যশীলতা সম্ভব নহে; যেহেতু, চন্দ্র কখনও নৃত্য করে না। শ্রীকৃষ্ণই সময় সময় নৃত্য করিয়া থাকেন। কংসকে বধ করার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিয়াছেন। সুতরাং কলানিধি-শব্দের চন্দ্র অর্থ করিলে, তাহার সঙ্গে নটতা-শব্দের অর্থ-সঙ্গতি হয় না। এজন্য "কলানিধি"-শব্দের শ্রীকৃষ্ণ অর্থ করিয়া নটতা শব্দের অর্থ-সঙ্গতি করায় উদ্‌ঘাত্যক হইল। এই উদ্‌ঘাত্যকদ্বারাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী "নটতা কিরাতরাজম্"-ইত্যাদি শ্লোকের চন্দ্র-পক্ষীয় অর্থের প্রাধান্য নাই, কৃষ্ণপক্ষীয় অর্থেরই প্রাধান্য। "রঙ্গস্থলে কিরাতরাজং নিহত্য"-বাক্যাংশদ্বারাও কৃষ্ণপক্ষীয় অর্থেরই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে; যেহেতু, কিরাতরাজ কংসকে শ্রীকৃষ্ণই নিহত করিয়াছেন, চন্দ্র তাঁহাকে হত্যা করে নাই। কৃষ্ণপক্ষীয় অর্থের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় "তারাকর-গ্রহণম্"-শব্দেরও "শ্রীরাধার (তারার) কর গ্রহণ বা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পাণি-গ্রহণ"-রূপ অর্থই প্রাধান্য লাভ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধার পাণিগ্রহণই যে বিধেয়—ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। ললিত-মাধবের পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কে শ্রীপাদরূপগোস্বামী যে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের কথা বর্ণন করিয়াছেন, "নটতা কিরাতরাজম্" ইত্যাদি শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহার অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পূর্ত্তির নিমিত্ত পরকীয়াভাবময়ী প্রকট-লীলার পর্য্যবসান স্বকীয়াতে হওয়াই সঙ্গত। পরবর্ত্তী ৩।১।১৩৯ পয়ার হইতে জানা যায়, রায়রামানন্দও শ্রীরূপের সমস্ত সিদ্ধান্তকে "সিদ্ধান্তের সার" বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন এবং ৩।১।১৪২-৪৪ পয়ার হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও শ্রীরূপের বর্ণনার ও সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিয়াছেন। **আমুখ**—প্রস্তাবনা। ৩।১।৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বীথী**—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **আমুখ-বীথী-অঙ্গ**—প্রস্তাবনার বীথীনামক অঙ্গের একটী অঙ্গের (প্রকারের) নামই উদ্‌ঘাত্যক। **ধার্ষ্ট্য**—প্রগল্‌ভতা; ধৃষ্টতা। শ্রীরূপ দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"রায়, তোমার সাক্ষাতে এসব বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।"

তল্লক্ষণং যথা সাহিত্যদর্পণে (৬।২৮৯)—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ

যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যক উচ্যতে ॥ ৫০

রায় কহে—কহ আগে অঙ্গের বিশেষ ?।

শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥ ১৩৭

তথাহি ললিতমাধবে (১।৫০, ৪৯)—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ

কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।

সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা

বরবংশজকাকলীদূতী ॥ ৫১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

পদানীতি। অগতার্থানি যেষাং অর্থাঃ তাৎপর্য্যাণি অগতাঃ অবোধিতাঃ তানি পদানি তদর্থগতয়ে তস্য অবোধিতস্য অর্থস্য গতয়ে বোধায় যত্র নরাঃ অন্যৈঃ অভিপ্রেতার্থযুক্তৈঃ পদৈঃ যোজয়ন্তি স উদ্ঘাত্যকঃ তন্নামকং প্রস্তাবনাঙ্গমুচ্যতে। ৫০

হ্রিয়মিতি। যা বরবংশজকাকলী মুরলীধ্বনিরূপা দূতী হ্রিয়ং লজ্জাধনম্ অবগৃহ্য হৃত্বা গৃহেভ্যঃ স্থিতিযোগ্যস্থানেভ্যঃ বনায় বৃন্দাবনকাননায় গমন-নিমিত্তায় রাধাং কর্ষতি আকর্ষণং করোতি, সা দূতী নিপুণা বিচক্ষণা জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে কথম্ভূতা নিসৃষ্টার্থা নিষ্কাশিতোঽর্থঃ যয়া সা। শ্লোকমালা। ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৫০। অন্বয়। অগতার্থানি (অবোধিত অর্থযুক্ত) পদানি (পদসমূহকে) তদর্থগতয়ে (তাহাদের অর্থ সঙ্গতির নিমিত্ত) নরাঃ (লোক সকল) [যত্র] (যেস্থলে) অন্যৈঃ (অন্য) পদৈঃ (পদের সহিত) যোজয়ন্তি (যোজনা করে), সঃ (তাহাকে) উদ্ঘাত্যকঃ উচ্যতে (উদ্ঘাত্যক বলে)।

অনুবাদ। অবোধিত-অর্থযুক্ত পদকে, অর্থ সঙ্গতির নিমিত্ত যে অন্য পদের সহিত যোজনা করা হয়, তাহাকে উদ্ঘাত্যক বলে। ৫০

এই শ্লোকে পূর্ব্ব-পয়ারোক্ত উদ্ঘাত্যকের লক্ষণ বলা হইয়াছে। পূর্ব্ব-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। অঙ্গের বিশেষ—নাটকের অন্যান্য অংশ ; মুরলী-নিঃস্বনাদি। বিদগ্ধমাধবে যেমন বংশীস্বর, বৃন্দাবন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাদির বর্ণনা আছে, ললিত-মাধবেও তৎসমস্ত বিষয়ে যে সকল বর্ণনা আছে, তাহা বল।

শ্রীরূপ কহেন কিছু—পরবর্ত্তী "হ্রিয়মবগৃহ্য" ইত্যাদি শ্লোকে বংশী-ধ্বনির "হরিমুদ্দিশতি" শ্লোকে ব্রজভূমির, "সহচরি নিরাতঙ্ক" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের এবং "বিহারসুরদীর্ঘিকা"-শ্লোকে শ্রীরাধার বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্লো। ৫১। অন্বয়। হ্রিয়ং (লজ্জাকে) অবগৃহ্য (বিনষ্ট করিয়া) গৃহেভ্যঃ (গৃহ হইতে) বনায় (বনগমন-নিমিত্ত) যা (যে) রাধাং (শ্রীরাধাকে) কর্ষতি (আকর্ষণ করে), সা (সেই) নিপুণা (স্বকার্য্য-কুশলা) বর-বংশজ-কাকলী (বর-বংশী-কাকলীরূপা) নিসৃষ্টার্থা (নিসৃষ্টার্থা) দূতী (দূতী) জয়তি (জয়যুক্তা হইতেছে)।

অনুবাদ। লজ্জাকে বিনষ্ট করিয়া গৃহ হইতে বন-গমন নিমিত্ত শ্রীরাধিকাকে যে আকর্ষণ করে, সেই স্বকার্য্যকুশলা বর-বংশী-কাকলীরূপা নিসৃষ্টার্থা (মুরলী-ধ্বনি-রূপা) দূতী জয়যুক্তা হইতেছে। ৫১

এই শ্লোকে বংশীধ্বনির গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। **বরবংশজ-কাকলী**—বর (শ্রেষ্ঠ) যে বংশজ (বংশ—বাঁশ-হইতে জাত—বাঁশী) তাহার কাকলী (মধুর ধ্বনি) ; মধুর বংশীধ্বনি। এই বংশীধ্বনিকে নিসৃষ্টার্থা দূতীর সমান বলা হইয়াছে।

নিসৃষ্টার্থা—নায়ক ও নায়িকার মধ্যে একজন কোনও কার্য্যের ভার দিয়া অপর জনের নিকটে কোনও দূতীকে পাঠাইলে, সেই দূতী যদি নিজ যুক্তির দ্বারা উভয়কে মিলিত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহাকে নিসৃষ্টার্থা দূতী বলে। বিন্যস্তকার্য্যভারাস্তাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা। যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে ॥ উঃ নীঃ দূতীভেদ। ২৯ ॥" বংশীধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নিঃসৃত হয় ; শ্রীরাধিকার কানে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মস্থানে পৌঁছিয়া, তাঁহার চিত্তকে

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ
পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ
প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥ ৫২

তথাহি তত্রৈব (২।২৩, ২২)—
সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥ ৫৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রজোভরঃ গোক্ষুররেণুসমূহঃ হরিং গোবিন্দম্ উদ্দিশতি উদ্দেশং কারয়তি তমো ঘোরান্ধকারঃ পুরতঃ অগ্রতঃ অমুং হরিং নন্দ-নন্দনং সঙ্গময়তি সংযোজয়তি অতএব ব্রজবামদৃশাং গোপাঙ্গনানাং পদ্ধতিঃ রীতিঃ সর্ব্বদৃশঃ সর্ব্বেষাং চক্ষুষঃ শ্রুতেঃ অপি বেদস্য অপি সম্বন্ধে ন প্রকটতা ন ব্যক্তা ভবতি। শ্লোকমালা। ৫২

নিরাতঙ্কঃ শঙ্কারহিতঃ মুদিরদ্যুতিঃ নবীনমেঘবর্ণঃ মাদ্যন্ মতঙ্গজবিভ্রমঃ মহামত্তগজবচ্চঞ্চলঃ অহহ ইতি খেদে চটুলৈশ্চঞ্চলৈঃ উৎসর্পদ্‌ভিরিতস্ততো ভ্রমদ্ভিঃ চেতঃকোষাৎ চিত্তরূপ-ভাণ্ডারাৎ। চক্রবর্ত্তী। ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিচলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আকৃষ্ট করে। এস্থলে বংশীধ্বনি দূতীর কাজ করিল। বংশীধ্বনিরূপা দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে আসিয়া স্বীয় প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার চিত্তকে উন্মুখ করিয়া মিলন করাইয়া থাকে; সুতরাং বংশীধ্বনি নিসৃষ্টার্থা দূতীর তুল্যা।

শ্লো। ৫২। অন্বয়। রজোভরঃ (রজঃ-সমূহ) [ব্রজবামদৃশাং] (ব্রজসুন্দরীদিগের পক্ষে) হরিং (শ্রীকৃষ্ণকে) উদ্দিশতি (উদ্দেশ করিয়া দিতেছে), তমঃ (এবং তমঃ) অমুং (ইঁহাকে—এই শ্রীকৃষ্ণকে) সঙ্গময়তি (মিলন করাইয়া দিতেছে)। ব্রজবামদৃশাং (ব্রজরমণীদের) পদ্ধতিঃ (রীতি—কৃষ্ণভজন-রীতি) সর্ব্বদৃশঃ (সর্ব্বলোক-চক্ষুঃস্বরূপ) শ্রুতেঃ অপি (শ্রুতিরও) ন প্রকটা (অগোচর)।

অনুবাদ। (ব্রজরামাদিগের পক্ষে) রজঃসমূহ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ করিতেছে এবং তমঃ তাঁহার সহিত সঙ্গম করাইতেছে; অতএব ব্রজাঙ্গনাদিগের কৃষ্ণভজন-পদ্ধতি সকল লোকের চক্ষুঃস্বরূপ শ্রুতিরও অগোচর। ৫২

রজঃ—গো-ধূলি, পক্ষে রজোগুণ। **তমঃ**—সন্ধ্যার অন্ধকার; পক্ষে তমোগুণ। উত্তর-গোষ্ঠের সময় গোধূলি শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ গোধূলি দেখিলেই বুঝা যায়, গো-সমূহ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন। আর সন্ধ্যার অন্ধকার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া দিতেছে; অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকারময় আবরণেই অভিসার করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েন। শ্লেষার্থে রজঃ—রজোগুণ, যদ্দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং কৃষ্ণের উদ্দেশ হয় না; আর তমঃ—তমোগুণ, আবরক; ইহাদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় না; এইরূপই শ্রুতির উক্তি। বৃন্দাবনে কিন্তু উহার বিপরীত—রজঃ (গো-ধূলি) এবং তমঃ (অন্ধকার)ই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ এবং মিলন করাইয়া দেয়। এই শ্লেষার্থেই বলা হইয়াছে, ব্রজাঙ্গনাদের ভজন-পদ্ধতি বেদের অগোচর।

এই শ্লোক বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক এবং ব্রজসুন্দরীদিগের ভাবের অপূর্ব্ব-বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক।

শ্লো। ৫৩। অন্বয়। সহচরি (হে সহচরি)! মুদিরদ্যুতিঃ (নবজলধর-কান্তি) মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ (মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিলাসবিশিষ্ট) কঃ (কে) অয়ং (এই) নিরাতঙ্কঃ (নির্ভীক) যুবা (যুবক)? কুতঃ (কোথা হইতে) ব্রজভুবি (ব্রজমণ্ডলে) প্রাপ্তঃ (আসিয়াছেন)? অহহ (অহো! বড় দুঃখ) যঃ (যিনি) ইহ (এই বৃন্দাবনে) চটুলৈঃ (চঞ্চল) উৎসর্পদ্‌ভিঃ (ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল) দৃগঞ্চল-তস্করৈঃ (কটাক্ষস্বরূপ-তস্করদ্বারা) মম (আমার) চেতঃকোষাৎ (চিত্তরূপ ধনাগার হইতে) ধৃতিধনং (ধৈর্য্যরূপ ধনকে) বিলুণ্ঠয়তি (লুণ্ঠন করিতেছেন)।

অনুবাদ। হে সহচরি! যিনি নবীন-মেঘের ন্যায় শ্যাম-সুন্দর, এবং মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যাঁহার বিলাস,

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥ ৫৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উন্নত-মনোরথৈঃ বহুদিন-মানস-বাঞ্ছিতৈঃ হেতুভূতৈঃ ময়া কৃষ্ণেন ইয়ং সা রাধিকা অলম্ভি প্রাপ্তবতীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫৪

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

সেই এই নির্ভীক যুবা কে? এবং কোথা হইতেই বা ব্রজমণ্ডলে আসিয়াছেন? বড় দুঃখের বিষয়—এই বৃন্দাবনে ইনি চঞ্চল এবং ভ্রমণশীল কটাক্ষ-তস্কর দ্বারা আমার চিত্তরূপ ধনাগার হইতে ধৈর্য্যরূপ ধন লুণ্ঠন করিতেছেন। ৫৩

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা তাঁহার সখীকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীরাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? **যুবা**—তিনি নবযৌবনপ্রাপ্ত; আর কিরূপ? **মুদিরদ্যুতিঃ**—মুদিরের (নবীন মেঘের) ন্যায় দ্যুতি (কান্তি) যাঁহার, তাদৃশ; নবজলধরের ন্যায় শ্যামসুন্দর। আর কিরূপ? **মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ**—মাদ্যন্ (মদমত্ত) মতঙ্গজের (মাতঙ্গের—হস্তীর) ন্যায় বিভ্রম (বিলাস) যাঁহার, তাদৃশ; মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় চঞ্চল। তিনি কি করেন? চোরের সর্দ্দার যেমন স্বীয় অধীনস্থ চোরদিগের দ্বারা লোকের ধনাগার হইতে ধন লুটিয়া নেয়, ইনিও ইঁহার চঞ্চল-কটাক্ষরূপ-তস্কর দ্বারা আমার [শ্রীরাধার] চিত্তরূপ ধনাগার হইতে ধৈর্য্যরূপ ধন হরণ করিয়া লইতেছেন। মর্ম্ম এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর নয়নের চঞ্চল কটাক্ষ দর্শন করিয়া শ্রীরাধার ধৈর্য্যচুতি ঘটিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্লো। ৫৪। অন্বয়। যা (যিনি—যে শ্রীরাধা) মম (আমার) মনঃ-করীন্দ্রস্য (চিত্তরূপ করীন্দ্রের—প্রধান হস্তীর) বিহার-সুরদীর্ঘিকা (বিহারের মন্দাকিনীতুল্যা), বিলোচন-চকোরয়োঃ (নয়নরূপ চকোরদ্বয়ের) শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা (শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের প্রভাতুল্যা) উরোঽম্বরতটস্য (হৃদয়রূপ আকাশের) আভরণ-চারুতারাবলী (মনোহর তারাবলীনামক অলঙ্কারতুল্যা), সা (সেই) ইয়ং (এই) রাধিকা (শ্রীরাধা) ময়া (আমাকর্তৃক) উন্নত-মনোরথৈঃ (অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষায়) অলম্ভি (প্রাপ্তা)।

অনুবাদ। যিনি আমার চিত্তরূপ করীন্দ্রের বিহার-মন্দাকিনী (আমার চিত্ত সর্ব্বদাই যাহাতে বিহার করিতেছে), যিনি আমার নয়ন চকোরের শারদীয় পূর্ণচন্দ্র প্রভা (যাহার রূপ-সুধা পান করিয়া আমার নয়ন তৃপ্ত হয়) এবং যিনি আমার হৃদয়াকাশের আভরণস্বরূপ নক্ষত্রমালা—সেই এই রাধিকাকে আমি অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষায় লাভ করিয়াছি। ৫৪

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধার গুণবর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরাধা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিতেছেন; শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মনোরূপ করীন্দ্রের **বিহার-সুরদীর্ঘিকা**—বিহারের (জলকেলির) পক্ষে সুরদীর্ঘিকার (স্বর্গ-গঙ্গা মন্দাকিনীর) তুল্য; হস্তিগণ গঙ্গাতে জলকেলি করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, শ্রীরাধিকাতে বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও সেইরূপ—ততোঽধিক—আনন্দ পায়। স্বর্গের মন্দাকিনী-শব্দে আনন্দের আধিক্য সূচিত হইতেছে। আর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের **বিলোচন-চকোরয়োঃ**—নয়নরূপ চকোরদ্বয়ের পক্ষে **শরদমন্দ-চন্দ্র-প্রভা**—শরতের (শরৎকালের—শারদীয়) অমন্দ (উৎকৃষ্ট—পূর্ণ, নির্ম্মল) চন্দ্রের প্রভাতুল্যা; শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল সুধাপান করিয়া চকোর যেমন তৃপ্তিলাভ করে, শ্রীরাধার রূপসুধা পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ও তদ্রূপ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। এই শ্রীরাধা আবার শ্রীকৃষ্ণের **উরোঽম্বরতটস্য**—উরঃ (বক্ষঃস্থল) রূপ অম্বর-তটের (আকাশের) পক্ষে **আভরণ-চারুতারাবলী**—আভরণ (অলঙ্কার) রূপ চারু (মনোহর) তারাবলী (নক্ষত্রকুল); নক্ষত্রসমূহ যেমন আকাশের শোভাবর্দ্ধন করে, শ্রীরাধিকার দেহলতাও তারাবলীহারের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে—॥ ১৩৮
কবিত্ব না হয় এই—অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥ ১৩৯
প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দঘূর্ণন ॥ ১৪০

তথাহি প্রাচীনকৃত-শ্লোকঃ—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ ৫৫

তোমার শক্তি বিনু এই জীবে নহে বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও, হেন অনুমানি ॥ ১৪১

প্রভু কহে—প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহাতে আমার তুষ্ট হইল মন ॥ ১৪২

মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার ॥ ১৪৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিমিতি। তস্য কবেঃ কাব্যকর্ত্তুঃ কাব্যেন কবিতারচনেন কিং প্রয়োজনম্। তস্য ধনুষ্মতঃ ধনুর্দ্ধারিজনস্য কাণ্ডেন বাণক্ষেপণেন কিং প্রয়োজনম্। পরস্য অন্যজনস্য হৃদয়ে অন্তঃকরণে লগ্নং যৎ যদি শিরঃ তস্য মস্তকং ন ঘূর্ণয়তি ন সঞ্চালয়তি। শ্লোকমালা। ৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এতাদৃশী শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে লাভ করিয়াছেন? **উন্নত-মনোরথৈঃ**—উন্নত (বহুদিনব্যাপী) মনোরথদ্বারা (মনের বাসনা দ্বারা); শ্রীরাধাকে পাইবার নিমিত্ত বহুকাল ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ তীব্রবাসনা পোষণ করিয়াছিলেন; বহুকাল-ব্যাপিনী উৎকণ্ঠার ফলে তিনি তাঁহাকে পাইয়াছেন।

১৩৮। শ্রীরূপের মুখে নাটকের শ্লোক-কয়টী শুনিয়া রায় রামানন্দ এতই প্রীত হইলেন যে, সহস্রমুখে শ্রীরূপের কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন (যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বিবৃত হইয়াছে)।

১৩৯। নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার—নাটক-লক্ষণের ও সমস্ত সিদ্ধান্তের সার। শ্রীরূপের নাটকে নাটকের সমস্ত লক্ষণ অতি সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইয়াছে এবং যে সব সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে, তাহারও তুলনা নাই।

১৪০। প্রেম-পরিপাটী—প্রেমের পরিপাটীও (কৌশল) অতি চমৎকাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। **আনন্দ-ঘূর্ণন**—শ্রীরূপের প্রেমপরিপাটী-আদির বর্ণনা শুনিয়া চিত্ত ও কর্ণ আনন্দাতিশয্যে বিঘূর্ণিত হইয়া যায়।

চিত্ত-কর্ণের আনন্দ-ঘূর্ণনেই যে কবিত্বের বিশিষ্টতা, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫৫। অন্বয়। তস্য কবেঃ (সেই কবির) কাব্যেন কিম্ (কাব্য-রচনার কি প্রয়োজন), তস্য ধনুষ্মতঃ (সেই ধনুর্দ্ধারীর) কাণ্ডেন কিম্ (বাণক্ষেপণের কি প্রয়োজন); যৎ (যাহা—যেই কাব্য বা বাণ যদি) পরস্য (পরের) হৃদয়ে (হৃদয়ে) লগ্নং (লগ্ন হইয়া) শিরঃ (মস্তককে) ন ঘূর্ণয়তি (ঘূর্ণিত না করে)।

অনুবাদ। সেই কবির কাব্যরচনার প্রয়োজন কি—যদি তাহা অন্য জনের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া আনন্দে তাহার মস্তক ঘূর্ণিত না করে? সেই ধনুর্দ্ধারীর বাণ-ক্ষেপণেই বা প্রয়োজন কি—যদি সেই বাণ অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া বেদনায় তাহার মস্তক ঘূর্ণিত না করে? ৫৫

১৪১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি রায়রামানন্দের উক্তি।

এই বাণী—এইরূপ উক্তি; বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের মত বর্ণনা।

১৪৩। প্রভু বলিলেন—শ্রীরূপের গ্রন্থ অত্যন্ত মধুর কবিত্বপূর্ণ, অলঙ্কার-পূর্ণ এবং চিত্তের প্রসন্নতা-সাধক। বাস্তবিক এইরূপ কবিত্ব ব্যতীত রসের প্রচার হইতে পারে না।

সভে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর—।
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর ॥ ১৪৪
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥ ১৪৫
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥ ১৪৬
এই দুই ভাই আমি পাঠালাঙ বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়াছি ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে ॥ ১৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রসন্ন—প্রসাদ গুণসম্পন্ন; চিত্তের প্রসন্নতাসাধক। **সালঙ্কার**—অলঙ্কারযুক্ত।

১৪৪। **সভে কৃপা করি**—প্রভু সকল বৈষ্ণবকে বলিলেন, "তোমরা সকলে শ্রীরূপকে কৃপা কর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন সর্ব্বদা ব্রজ-প্রেম বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়।"

১৪৫। **ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা**—প্রভু এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীসনাতনের বিবরণ ভক্তদের নিকট বলিতেছেন। **বিজ্ঞবর**—জ্ঞানী; সনাতনের মত জ্ঞানী পৃথিবীতে কেহ নাই।

১৪৬। **তোমার**—রায় রামানন্দকে বলিতেছেন। **যৈছে বিষয় ত্যাগ**—যেরূপ বিষয় ত্যাগ; রায় রামানন্দ বিদ্যানগরের অধিপতি ছিলেন; তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। **তৈছে তাঁর রীতি**—সনাতনের বিষয়-ত্যাগও তোমার মতই। উচ্চ রাজকার্য্য, বিপুল ধনসম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীসনাতন কাঙ্গাল-বেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। **দৈন্য**—দীনতা; আপনাতে হীনবুদ্ধি; উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সনাতন নিজেকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিতেন। **বৈরাগ্য**—ভোগ-সুখাদিতে বিরক্তি। **পাণ্ডিত্য**—বিজ্ঞতা। **তাঁহাতেই স্থিতি**—দৈন্য, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য এই তিনটী এক সঙ্গে কেবল শ্রীসনাতনেই আছে।

১৪৭। **শক্তি দিয়াছি**—প্রভু বলিলেন, "ভক্তি-শাস্ত্র লিখিতে এবং প্রচার করিতে শ্রীরূপ-সনাতনকে আমি শক্তি দিয়াছি।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজমুখে বলিয়াছেন—রসশাস্ত্র-বিচারে শ্রীরূপগোস্বামী যোগ্যপাত্র (৩।১।৮০); আবার তিনি ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নের জন্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামীতে শক্তিসঞ্চারও করিয়াছেন,—একবার প্রয়াগে (৩।১।৮১), আর একবার নীলাচলে (৩।১।১৫১)। রসশাস্ত্রে পরম বিজ্ঞ এবং পরম-রসজ্ঞ শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর-গোস্বামীকেও প্রভু বলিলেন—"তুমিও কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ (৩।১।৮১)।" আবার নীলাচলবাসী রায়রামানন্দাদি ভক্তবৃন্দকেও প্রভু বলিলেন—"সভে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর। ব্রজলীলাপ্রেমরস বর্ণে নিরন্তর ॥ ৩।১।১৪৪ ॥" প্রভু কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে নিজেও আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎকালে নীলাচলে অবস্থিত প্রভুর ভক্তবৃন্দের চরণেও শ্রীরূপের দ্বারা নমস্কার করাইলেন (৩।২।১৫১)। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি প্রভুর পার্ষদবৃন্দও কৃপা করিয়া শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিয়া শক্তিসঞ্চার করিলেন (৩।১।১৫২)। এই সমস্তই হইতেছে শ্রীরূপের দ্বারা রসগ্রন্থ ও ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের জন্য প্রভুর অত্যাগ্রহের পরিচায়ক। প্রভুর এতই আগ্রহ যে, একাধিকবার নিজে শক্তিসঞ্চার করিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছেনা; তাই যেন শ্রীরূপের জন্য প্রভু নিজেই একে একে সকল ভক্তের কৃপাশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীরূপ নিজেও পরম পণ্ডিত, পরম-রসজ্ঞ; তার উপর এই সকল সুদুর্লভ শক্তি। প্রয়াগে প্রভু আবার তাঁহাকে নিজে শিক্ষাও দিয়াছেন। সেই শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া সঞ্চারিত-শক্তির প্রভাবে শ্রীপাদরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, বিদগ্ধমাধব, ললিত মাধব, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও ঠিক ঐরূপেই প্রভুর শিক্ষা এবং কৃপাশক্তি লাভ করিয়া বৃহদ্‌ভাগবতামৃত, দশম-টিপ্পনী আদি অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের এসকল ভক্তিগ্রন্থসমূহই যেন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অত্যাগ্রহের মূর্ত্ত-প্রকাশ। কিন্তু এত আগ্রহ কেন? মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দ যতদিন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন, ততদিন তো সাধন-ভজনের

রায় কহে—ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥ ৪৮
মোর মুখে যে সব রস কৈলে প্রচারণে।
সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে॥ ১৪৯
ভক্তকৃপায় প্রকটিতে চাহ ব্রজের রস।
যারে করাও, সে করিবে, জগৎ তোমার বশ॥ ১৫০
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সভার চরণ বন্দন॥ ১৫১
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সভে কৈল আলিঙ্গন॥ ১৫২
প্রভুর কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সব ভক্তের মন॥ ১৫৩
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া গেলা।
হরিদাসঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥ ১৫৪
হরিদাস কহে—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহার কে জানে মহিমা?॥ ১৫৫
শ্রীরূপ কহে—আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহায়, সেই কহি বাণী॥ ১৫৬

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১।১।২ —
হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥ ৫৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ নিজভক্তিপ্রবর্ত্তনেন কলিযুগপাবনাবতারং বিশেষতঃ শ্র্যাশ্রয়চরণকমলং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং ভগবন্তং নমস্করোতি হৃদীতি। হৃদ্‌বিষয়-প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতঃ অস্মিন্ সন্দর্ভে ইতি শেষঃ। বরাকরূপেতি স্বয়ং দৈন্যেনোক্তম্।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অপেক্ষা না রাখিয়াই তাঁহারা সকল জীবকেই প্রেমভক্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পরে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের প্রতি করুণা প্রকাশের জন্যই যেন প্রভুর এত আগ্রহ বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহারা যাহাতে প্রেমভক্তির প্রতি প্রলুব্ধ হইতে পারে, ভগবদুন্মুখতা লাভ করিয়া ভজন-সাধনে অগ্রসর হইতে পারে এবং তাঁহার কৃপায় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে—মুখ্যতঃ এই উদ্দেশ্যেই পরম-করুণ প্রভু শ্রীপাদরূপ-সনাতনের দ্বারা এসমস্ত অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজি প্রকাশ করাইয়া গিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে শ্রীপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু দ্বারা সে সকল গ্রন্থ জগতে প্রচার করাইয়াছেন। ৩।৪।১০৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৮। প্রভুর কথা শুনিয়া রায়-রামানন্দ বলিলেন—"প্রভু, তুমি ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্; তোমার শক্তিতে সজীব প্রাণী তো দূরের কথা, নির্জ্জীব কাঠের পুতুলও আপনা আপনি নৃত্য করিতে পারে। শ্রীরূপ-সনাতনকে তুমি শক্তি দিয়াছ, তাঁহারা সেই শক্তির প্রভাবে ভক্তিশাস্ত্র-প্রবর্ত্তন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে?"

১৪৯। **মোর মুখে** ইত্যাদি—রামানন্দরায় বলিলেন, "প্রভু! গোদাবরী-তীরে আমার মুখে যে সকল রসতত্ত্ব প্রচার করাইয়াছ, শ্রীরূপের লেখায় সেই সমস্ত তত্ত্বই দেখিতে পাইতেছি।"

১৫০। **ভক্ত-কৃপায়**—ভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ, ভক্তগণের মঙ্গল ও আনন্দ-বিধানের নিমিত্ত। **প্রকটিতে চাহ**—ব্রজ-রস-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি প্রচার করাইয়া ব্রজরস প্রকটিত করিতে চাহ। **যারে করাও**—যাহাদ্বারা (ব্রজরস প্রচার করাইতে) ইচ্ছা কর। **জগৎ তোমার বশ**—সমস্ত জগৎই তোমাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সমস্ত জগৎই যখন তোমাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া যখন কাঠের পুতুলও অপরের সহায়তা ব্যতীত আপনা-আপনিই নৃত্য করিতে পারে, তখন যাহাদ্বারাই তুমি ব্রজরস প্রচার করাইতে ইচ্ছা কর, তিনিই (তোমার শক্তিতে) তাহা করিতে পারিবেন।

১৫১। প্রভু শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীরূপ-দ্বারা সকলের চরণ-বন্দনা করাইলেন।

১৫৩। **প্রভুর কৃপা রূপে**—শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কৃপা।

১৫৪। **হরিদাস ঠাকুর রূপে**—সকলে চলিয়া গেলে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্লো। ৫৬। অন্বয়। হৃদি (হৃদয়ে) যস্য (যাঁহার) প্রেরণয়া (প্রেরণায়) বরাকরূপঃ (অতি ক্ষুদ্র যে রূপ,

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে॥ ১৫৭
চারিমাস বহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
গোসাঞি বিদায় দিল—গৌড়ে করিলা গমন॥১৫৮
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাচলে রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভু-সঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥ ১৫৯
দোল অনন্তরে প্রভু রূপে বিদায় দিলা।
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা॥ ১৬০
'বৃন্দাবন যাহ তুমি, রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহাঁ পাঠাইও সনাতনে॥' ১৬১
ব্রজের রসশাস্ত্র তুমি কর নিরূপণ।
তীর্থ সব লুপ্ত, তার করিহ প্রচারণ॥ ১৬২
কৃষ্ণসেবা রস ভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহো দেখিতে তাহাঁ যাইব একবার॥ ১৬৩
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
রূপগোসাঞি ধরিল শিরে তাঁহার চরণ॥ ১৬৪
মহাপ্রভু ভক্তস্থানে বিদায় মাগিলা।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবন আইলা॥ ১৬৫
এই ত কহিল পুন রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য চরণ॥ ১৬৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ
শ্রীরূপসঙ্গমো নাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সরস্বতীতু তদসহমানা বরং শ্রেষ্ঠং আ সম্যক্ কায়তি শব্দায়ত ইতি তমেব স্তাবয়তি। সংকবিতায়ামপি তৎপ্রেরণয়ৈব প্রবৃত্তিঃ স্যান্নান্যথেতি অপেরর্থঃ। শ্রীজীব। ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেই রূপ) অহং (আমি) অপি (ও) প্রবর্ত্তিতঃ (প্রবর্ত্তিত হইয়াছি), তস্য হরেঃ (সেই হরি) চৈতন্যদেবস্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের) পদকমলং (চরণ-কমল) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণায় শ্রীরূপ-নামক অতি ক্ষুদ্র আমি (ভক্তি-শাস্ত্র প্রণয়নে) প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের পদকমলকে বন্দনা করি। ৫৬

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিতেই, তাঁহার প্রেরণাতেই যে শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। শ্রীরূপগোস্বামী দৈন্যবশতঃ নিজেকে **বরাকরূপঃ**—বরাক (অতি ক্ষুদ্র, শক্তিহীন) রূপ, শ্রীরূপনামক অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

১৫৭। দুইজন—শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস। **রূপ হরিদাস সঙ্গে**—শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাস এই দুইজন একসঙ্গে। অথবা, হরিদাসের সঙ্গে শ্রীরূপ।

১৫৮। চারিমাস বহি—চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাস অতিবাহিত হইলে।

১৬০। দোল অনন্তরে—দোলযাত্রার পরে। কোনও গ্রন্থে "দোলযাত্রা বই" পাঠ আছে। **বিদায় দিলা**—বৃন্দাবন যাওয়ার আদেশ করিলেন। "বিদায়" স্থলে কোনও গ্রন্থে "আজ্ঞা" পাঠান্তর আছে। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

১৬৩। প্রভু এখানে শ্রীরূপকে বলিলেন—"আমিও একবার বৃন্দাবন দেখিতে যাইব।" কিন্তু প্রকট-লীলায় তিনি আর বৃন্দাবনে যায়েন নাই; বোধ হয় আবির্ভাবরূপেই শ্রীরূপাদিকে দর্শন দিয়াছিলেন। "একবার" স্থানে কোনও কোনও গ্রন্থে "বার বার" পাঠ আছে।

১৬৫। শ্রীরূপগোস্বামী মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৌড়দেশ হইয়া পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

"মহাপ্রভু ভক্তস্থানে"-স্থলে "প্রভুগণ পাশ" এবং "মহাপ্রভু ভক্তগণে" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৬৬। পুনঃ রূপের মিলন—একবার রামকেলিতে, আর একবার প্রয়াগে এবং এইবার নীলাচলে শ্রীরূপের সহিত প্রভুর মিলন হইল।

—০:(*):০—